উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স :	নিফটি :
৮৩,৬৯৭.২৯	২৫,৫৪১.৮০
(+৯০.৮৩)	(+২৪.৭৫)

যত কাণ্ড এয়ার ইন্ডিয়ায়

১৪ জুন নয়াদিল্লি থেকে ভিয়েনার উদ্দেশে রওনা দেয় এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৭৭ বিমান। ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ৯০০ মিটার নীচে নেমে আসে। শেষপর্যন্ত অবশ্য বিপর্যয় ঘটেনি।

›› ৭

প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের মামলা

দুর্নীতি হলে আদালত কড়া পদক্ষেপ করতে দ্বিধাবোধ করবে না। চোখ বন্ধ করেও থাকবে না, ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় এমনটাই মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট।

›› ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩৩°	৩৪°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৬°	২৭°	২৬°

আজ প্রকাশ্যে পদ্মের রাজ্য সভাপতির নাম

›› ৫

১৭ আষাঢ় ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 2 July 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 45

সাবধানে।। ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত জাতীয় সড়ক পারাপারে সাহায্য। মঙ্গলবার উত্তরকাশীর সিলাই ব্যান্ড এলাকায়।

কোমা'র পথে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা দপ্তরের উদাসীনতা ও চূড়ান্ত অবহেলায় ভেঙে পড়ার মুখে উত্তরবঙ্গের উচ্চশিক্ষার কাঠামো। প্রশাসনিক অচলাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বাড়ছে। আজ প্রথম কিস্তি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : সাহিত্যিক দেবেশ রায় উত্তরবঙ্গকে বলেছিলেন 'ভগবানের আঙিনা'। সেই আঙিনায় শিক্ষার সাত রংয়ের ছবি আঁকার নানা প্রতিশ্রুতির কথা বিভিন্ন সময় শোনা গিয়েছে। জেলায় জেলায় তৈরি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। তবে প্রতিটি ক্যাম্পাসেই চরমে উঠেছে বিশৃঙ্খলা। ভেঙে পড়েছে শিক্ষার প্রশাসনিক কাঠামো, লাটে উঠেছে পড়াশোনা থেকে গবেষণা সবকিছুই। প্রশাসকহীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দশা হয়েছে ঢালতরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দারের মতো। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে উপাচার্যহীন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। রাজ্যের অন্যতম পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়টিতে এই মুহূর্তে রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ামক, কলেজ পরিদর্শক সহ প্রায় একডজন গুরুত্বপূর্ণ পদ ফাঁকা। বন্ধ হয়ে রয়েছে বার্ষিক সমাবর্তন। জোড়াতালি দিয়ে কোনওরকমে কাজ চললেও, শিক্ষা দপ্তরের উদাসীনতায় অন্ধকারে হাজার হাজার পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ।

DESUN
HOSPITAL
—SILIGURI—
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান
নার্সিং স্কুল ও
কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির
জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

উপাচার্য থাকাকালীন ২০২২-এর ১৯ সেপ্টেম্বর নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সুবীরেশ ভট্টাচার্য। তারপর থেকেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ছেলেখেলা চলছে। গত প্রায় তিন বছরে ছ'বার উপাচার্য বদল হয়েছে। রাজভবন ও নবান্নের টানাপোড়েনে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগও আটকে গিয়েছে। কিন্তু বাকি যে পদগুলিতে নিয়োগের ক্ষমতা রয়েছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের হাতে সেই পদগুলিও কেন মাসের পর মাস ফাঁকা পড়ে রয়েছে তার সদুত্তর মেলেনি। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বক্তব্য, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সচল রাখতে পদক্ষেপ হয়েছে।'

শিক্ষামন্ত্রী দাবি করছেন ঠিকই, তবে বাস্তব পরিস্থিতি অন্য কথা বলছে। দিলীপকুমার সরকার অবসর নেওয়ার পর ২০২১ সালের ৩১ জানুয়ারি থেকে ফাঁকা পড়ে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী রেজিস্ট্রারের চেয়ার। কখনও শিক্ষক, কখনও কোনও আধিকারিককে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হলেও নির্দেশিকা জারি করে তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে রাজ্য। ফলে দৈনন্দিন নিয়মমাফিক কিছু কাজ ছাড়া অস্থায়ী রেজিস্ট্রার থাকা না থাকা কার্যত সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তরের উচ্চশিক্ষার প্রধান স্তম্ভ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে শিক্ষা দপ্তর এতটাই উদাসীন যে, সাড়ে চার বছর হতে চললেও স্থায়ী রেজিস্ট্রার নিয়োগ করা হয়নি।

এরপর দশের পাতায়

আতঙ্কে রোগী ও পরিজন

হাসপাতালে পকেটমারির ভয়

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১ জুলাই : আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রোগী দেখানোর কথা ভাবছেন? ভিড় ঠেলে লাইনে দাঁড়াবেন? ডাক্তার দেখাতে এলে সাবধান হয়ে আসাই ভালো। কারণ, একটু অসাবধান হলেই হতে পারে বিপদ। ব্যাগ থেকে গায়েব হয়ে যেতে পারে টাকা সহ গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে সম্প্রতি পকেটমারদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। সম্প্রতি বেশ কয়েকজনের ব্যাগ থেকে টাকা চুরি গিয়েছে। মঙ্গলবারও হাসপাতালে আসা রোগী ও রোগীর পরিজনরা এমনই অভিযোগ জানিয়েছেন। আউটডোরে ডাক্তার দেখানোর লাইনে দাঁড়িয়ে টাকা খোয়া গিয়েছে বেশ কয়েকজনের। হাসপাতালের পাশেই রয়েছে পুলিশ ফাঁড়ি। এদিন ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন চোর-পকেটমারের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে সেই ফাঁড়িতে গিয়ে অভিযোগ জানান। সেইসঙ্গে বিষয়টি নিয়ে হাসপাতালের অফিসে গিয়েও স্বাস্থ্যকর্তাদের দ্বারস্থ হন কয়েকজন। তবে তাতে কোনও সুরাহা হয়নি। চোর ধরা পড়েনি। অন্যদিকে, কেউ কোনও লিখিত অভিযোগও করেনি বলে জানাচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এদিন টাকা খুইয়ে অনেকেই সমস্যায় পড়েন। বাড়ি ফেরার মতো টাকাও নেই বলে জানান অনেকেই। তখন পুলিশকর্মীরা তাদের সহযোগিতা করেন।

সিসিটিভি ফুটেজে চোখ।

দৌরাত্ম্য

- আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে সম্প্রতি পকেটমারদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে
- আউটডোরে ডাক্তার দেখানোর লাইনে দাঁড়িয়ে টাকা খোয়া গিয়েছে বেশ কয়েকজনের

এদিন ব্যাগ থেকে টাকা চুরির বিষয়টি জানার পর কয়েকজন হাসপাতালের সুপারের অফিসে যান। সেখানে জেলা হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার চিন্ময় নস্করের সঙ্গে কথা বলেন। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চোরকে চিহ্নিত করতে বলেন অভিযোগকারীরা। তবে কাউকে চিহ্নিত করা যায়নি। অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার জানান, পুলিশকেও বিষয়টি দেখতে বলা হয়েছে।

হাসপাতালের পাশে যে আলিপুরদুয়ার টাউন পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে সেখানকার ওসি দীপঙ্কর চক্রবর্তী বলেন, 'কেউ লিখিতভাবে চুরির অভিযোগ জানায়নি। তবে আমরা নজরদারি রাখছি। হাসপাতাল চত্বরে সবসময় পুলিশ থাকেই।'

এদিন স্বামীকে হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন সোনাপুরের বাসিন্দা অপর্ণা দেব। হাসপাতালের সাধারণ বিভাগে ডাক্তার দেখানোর পর এক্স-রে করাতে যান। হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার সময় ব্যাগে হাত দিয়ে দেখেন টাকা নেই। ওই মহিলার কথায়, 'ব্যাগে সাড়ে তিন হাজার টাকা ছিল। সবগুলো ৫০০ টাকার নোট। ভেবেছিলাম কোনও টেস্ট করাতে হলে বা ওষুধ কিনতে হলে টাকা লাগতে পারে। সেজন্য এনেছিলাম। সব টাকা চুরি গেল।'

এরপর দশের পাতায়

যাত্রী নেই, কলকাতার বাস বন্ধ

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১ জুলাই : আলিপুরদুয়ার থেকে কলকাতাগামী সরকারি বাস পরিষেবা চালু করার জন্য একসময় দাবি জানিয়ে আসছিলেন শহরের বাসিন্দারা। সেই বাস পরিষেবা একসময় অনিয়মিত ছিল। বছর দুয়েক আগে দুর্গাপুজোর আগে তা নিয়মিত চালু হয়। এদিকে, গত এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে আলিপুরদুয়ার-কলকাতা রুটে এনবিএসটিসি'র বাস পরিষেবা বন্ধ বলে জানা গিয়েছে। কেন? ডিপোর আধিকারিকরা জানিয়েছেন, যাত্রী হচ্ছে না। সেজন্যই বন্ধ।

প্রশ্নে এনবিএসটিসি

এনবিএসটিসির কর্তারা বলছেন, গরমের ছুটি সহ বিভিন্ন ছুটির জন্য যাত্রী কমেছে। তাছাড়া গরমের দাপট তো রয়েছেই। সবমিলিয়ে আলিপুরদুয়ার-কলকাতার মধ্যে নিয়মিত যাতায়াতকারীদের সংখ্যা কমেছে। আধিকারিকরা বলছেন, আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ি হয়ে কলকাতা যাত্রার সময় তা-ও বা কয়েকজন যাত্রী হচ্ছে, কিন্তু কলকাতা থেকে ফেরার সময় সেটুকুও হচ্ছে না। আর যেটুকু যাত্রী হচ্ছে, তাতে বাস চালিয়ে যাতায়াতের খরচটুকুও উঠছে না। আর কফিনে শেষ পেরেক পুঁতেছে আলিপুরদুয়ার থেকে দিঘা যাওয়ার ভলভো বাস পরিষেবা। সেই বাসের টিকিটের চাহিদা রয়েছে। কলকাতার বাসের টিকিটের চাহিদা একেবারেই নেই। এমন অবস্থা অনেকদিন ধরেই চলছে। শেষপর্যন্ত পরিষেবা বন্ধ রাখার পথেই হেঁটেছেন নিগমের কর্তারা। এবিষয়ে জানতে চাওয়া হলে এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'যেদিন ভলভো বাস আলিপুরদুয়ার থেকে চলবে, সেই দিনগুলি বাদ দিয়ে সপ্তাহের অন্যদিনে কলকাতা

এরপর দশের পাতায়

চার ঘণ্টা পথ অবরোধ খগেনহাটে

জখম সহপাঠী, পথে ছাত্রীরা

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ১ জুলাই : স্কুলে যাওয়ার সময় বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলির নীচে চাপা পড়ে রুমা দাস। রুমা খগেনহাট জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া। মঙ্গলবার খগেনহাটে ওই দুর্ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভ ছড়ায়। একদিকে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন এলাকার বাসিন্দারা। আর দুপুরের চড়া রোদের মধ্যে স্কুল থেকে বেরিয়ে প্রায় ২ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে ঘটনার প্রতিবাদ জানায় ছাত্রীরা। তাদের দাবি, স্কুল শুরু ও ছুটির সময়ে পড়ুয়াদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এদিকে, সেই ট্র্যাক্টরের চালককে গ্রেপ্তার করা যায়নি। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দিনভর খগেনহাটে পুলিশ মোতায়েন করা ছিল। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযুক্তকে ধরার চেষ্টা চলছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত জখম ছাত্রীর পরিবারের তরফে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।'

প্রতিবাদ।। পথে খগেনহাট জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রীরা।

পঞ্চম শ্রেণির সেই ছাত্রী জখম হলেও প্রাণে বেঁচে গিয়েছে। জখম অবস্থায় রুমাকে প্রথমে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে জলপাইগুড়ির একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান পরিবারের লোকজন। পড়ুয়ার বাবা রবি দাস বলেন, 'মেয়ে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। ওর চিকিৎসা চলছে।'

এদিন বেলা সাড়ে ১০টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। সাইকেল চালিয়ে আসছিল রুমা। খগেনহাটের ব্যাংকের সামনে একটি বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকে ধাক্কা মারে। ওই পড়ুয়া ট্র্যাক্টরের নীচে ফাঁকা অংশে ঢুকে যায়। সাইকেল দুমড়ে-মুচড়ে যায়। চালক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাকে তাড়া করে ধরে ফেলে এলাকার লোকজন। ঘটনাস্থলে হাজির হয় জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ। স্থানীয়দের অভিযোগ, চালককে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার পরেও সে পালিয়ে যায়। তাতেই ক্ষোভ চরমে ওঠে। বেলা ১২টা নাগাদ খগেনহাট-বানিয়াপাড়া এলাকায় পথ অবরোধ শুরু করে উত্তেজিত জনতা। পুলিশ ট্র্যাক্টর-ট্রলি বাজেয়াপ্ত করে ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। তারপরেও উত্তেজনা কমেনি।

ছড়াল ক্ষোভ

- স্কুলে যাওয়ার সময় বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর-ট্রলির নীচে চাপা পড়ে এক ছাত্রী
- খগেনহাটে ওই দুর্ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভ ছড়ায়
- সাধারণ বাসিন্দাদের পাশাপাশি খগেনহাট জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রীরা পথে নামে

এদিকে, অবরোধের পরেই অভিযুক্তের শাস্তি ও পথ নিরাপত্তায় শিশুদের সুরক্ষা প্রদানের দাবিতে খগেনহাটে বাজার চত্বরে ধিক্কার মিছিল করে প্রায় ৩০০ পড়ুয়া। মিছিল করার পর স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেয়। সেই স্কুলের টিআইসি অপর্ণা রায় বলেন, 'পড়ুয়াদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে স্কুলের তরফেও একটি ডেপুটেশন গ্রাম পঞ্চায়েতে দেওয়া হয়েছে।' ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাধনী ওরাওঁ বলেন, 'বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।'

ওদিকে, বেলা ৩টা বেজে গেলেও অবরোধ তোলা নিয়ে অনড় থাকেন

এরপর দশের পাতায়

'দাগিদের' সুযোগ, কোর্টে প্রশ্নে এসএসসি

কলকাতা, ১ জুলাই : ফের প্রশ্নের মুখে স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নিয়োগ প্রক্রিয়া। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের পর শূন্যপদে নিয়োগের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করেছিল এসএসসি। কিন্তু সেই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিটি নিয়ে প্রশ্ন তুলল হাইকোর্ট। ওই প্রক্রিয়ায় অযোগ্যদের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়ার কারণ জানতে চাইল বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ।

৩০ মে এসএসসির ওই বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত নিয়োগবিধিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে মামলাটি করেছিল যোগ্য চাকরিহারাদের একাংশ। সেই মামলায় মঙ্গলবার বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও কেন দাগিদের পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হল?'

নিয়োগে নতুন জট

বিচারপতি ভট্টাচার্যের যুক্তি, এসএসসির ৩০ মে'র বিজ্ঞপ্তিতে কোথাও বলা নেই যে, অযোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন না। আমার পর্যবেক্ষণে এটা বিজ্ঞপ্তিটির একটা বড় ত্রুটি।' এব্যাপারে শুধু এসএসসি নয়, রাজ্য সরকারের কাছে আগামী সোমবারের মধ্যে ব্যাখ্যা চেয়েছে আদালত।

মামলাকারীরা হাইকোর্টে পেশ করা আবেদনে অভিযোগ করেছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে এসএসসি নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে ও রুল প্রকাশ করেছে। শুধু অযোগ্যদের পরীক্ষায় বসার ছাড়পত্র নয়, চাকরিহারাদের বয়সের ছাড় কিংবা অভিজ্ঞতার জন্য অতিরিক্ত নম্বর ইত্যাদি কোনও নির্দেশই মানা হয়নি। বিচারপতি ভট্টাচার্য প্রশ্ন করেন, 'পুরোনো বিধি অনুযায়ী নিয়োগের নির্দেশের পরে কেন নতুন বিধি এনে জটিলতা তৈরি করছে কমিশন?'

আদালতের এই নির্দেশের পর খানিকটা সন্তোষ প্রকাশ করে চাকরিহারা শিক্ষকদের নেতৃত্বস্থানীয় চিন্ময় মণ্ডল বলেন, 'আমাদের একাংশ পুনরায় পরীক্ষা দিতে রাজি নয়। তা সত্ত্বেও পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হলে ২০১৬ সালে নিযুক্ত ও নতুন প্রার্থীদের জন্য আলাদা বিধি তৈরি করতে হবে।'

হাইকোর্টে এই মামলার ফলে নিয়োগের প্রক্রিয়া থমকে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এর আগে ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে কিছু জটিলতা তৈরি হয়েছিল। ওই সমস্যায় অবশ্য হাইকোর্ট এখনই হস্তক্ষেপ করতে রাজি হয়নি। কেননা, হাইকোর্টে রাজ্য সরকারের যুক্তি ছিল, সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি হলে নতুন করে আবেদন করার সুযোগ থাকবে।

এরপর দশের পাতায়

মাস্কের সংস্থাকে ভরতুকি বন্ধের হুমকি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১ জুলাই : ফের সংঘাত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং টেসলা কর্তা এলন মাস্কের!

আমেরিকায় দ্বিদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে বিকল্প দল গঠনের সময় এসেছে বলে মাস্কের মন্তব্যে শুরু হয়েছে ওই সংঘাত। পালটা মাস্কের সংস্থাকে ভরতুকি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প। ব্যয় সংকোচন সংক্রান্ত ট্রাম্পের 'বড় সুন্দর বিল' পাশ হলে পরের দিনই 'আমেরিকা পার্টি' নামে নতুন দল গঠন করা হবে বলে টেসলাকর্তা সমাজমাধ্যমে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রস্তাবিত বিলকে 'রাজনৈতিকভাবে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত' বলে সমালোচনা করেছেন মাস্ক।

পালটা নিশানা করে ট্রাম্পের দাবি, ভরতুকির ওপর টিকে রয়েছে মাস্কের সংস্থা। মাস্ক যে পরিমাণ ভরতুকি পেয়েছেন, তার সমতুল নজির ইতিহাসে দ্বিতীয়টি নেই। ভরতুকি না পেলে ব্যবসা বন্ধ করে তল্পিতল্পা গুটিয়ে মাস্ককে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে যেতে হত। তিনি এতটাই ক্ষিপ্ত যে মাস্ককে কতটা খেসারত দিতে হবে, তার বার্তা দিয়েছেন ইঙ্গিতে। ট্রাম্পের কথায়, 'ভরতুকি না পেলে না থাকত রকেট উৎক্ষেপণ, না থাকত স্যাটেলাইট বা ইলেক্ট্রিক গাড়ি!'

ট্রাম্প-মাস্কের মূল সংঘাতের কেন্দ্রে রয়েছে 'ইভি ম্যান্ডেট' অর্থাৎ বৈদ্যুতিক গাড়ির জন্য দেওয়া কর ছাড় (৭,৫০০ ডলার)। এই কর ছাড় ও বাইডেন সরকারের ইভি নীতির বরাবর বিরোধিতা করে আসছেন ট্রাম্প। তাঁর বক্তব্য, 'ইলেক্ট্রিক গাড়ি ভালো, কিন্তু কাউকে জোর করে সেটা কিনতে বাধ্য করা যায় না। সেই কারণেই আমি বরাবর এর বিপক্ষে।'

এরপর দশের পাতায়

নতুন দল গড়তে চান টেসলা কর্তা

তখন অবশ্য সুখের দিন।

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

গ্রামে ভালোবাসার বাঁধন পাখিদের

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১ জুলাই : সাহিত্যে নোবেলজয়ী মরিস মেটারলিংকের কালজয়ী নাটক 'দ্য ব্লু বার্ড'-এর ভাইবোন মিতিল আর তিলতিল সুখের প্রতীক নীল পাখির খোঁজে বেরিয়েছিল। তারা বুঝতে পারেনি সুখের সেই পাখির বাস তাদের ঘরেই। ময়নাগুড়ি ব্লকের বড়গিলা গ্রামের খালপাড়ার বাসিন্দারা কিন্তু সেই 'সুখ' খুঁজে নিয়েছেন নিজেদের গ্রামেই। তাঁদের ভালোবাসায় ধরা পড়েছে পাখিরা।

ময়নাগুড়ি শহর থেকে কিলোমিটার আটেক দূরে খালপাড়া গ্রাম। দশক চারেক আগে গ্রাম থেকে রাখালহাটে যাওয়ার কাঁচা রাস্তার ধারে থাকা বাঁশঝাড়ে আশ্রয় নেয় কয়েকটি বক। স্থানীয় গ্রামবাসীরা সেই থেকেই ওই বকদের যাতে কেউ বিরক্ত না করে সেদিকে কড়া নজর রাখতেন। এমনকি গ্রামে থাকা ওই বাঁশঝাড় কেউ কাটেননি আজ পর্যন্ত। এমনি করেই কেটেছে বছরের পর বছর। হাতেগোনা কয়েকটি বক আজ সংখ্যায় বেড়ে কয়েকশো। আর শুধু বক নয়, পানকৌড়ি, মাছরাঙা, নাইট হেরন, শালিক, কাক সহ নানা পাখির আশ্রয়স্থল এই গ্রাম। গ্রামের বাসিন্দা রতন রায়, জীবন রায়রা জানান, প্রতিবছর বৈশাখ মাস নাগাদ গ্রামে একে একে হাজির হয় পাখির দল। গ্রামের বাঁশ বাগানে আশ্রয় নেয় তারা। কয়েকমাস ধরে ঘর বানিয়ে বাচ্চার জন্ম দেয়। তাদের লালনপালন করে বড় করে তোলে। তারপর কেউ পাড়ি দেয় নিজেদের পুরোনো ঠিকানায় আর কেউ থেকে যায় গ্রামে পাকাপাকিভাবেই।

নিশ্চিন্তে।। খালপাড়ায় আস্তানা গেড়েছে পাখির দল।

স্থানীয় গ্রামবাসী দুলাল রায়, দেবেশ রায়রা জানান, আগে গ্রামে পাখিদের আস্তানার কথা শুনে পাখিশিকারিরা ভিড় জমাত। তবে গ্রামবাসীদের বাধায় কোনওদিন গ্রামে পাখি শিকার করতে পারেনি তারা। তখন থেকেই পাখিদের রক্ষায় বদ্ধপরিকর গোটা গ্রাম। এভাবে দিনের পর দিন গ্রামবাসীর ভালোবাসা পেয়ে পাখিদের স্থায়ী ঠিকানা হয়ে গিয়েছে খালপাড়া।

অন্য উপাখ্যান

- ময়নাগুড়ি শহর থেকে কিলোমিটার আটেক দূরে খালপাড়া গ্রাম
- শুধু বক নয়, পানকৌড়ি, মাছরাঙা, নাইট হেরন, শালিক, কাক সহ নানা পাখির আশ্রয়স্থল এই গ্রাম
- তাদের যাতে কেউ বিরক্ত না করে সেদিকে বাসিন্দাদের কড়া নজর থাকে
- ঘর বানিয়ে পাখিগুলি বাচ্চার জন্ম দেয়। বড় করে তোলে

স্থানীয় স্কুল পড়ুয়া রূপেশ রায় জন্ম থেকেই পাখিদের প্রতি একটা টান অনুভব করে। রূপেশ জানায়, কেমন যেন আত্মীয়তা তৈরি হয়ে গিয়েছে ওদের সঙ্গে। সেই জানাল, সাতসকালে দলে দলে ওরা দূরদূরান্তের জলাশয়ে চলে যায়। সারাদিন খাবার জোগাড় করে সূর্যাস্তের আগেই ফিরে আসে। প্রতিদিন ভোরে পাখির কলরবে মুখরিত হয়ে থাকে গোটা গ্রাম।

জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি বলেন, 'পাখি সংরক্ষণে গ্রামের এই উদ্যোগ সত্যি প্রশংসনীয়। আগামীতে গ্রামে আসা পাখিদের দেখতে যাব।'

নাতি কোলে টোটো চলে

ঋণের বোঝা কাঁধে জীবনযুদ্ধে

পারমিতা রায়

নিজের টোটোতে ফুলমালা মৃধা।

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : দশটা হাত নেই। তবুও দশভুজার মতো সামলাচ্ছেন সবদিক। দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই চলছে। কাঁধে ঋণের বোঝা। দুই নাতি, অসুস্থ স্বামীর দায়িত্বও। ছোট নাতির যখন ১ মাস বয়স, তখন অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল মেয়ের। সেই থেকে জীবনযুদ্ধের ঝড়ঝাপটা থেকে আদরের বড়-ছোটকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বছর পঞ্চান্নর ফুলমালা মৃধা। টোটো চালিয়ে সংসার চালাচ্ছেন তিনি।

শিলিগুড়ি সংলগ্ন জলেশ্বরীর বাসিন্দা ফুলমালা। বড় নাতির বয়স ১০ আর ছোটজন এখন ১ বছর দুই মাস। মাঝেমধ্যে একজনকে পাশে বসিয়ে, অপরজনকে কোলে বসিয়ে গামছা দিয়ে বেঁধে টোটো চালান। বড় নাতি পাশে বসেই বইয়ের পাতা উলটে দেখে। স্কুল বাদ যায়। এভাবে তো ঝুঁকিও কম নয়। সামান্য দুর্ঘটনা ঘটলে চোট পাবে খুদেরা। কোলে বসে থাকা বাচ্চাটির ক্ষেত্রে তা আরও বিপজ্জনক হতে পারে।

এদিকে, বাড়িতে রেখে গেলেও মুশকিল। বড়জন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে। ভাইকে সামলাতে গিয়ে তার পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটবে। পাশাপাশি রয়েছে রান্নাবান্না, ঠিক সময়ে বাচ্চাদের খাওয়ানোর ঝক্কি। তাই রোজ দিনেরবেলায় টোটো নিয়ে বের হতে পারেন না। সব কাজ সেরে রাতের দিকে বের হন। চেষ্টা করেন বড় ভাড়া ধরতে। এই যেমন, বিয়েবাড়ি, স্টেশনে দিয়ে আসা এবং মালপত্র বহন ইত্যাদি। এছাড়া চুক্তিভিত্তিক কাজও করেন। রংয়ের কাজে সাহায্যকারী, নির্মাণশ্রমিক হিসেবে। এত খাটুনির পরও একগাল হেসে বলে ওঠেন, 'দুটো বাচ্চা যেন মানুষের মতো মানুষ হয়। লেখাপড়া করে নিজের পায়ে দাঁড়ায়।'

ফুলমালার স্বামীর একটি ছোট্ট দোকান ছিল। রাস্তার দু'পাশে উচ্ছেদ অভিযানে সেটা তুলে দেওয়া হয়। তারপর থেকে ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এখন চলাফেরা করা মুশকিল। পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারী ফুলমালা। তাঁর কথায়, 'মেয়ে চলে যাওয়ার পরে ভেবেছিলাম, আমিও আর বেঁচে থাকব না। এত কষ্ট, ঋণের বোঝা নিয়ে চলব কীভাবে? তারপর এই দুটো শিশুর দিকে তাকিয়ে পিছিয়ে এলাম। আমি না হয় জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে ফেলেছি। চলে গেলে আফসোস নেই। কিন্তু সামনে তো ওদের গোটা জীবন পড়ে। আমি চলে গেলে ওদের দেখার কেউ থাকবে না। হাজার কষ্ট হলেও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।'

কথা বলার সময় শরীরটা ক্লান্ত লাগছিল মহিলার। জানালেন, আগের দিন রাত ১১টায় বেরিয়ে ভোরে বাড়ি ফিরেছেন টোটো নিয়ে। বিয়েবাড়ির ভাড়া ছিল। এরপর রান্নাবান্না করে বাকিদের খাইয়ে দু'চোখের পাতা এক করতে পারবেন। এই ধরাধামে এমন আরও বহু ফুল নিরন্তর জীবনসংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের গল্প শুধু তাঁরাই জানেন আর জানে অদৃষ্ট।

টিকিটের মূল্যবৃদ্ধি

রায়গঞ্জ, ১ জুলাই : রায়গঞ্জ থেকে হাওড়া, কলকাতা ও দিল্লির মতো দূরপাল্লার এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির নতুন ভাড়া কার্যকর করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। রায়গঞ্জ রেলস্টেশনের মুখ্য টিকিট কালেক্টর দীপক ক্ষেত্রী জানান, 'মঙ্গলবার থেকে দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিটের বাড়তি দাম দিতে হবে যাত্রীদের।' কলকাতাগামী রাধিকাপুর এক্সপ্রেস, কুলিক এক্সপ্রেস ও রাধিকাপুর-দিল্লিগামী আনন্দবিহার এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকিটের দাম বেড়েছে।

ট্রেনের স্লিপার ক্লাস, এসি ইকনমি, এসি ফার্স্ট ক্লাস, এসি টু টিয়ার, এসি থ্রি টিয়ার, ভিস্টাডোম কামরার টিকিটের দাম ৫ থেকে ১৫ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। তবে ৫০০ কিমির মধ্যে জেনারেল কামরার টিকিটের দাম বাড়েনি। উত্তর দিনাজপুর রেল উন্নয়ন মঞ্চের সদস্যরা ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ না করলেও রেলের পরিষেবা ও টাইম টেবিল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অঙ্কুশ মৈত্র বলেন, 'শুধু ভাড়া বৃদ্ধি করলে হবে না, সেই সঙ্গে পরিষেবার মানও উন্নত করতে হবে।'

ব্যবসা/বাণিজ্য

ব্যবহার করা ঘরে ফেলে রাখা পুরাতন গ্রহরত্ন খরিদ করা হয়। Ph : 8348687921. (C/117257)

হারানো/প্রাপ্তি

I, Narendra Pratap, my original 10th & 12th qualification certificate of the year 2008-2009 & 2010-2011. 10th Roll No. 5296149 & 12th Roll No. 5704049 has been lost. If found, please Call to 73630-18163. (C/117258)

ভর্তি

২০২৫-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে D. El. Ed-এ Online ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ। যোগাযোগ - Manoranjan Saha Memorial B.Ed. College, Maynaguri, Jal - 99322-09369. President. (S/C)

কর্মখালি

৯টা থেকে ৯টা (9 AM to 9 PM) শিলিগুড়িতে সিকিউরিটি গার্ড লাগবে, বেতন - 12,000/-, M - 8001040040.

●

শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়াতে বাড়িতে কাজের জন্য মহিলা পরিচারিকা প্রয়োজন। ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ। Ph : 96419-17658. (C/116864)

অ্যাফিডেভিট

ভুলবশত আমার রেশন কার্ড, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, স্কুল ও কাস্ট সার্টিফিকেটে কুমুদ অধিকারী হয়েছে, গত 24/06/2025 তারিখে জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে কুমুদ অধিকারী থেকে কুমুদ রায় অধিকারী হয়েছি। নয়া বাড়ি, দেবী ঠাকুর বাড়ি, জলপাইগুড়ি। (M) : 7365987250. (C/117259)

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ সংসার সংগ্রাম, দুপুর ১.০০ সাথী, বিকেল ৪.০০ জামাই রাজা, সন্ধে ৭.০০ শত্রুর মোকাবিলা, রাত ১০.০০ বোঝে না সে বোঝে না

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ মনসা কন্যা, বিকেল ৩.৫০ সাত পাকে বাঁধা, সন্ধে ৬.৫৫ লাভেরিয়া, রাত ১০.০৫ রাম লক্ষ্মণ

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ পবিত্র পাপী, দুপুর ১.৩০ মানুষ কেন বেইমান, বিকেল ৪.৩০ শত্রু মিত্র, রাত ১০.৩০ তিনমূর্তি, ১.৩০ রিইউনিয়ন

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নদিয়া নাগর

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ গরীবের সম্মান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রতিশোধ

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.২৭ বদলা নাগ কা-থ্রি, দুপুর ১.৪০ ব্রুস লি, বিকেল ৪.২৫ হলিডে : আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, সন্ধে ৭.৩০ অ্যান্টনি, রাত ১০.২৩ অপারেশন জাভা

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.১৯ হলিডে : আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, বিকেল ৩.১৩ কেশরি, ৫.৩৬ অ্যাটাক, সন্ধে ৭.৩০ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, রাত ১০.২০ সূরয়া

এমএনএক্স : দুপুর ১.৪০ এলিয়েন্স ইন দ্য অ্যাটিক, বিকেল ৩.০৫ লেডি ব্লাডফাইট, সন্ধে ৬.১০ ইনকামিং, সন্ধে ৭.৩০ দ্য পিঙ্ক প্যান্থার-টু, রাত ৯.০০ শাটার, ১০.২৫ নো এসকেপ

রমেডি নাউ : দুপুর ১২.৩৮ দ্য মেরিন, ২.০২ স্টুয়ার্ট লিটল, বিকেল ৪.৫৮ স্পেকটার, সন্ধে ৭.১৯ সুপারফাস্ট, রাত ৮.৫৪ শার্লক হোমস-আ গেম অফ শ্যাডোজ

দ্য লায়নস রুল রাত ৮.১৬ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সাথী দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

ডক্টরস ডে পর্ব

লাউ নারকেল, ব্ল্যাক শটস তৈরি শেখাবেন ডাঃ উৎসব দাস।

রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

হলিডে : আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি
দুপুর ১২.১৯ অ্যান্ড পিকচার্স, বিকেল ৪.২৫ জি অ্যাকশন

Govt. of West Bengal
Office of the Assistant Director of Agriculture (Admn), Soil Conservation, Coochbehar
e-NIT No 03/SOIL/RAD/ 2025-26 dated 24/06/2025
(https://wbtenders.gov.in)

E-tender is hereby invited in percentage of rate basis (below/at par/above) in Two Cover System (E-procurement) for livelihood improvement Horticulture as site specific activities on cluster basis under Rainfed Area Development & Climate Change (RAD-CC) 2025-26 of Coochbehar District on watershed basis from resourceful & bonafide agencies. Last date of application for tender papers is 03/07/2025 14:00 Hrs. For Details, please visit the site or office of the Asstt DA (Admn), Soil Cons, Coochbehar.

মালদা ডিভিসনে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

সংশোধনী

মালদা টাউন স্টেশনের ইয়ার্ড পুনর্নির্মাণ সম্পর্কিত প্রি নন-ইন্টারলকিং (২৮.০৮.২০২৫ থেকে ৩০.০৮.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) ও নন-ইন্টারলকিং (৩১.০৮.২০২৫ থেকে ০৩.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত **আংশিক সংশোধন** করা হয়েছে : (১) ১৩০১১ হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮.২০২৫, ০১.০৯, ০২.০৯ ও ০৩.০৯.২০২৫) রামপুরহাট স্টেশনে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করার পরিবর্তে **বাতিল** থাকবে। (২) ১৩০১২ মালদা টাউন-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯, ০২.০৯, ০৩.০৯ ও ০৪.০৯.২০২৫) রামপুরহাট স্টেশন থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করার পরিবর্তে **বাতিল** থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BSF GANDHINAGAR, POST. K K BARI, DIST. COOCH BEHAR-736179 (WB)
SCHOOL WEBSITE : https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BSF GANDHINAGAR
WALK-IN-INTERVIEW

PM SHRI Kendriya Vidyalaya BSF Gandhinagar invites eligible candidates to appear for a walk-in-interview in the Vidyalaya premises on **05-07-2025 TGTs Mathematics** at 08.30 A.M. to prepare a panel of teachers to fill up vacancies on purely contractual basis for the Session 2025-26 as per schedule and visit https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in/ for more details, eligibility and Bio-data form. Filled in Bio-data form with photocopies of all testimonials are to be submitted at the time of registration on the date of interview.

For more information please visit the school website-
https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in
Or you can call this number : **03582291709**

Principal

বিভিন্ন ট্রেনে এসএলআর লিজে-এর লাইসেন্স প্রদানের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজিং-এর জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। **বিবরণ :** এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট)। **রেট ইউনিট :** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং মাসুল।

নিলাম ক্যাটালগ নং : সি-এপি-পিসিএল-লিজ

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	ট্রিপস/দিন
এএ/১	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
এএ/২	১৫৪৮৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-ডিএলআই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
এএ/৩	১৫৪৬৮-এসএলআর-আর১-বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
এএ/৪	১৩১৪২-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
এএ/৫	১৫৭৬৮-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
এএ/৬	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
এএ/৭	১৩১৪২-এসএলআর-এফ২-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
এএ/৮	১৩১৫০-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসডিএএইচ-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
এএ/৯	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
এএ/১০	১৫৭৭৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এনজেপি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
এএ/১১	১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১-বিএক্সটি-এসডিএএইচ-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
এএ/১২	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
এএ/১৩	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
এএ/১৪	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ২-বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
এএ/১৫	১৩১৪২-এসএলআর-আর১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
এএ/১৬	১৫৭৬৯-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
এএ/১৭	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
এএ/১৮	১৫৭৫৩-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
এএ/১৯	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২২-৪ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১৩
এএ/২০	১২৩৭৮-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২২-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০
এএ/২১	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ১-বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৫০

নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) : ০৫-০৭-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০৫-০৭-২০২৫ তারিখের ১৪.৫০ ঘণ্টা। উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

নিরাপত্তা নিয়ে উদাসীন প্রশাসন

বালাভূতে শুশুক কমছে নদীতে

শুশুক রক্ষায় বন দপ্তরের তরফে ফলাও করে বসানো হয়েছিল বোর্ড।

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১ জুলাই : পাড়াগাঁয়ের নদীতে শুশুকের দল যে সংসার পাততে পারে তা কস্মিনকালেও ভাবেননি গ্রামবাসীরা। তা-ও আবার বিরল প্রজাতির শুশুক। বর্ষার সময় যেহেতু তাদের বেশি দেখা যায় তাই বর্তমানে প্রায়দিনই তুফানগঞ্জে বালাভূত এলাকার নদীতে ভিড় চোখে পড়ে। পাঁচটি নদীর সংগমস্থল সেটি। ওই নদীতে মাথা উঁচিয়ে তাদের ডুব সাঁতার দেখতে সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোক দাঁড়িয়ে থাকেন। তবে প্রশ্ন হল, ওই শুশুকদের নিরাপত্তা কোথায়? কেন্দ্রীয় রিপোর্ট ইতিমধ্যে সিলমোহর দিয়ে বালাভূতের ওই নদীতে শুশুকের অস্তিত্বের কথা জানিয়েছে। শুধু তাই নয়, বন দপ্তরের তরফে ওই নদীকে তাদের স্থায়ী আবাসস্থলও বলা হয়েছে। তবে সেখানে শুশুকের নিরাপদ বাসস্থান তৈরিতে কোনও পদক্ষেপই করেনি প্রশাসন। ২০২১ সালে সেখানে শুশুক শিকারের একটি ঘটনা সামনে এসেছিল। সেই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মামলাও চলছে বলে জানিয়েছে বন দপ্তর। এরপরও বন দপ্তর ফলাও করে শুধু বোর্ড লাগিয়েই দায় সেরেছে বলে অভিযোগ। মাছ ধরার নামে শুশুকের ওপর জেলেদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনও কড়া নজরদারি নেই। এই পরিস্থিতিতে তাদের নিরাপত্তা নিয়ে বন দপ্তরের উদাসীনতায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাস গ্রুপের সম্পাদক অরূপ গুহর কথায়, 'শুশুককে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালিয়ে আসছি আমরা। কিন্তু জাতীয় সম্পদ রক্ষায় প্রশাসনের তেমন নজরদারি নেই। কিন্তু সীমান্ত এলাকায় নদীপথে বিএসএফের নজরদারি রয়েছে বলেই তাদের অস্তিত্বটুকু রয়েছে। না হলে কবেই চোরাচালানকারীদের হাতে মারা পড়ত শুশুক।'

বালাভূতে তোর্ষা, কালজানি, গদাধর, রায়ডাক-১ ও ঘরঘরিয়া নদী এসে মিলেছে। সেখানেই শুশুকের দর্শন মেলে। অন্যান্য জায়গায় নদীতে বছরের অন্য সময় জল অনেকটা কম থাকলেও বালাভূতের ওই নদীতে সারাবছরই জল থাকে। ফলে সেখানেই গড়ে উঠেছে তাদের স্থায়ী আবাসস্থল। ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে সংযোগ বলেই ওই জায়গায় শুশুক এসেছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

তবে স্থানীয়রা বলছেন, আগে দেড় হাজার শুশুক থাকলেও ধীরে ধীরে সেই সংখ্যাটা কমতে শুরু করেছে। এলাকার বাসিন্দা মিজানুর রহমান বলেন, 'জেলেদের মাছ ধরার জালে প্রায়শই আটকা পড়ছে শুশুক। কিন্তু তাদের নিয়ে প্রশাসনের কোনও মাথাব্যথাই নেই। শুশুককে ঘিরে বালাভূতে আলাদা পরিচিতি চাইছি আমরা।'

এদিকে বন দপ্তর অবশ্য জানিয়েছে, শুশুকের নজরদারির জন্য টিম বানানো হয়েছে। কোনওরকম ঘটনা সামনে এলে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাও হয়।

কোচবিহারের বন বিভাগের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্টে কোচবিহারে শুশুকের উল্লেখ করা হয়েছে। যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমরাও এখানকার শুশুক নিয়ে সতর্ক রয়েছি। স্থানীয় বাসিন্দা ও জেলেদের নিয়ে আমরা সচেতনতামূলক প্রচার করছি। জেলার যে নদীগুলিতে শুশুকের দেখা মেলে সেইসব জায়গায় আমাদের নিয়মিত নজরদারি চলছে।'

> জাতীয় সম্পদ রক্ষায় প্রশাসনের তেমন নজরদারি নেই। সীমান্ত এলাকায় নদীপথে বিএসএফের নজরদারি রয়েছে বলেই শুশুকের অস্তিত্বটুকু রয়েছে। না হলে কবেই চোরাচালানকারীদের হাতে মারা পড়ত শুশুক।
>
> **অরূপ গুহ** *সম্পাদক, ন্যাস গ্রুপ*

আরওবি নির্মাণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. সিপিএম-জিএসইউ-এমএলজি-আরওবি-২০২৫-০৭, তারিখ: ৩০-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং.: সিপিএম-জিএসইউ-এমএলজি-আরওবি-২০২৫-০৭। কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনের অধীনে এলসি নং ওএস-৩, লামডিং ডিভিশনের অধীনে ২ এলকে এবং ৩ এলকে নির্মূলের জন্য আরওবি নির্মাণ। আনুমানিক মূল্য: ১৪০,১৮,৬৯,৩৮৩.৬২ টাকা; **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০১-০৮-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং **খুলবে** ০১-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

সিপিএম/জিএস/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২৫; তারিখ : ২৭-০৬-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **কাজের নাম :** কাটিহার ডিভিশনে এসটিএটিসিএন সমন্বিত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত, প্রতিস্থাপন এবং পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সিগন্যালিং সিস্টেমের নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য :** ৭৯,৩০,৯৪৪/- টাকা; **বায়না মূল্য :** ১,৫৮,৬০০/- টাকা; **টেন্ডার বন্ধের** তারিখ ও সময় বিকাল ১৫:০০ টায় এবং **খোলা** ২১-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২১-০৭-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

জওহর নবোদয় বিদ্যালয়

ছাব্বিসে, দার্জিলিং, পিন-৭৩৪২১৪
শিক্ষামন্ত্রকের অধীন একটি স্বশাসিত সংস্থা
বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ, ভারত সরকার

জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, ছাব্বিসে, দার্জিলিং-এ ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, ছাব্বিসে, দার্জিলিং-এ ভর্তি পরীক্ষা (JNVST)র মাধ্যমে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

সাধারণ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

- ছাব্বিসে, দার্জিলিং-এ অবস্থিত সহ-শিক্ষা আবাসিক বিদ্যালয় (CBSE অনুমোদিত)।
- ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য পৃথক হস্টেলের ব্যবস্থা।
- সায়েন্স ল্যাব, কম্পিউটার ল্যাব, স্মার্ট ল্যাব ও ইন্টারনেট সুবিধাসহ সুসজ্জিত।
- বিনামূল্যে শিক্ষা, থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা।
- খেলাধুলা ও শারীরিক ক্রীড়া কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান।
- বিভিন্ন সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যকলাপ ও শিল্প কর্মশালার আয়োজন।
- স্কাউট ও গাইড কার্যক্রম।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

- মানসম্মত শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, যার ফলস্বরূপঃ
- দশম শ্রেণির (বোর্ড পরীক্ষায়) সেরা ফলাফল
- ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির সেরা ফলাফল-নন-বোর্ড পরীক্ষায়
- ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে জার্মান ভাষা শিক্ষা কার্যক্রমের সূচনা।

যোগ্যতা

- যে সকল প্রার্থী দার্জিলিং জেলার প্রকৃত বাসিন্দা এবং দার্জিলিং জেলার সরকারি/ সরকারি স্বীকৃত স্কুলে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত।
- প্রতিটি শ্রেণিতে পূর্ণ শিক্ষাবর্ষ অধ্যয়ন করেছেন এবং সরকারি/ সরকারি স্বীকৃত স্কুল থেকে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং ০১-০৫-২০১৪ থেকে ৩১-০৭-২০১৬ (তারিখ সহ) এর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন।

সংরক্ষণ

- প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে ৭৫% আসন গ্রামীণ এলাকার প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত।
- সরকারি নিয়ম অনুসারে SC, ST, OBC এবং দিব্যাঙ্গ প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ।
- মোট আসনের অন্তত ১/৩ মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত।

আবেদনের শেষ তারিখ : ২৯-০৭-২০২৫

পরীক্ষার তারিখ : ১১-০৪-২০২৬

রেজিস্ট্রেশন ও বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিট করুন :
www.navodaya.gov.in or https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs/

Or Scan the QR Code

হেল্প লাইন : ৭৯০৩৪৫৮১৯৮/৭০০১০৮৪৯৭৩/৭০০১৭৬১৬৯৭/৬২০৬৯৮৮১৮৯/৯৮৯৬১৩৬৭৯৬

প্রকাশক : জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, ছাব্বিসে, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ

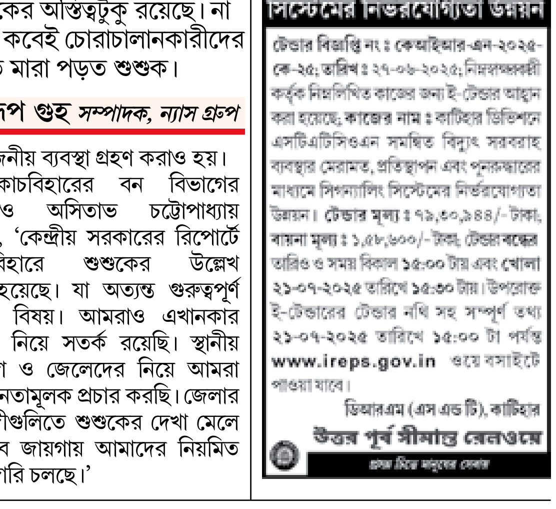

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অন্যায়কারীকে সমর্থন করে মানসিক অশান্তি। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা। **বৃষ :** শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। উত্তেজনায় ক্ষতি হতে পারে। **মিথুন :** সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যে সমস্যা কাটবে। **কর্কট :** বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তি। নতুন জমি কিনতে পারেন। **সিংহ :** দূরের কোনও বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ হতে পারে। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। **কন্যা :** আপনার বুদ্ধির ভুলেই কাজ নষ্ট হবে। প্রেমে সমস্যা। **তুলা :** অত্যধিক বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ নষ্ট। আপনার অলসতায় সমস্যা হতে পারে। **বৃশ্চিক :** সংসারের খুঁটিনাটির বিষয়ে নজর না দেওয়াই ভালো। দাম্পত্যে শান্তি ফেরায় আনন্দ। **ধনু :** সামান্য পেয়েই খুশি থাকুন। আপনার স্বপ্নপূরণে কাছের মানুষ বাধা দিতে পারে। নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। **মকর :** সাংসারিক সমস্যা আপনি নিজেই সমাধান করতে পারবেন। অপত্যস্নেহে অর্থব্যয়। **কুম্ভ :** স্বজনের সঙ্গে অযথা বিতর্ক এবং মনঃকষ্ট। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। **মীন :** পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা সমস্যা তৈরি করতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৭ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১১ আষাঢ়, ২ জুলাই ২০২৫, ১৭ আহার, সংবৎ ৭ আষাঢ় সুদি, ৬ মহরম। সূঃ উঃ ৪।৫৯, অঃ ৬।২৪। বুধবার, সপ্তমী দিবা ১।৩১। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ১।২০। বরীয়ানযোগ রাত্রি ৮।২৭। বণিজকরণ দিবা ১।৩১ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ২।১৪ গতে ববকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ১।২০ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, দিবা ১।২০ গতে একপাদদোষ, দিবা ১।৩১ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে দিবা ১।৩১ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৮।২০ গতে ১০।১ মধ্যে ও ১১।৪১ গতে ১।২২ মধ্যে। কালরাত্রি- ২।২০ গতে ৩।৪০ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১।২২ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১।৩১ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দিবা ১১।৪১ মধ্যে ধান্যরোপণ, ধান্যবৃদ্ধিদান, দিবা ১।৩১ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন সাধভক্ষণ নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন নবান্ন যবশ্রাদ্ধ নবোদকশ্রাদ্ধ কারখানারম্ভ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে ও ১।৫৬ গতে ৫।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫৬ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ১।৩০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কাজের শেষে বাড়ির পথে।। বালুরঘাটের মারগ্রামে। ছবি : অভিজিৎ সরকার

পর্যটনের প্রসারে মনসুন ফেস্টিভাল

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১ জুলাই : বর্ষায় পর্যটক টানতে এবার আন্তর্জাতিক স্তরের উৎসব হতে চলছে আলিপুরদুয়ার জেলায়। ডুয়ার্স মনসুন ফেস্টিভাল-২০২৫ শীর্ষক নাম দিয়ে এই উৎসব হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। এই উৎসবকে সফল করতে মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারের ডুয়ার্সকন্যায় বৈঠক করা হয়। আগামী অগাস্ট মাসের ৮, ৯ এবং ১০ তারিখ ওই উৎসব হবে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, উৎসবের মূল কেন্দ্র ফালাকাটা। এবার ভুটান, মাদারিহাট এবং কোচবিহারকেও এতে যুক্ত করা হচ্ছে।

তিনদিন ম্যারাথন, সাইক্লিং এবং নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা হবে বলেও জানা গিয়েছে। পাশাপাশি তিনদিন ধরে হবে বোরোলি উৎসব। স্থানীয় এবং বিভিন্ন রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি হস্তশিল্পের বিক্রি ও প্রদর্শনী হবে। সবমিলিয়ে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জঙ্গল বন্ধ থাকলেও মনসুন ফেস্টিভাল আয়োজন করে পর্যটক টানতে চাইছে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন ও উৎসবের সঙ্গে জড়িত স্থানীয়রা।

আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলার বক্তব্য, 'এবার দ্বিতীয়বর্ষ ডুয়ার্স মনসুন ফেস্টিভালের আয়োজন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি ভুটান আমাদের সহযোগী হয়েছে। তিনদিনের এই উৎসবকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যেতে সব ধরনের আয়োজনই করা হচ্ছে। এদিন উৎসবের অন্যতম অংশ ম্যারাথনে নাম নথিভুক্তির জন্য রেজিস্ট্রেশন পোর্টাল চালু করা হয়েছে।' ডুয়ার্সের পর্যটনকে প্রোমোট করতেই এবার তিনদিনের উৎসব করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ডুয়ার্স মনসুন ফেস্টিভালের অন্যতম উদ্যোক্তা রাজ বসু। উৎসবকে কেন্দ্র করেই এই সময়পর্বে পর্যটন বাড়বে বলে তাঁর আশা।

সেখানে জেলা শাসক আর বিমলা সহ সিআইআই, ইয়ং ইন্ডিয়া, জেলার পর্যটন ব্যবসায়ী সহ ভুটানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ডুয়ার্স মনসুন ফেস্টিভালের অন্যতম ইভেন্ট রোড রেস। এদিন এই ম্যারাথনে প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণের জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চালু করা হয়েছে। এছাড়াও ডুয়ার্স মনসুন ফেস্টিভালের পোস্টারও উন্মোচন করেন জেলা শাসক ও ভুটানের প্রতিনিধিরা।

ফালাকাটা টাউন ক্লাবকে কেন্দ্র করেই এবার ডুয়ার্স মনসুন ফেস্টিভাল হবে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, মাদারিহাট থেকে শুরু হবে ২৫ কিমি রোড রেস। পাশাপাশি ৫ এবং ১০ কিমি রোড রেস হবে টাউন ক্লাব থেকে। টাউন ক্লাবেই সব দৌড়ের ফিনিশিং পয়েন্ট করা হয়েছে। এখানেই তিনদিন ধরে চলবে পর্যটন উৎসব। ফালাকাটা শহরে থাকা মুজনাই নদীতে হবে নৌকাবাইচ। সেখানে এবার কেরলের প্রতিযোগীরাও অংশ নিতে পারেন বলে আলোচনা চলছে। ফুন্টশোলিং থেকে শুরু হবে সাইক্লিং।

মাদারিহাট, ফালাকাটা হয়ে এই সাইকেলিং যাবে কোচবিহার রাজবাড়ির সামনে। সব ইভেন্টের পুরস্কার দেওয়া হবে ফালাকাটা টাউন ক্লাব স্টেডিয়ামের মঞ্চ থেকে। জেলা প্রশাসনের আশা এবার রেকর্ড সংখ্যক প্রতিযোগী এতে অংশ নেবেন। তুলে ধরা সম্ভব হবে জেলার পর্যটন।

উদ্যোগ

আগামী অগাস্ট মাসের ৮, ৯ এবং ১০ তারিখ থেকে বোরোলি উৎসব এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি হস্তশিল্পের প্রদর্শনী হবে

ফালাকাটা শহরে থাকা মুজনাই নদীতে হবে নৌকাবাইচ

মাদারিহাট থেকে শুরু হবে ২৫ কিমি রোড রেস, ৫ এবং ১০ কিমি রোড রেস হবে টাউন ক্লাব থেকে

ফুন্টশোলিং থেকে শুরু হবে সাইক্লিং

অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা ফুটবল শুরু আজ

শামুকতলা, ১ জুলাই : ৬৪তম ইন্টার স্কুল প্রি সুব্রত কাপ ক্লাস্টার লেভেল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন নিয়ে শামুকতলায় ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হল।

অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট-এর এই আসর বসছে আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলার সাঁওতালপুর মিশন হাইস্কুলের মাঠে। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, কালিম্পং, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা এবং উত্তর দিনাজপুর মিলিয়ে মোট নয়টি দল প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। বুধবার এই খেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠান রয়েছে। জেলা প্রশাসন এবং জেলা ক্রীড়া দপ্তরের আধিকারিক ছাড়াও আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকবেন। ৩ ও ৪ জুলাই প্রতিযোগিতা হবে।

এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন জেলা থেকে খেলতে আসা মহিলা খেলোয়াড়দের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, সুব্রত কাপে অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট হল একটি আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা। এই ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি তথা সাঁওতালপুর মিশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মালতী মেরি মারান্ডি বলেন, 'বুধবার এই খেলার উদ্বোধন হবে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার প্রতিযোগিতা চলবে। ইতিমধ্যেই সমস্ত দল শামুকতলায় চলে এসেছে। তাদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিবির

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১ জুলাই : মঙ্গলবার শামুকতলা থানার উদ্যোগে চিকলিগুড়ি হাইস্কুলে মাদকবিরোধী সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে, ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি দীপায়ন সরকার প্রমুখ। আলিপুরদুয়ার পদ্মেশরী হাইস্কুলেও এদিন মাদকবিরোধী সচেতনতা শিবির হয়। শিবিরে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সাব-ইনস্পেকটর দীপেন্দ্র নারায়ণ। তিনি শিক্ষার্থীদের সামনে মাদকাসক্তির ক্ষতিকর দিকগুলি ব্যাখ্যা করেন। ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাদম্বিনী চা বাগানেও সচেতনতামূলক শিবির করল পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাগানে নাবালিকা বিয়ে, নেশা, সাইবার ক্রাইম ও চোলাইয়ের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সচেতন করেন ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য।

টাকাই বরাদ্দ হয়নি

যন্ত্র ছাড়াই বর্জ্য প্রকল্প শুরু

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১ জুলাই : এযেন ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার। মঙ্গলবার খাতায়-কলমে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু হল মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের খয়েরবাড়িতে। আদতে চালু হল ডাম্পিং গ্রাউন্ড। বর্জ্য ফেলার জন্য জায়গা নির্দিষ্ট হল ঠিকই। তবে 'ব্যবস্থাপনার' কোনও ব্যবস্থা নেই। যন্ত্রপাতি কেনার জন্য টাকাও বরাদ্দ করা হয়নি। জানিয়েছেন খোদ প্রধান।

ইসলামাবাদ মৌজার লায়কাধুরায় গত বছরের ৭ মার্চ প্রকল্পটি তৈরির কাজ শুরু হয়। এদিন ফিতে কেটে সেই ব্যবস্থাপনার উদ্বোধন করেন খয়েরবাড়ির পঞ্চায়েত প্রধান মন্টু রায় এবং ব্যবস্থাপনার জমিদাতা আজিজুল হক। ছিলেন শিল্প ও পরিকাঠামো সঞ্চালক ইউসুফ আলি। পঞ্চায়েত প্রধান জানান, ব্যবস্থাপনা তৈরিতে ব্যয় হয়েছে ১৭ লক্ষ টাকা। জমিদাতা আজিজুল হক বলেন, 'আমার জমি এলাকাবাসীর উপকারে লাগবে। এতে ভালোই লাগছে।'

পরিকল্পনা মোতাবেক ওই ব্যবস্থাপনায় পচনশীল আবর্জনা থেকে জৈব সার তৈরি করার কথা। আর অপচনশীল, বিশেষ করে প্লাস্টিকজাত সামগ্রীগুলি বিক্রি করা হবে। তবে জৈব সার তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এখনও আনা হয়নি। ব্যবস্থাপনাটি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একটি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে। আবর্জনা সংগ্রহে বিশেষভাবে প্রস্তুত ২টি টোটো ব্যবহার করা হবে। প্রধান বলেন, 'প্লাস্টিকজাত সামগ্রীগুলি বিক্রি করা হবে। পরবর্তীতে জৈব সার তৈরি করেও বিক্রি করা হবে। পাশাপাশি আবর্জনা সংগ্রহ বাবদ প্রতিটি বাড়ি থেকে মাসে ৩০ টাকা করে নেওয়া হবে। এভাবে সংগৃহীত টাকা থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য এবং টোটোচালকদের সাম্মানিক দেওয়া হবে।'

পশ্চিম খয়েরবাড়িতে অবস্থিত রাঙ্গালিবাজনা চৌপথিতে জমে থাকা আবর্জনার স্তূপ দূষণ ছড়ায়। স্থানাভাবে ব্যবসায়ীরা আবর্জনা ফেলেন চৌপথির ওপর দিয়ে যাওয়া সেচনালায়। ওই আবর্জনা বর্ষাকালে জলে ভেসে গিয়ে জমে দক্ষিণ খয়েরবাড়ি, রায়পাড়া, মুন্সীপাড়ার কৃষিজমিতে। রাঙ্গালিবাজনা চৌপথিতে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে ঘেঁষা একটি পুকুরেও জমেছে আবর্জনার স্তূপ। দক্ষিণ খয়েরবাড়ির মাদ্রাসা মোড় বাজারেও একই সমস্যা। সেখানেও পুকুরে আবর্জনা ফেলেন ব্যবসায়ীরা। খয়েরবাড়িতে ২১টি পার্ট রয়েছে। তবে গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রের খবর, আপাতত ২-৩টি পার্ট থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করা হবে। এলাকার বাজার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংলগ্ন এলাকায় জমা আবর্জনা সাফাইয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

> প্লাস্টিকজাত সামগ্রীগুলি বিক্রি করা হবে। পরবর্তীতে জৈব সার তৈরি করেও বিক্রি করা হবে। পাশাপাশি আবর্জনা সংগ্রহ বাবদ প্রতিটি বাড়ি থেকে মাসে ৩০ টাকা করে নেওয়া হবে।
>
> **-মন্টু রায়,** *পঞ্চায়েত প্রধান খয়েরবাড়ি*

ইসলামাবাদে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের উদ্বোধন। মঙ্গলবার।

'মিথ্যে' মামলা

শামুকতলা, ১ জুলাই : মানব অধিকার সংগঠন এপিডিআরের দুই কর্মীর বিরুদ্ধে মঙ্গলবার প্রেস বিজ্ঞপ্তি করে মিথ্যে মামলা করার অভিযোগ তুলল এপিডিআর, পিসিসি-সিপিআই (এমএল) সহ অন্য কয়েকটি মঞ্চ। পুলিশ জানিয়েছে, অনুমতি ছাড়া ৩১সি জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধের চেষ্টা করার পাশাপাশি যাঁরা আন্দোলনের নেমেছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

পুলিশের দাবি, শ্রীনাথপুর চা বাগানের জমি সমস্যা নিয়ে আদালতে মামলা চলছে। এরপরে সেই বিষয় নিয়ে আইন অমান্য করে আন্দোলন করা হচ্ছে। আন্দোলনকারীর অভিযোগ, শ্রীনাথপুর চা বাগানের বাসিন্দাদের গণ আন্দোলনে খোঁজখবর নিতে যাওয়ায় শামুকতলা ফাঁড়ির পুলিশ দুই সমাজকর্মী অর্ঘ্য মিত্র এবং মানবেন্দ্রনারায়ণ ধরকে নোটিশ পাঠিয়েছে।

পথ নিরাপত্তায় নাটক, কুইজ

বারবিশা ও কামাখ্যাগুড়ি, ১ জুলাই : পথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ও পথ দুর্ঘটনা কমাতে জেলাজুড়ে সপ্তাহব্যাপী সচেতনতামূলক কর্মসূচি শুরু করল পুলিশ। ১ থেকে ৮ জুলাই টানা নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার বাসিন্দাদের পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করবেন পুলিশ আধিকারিক এবং কর্মীরা। মঙ্গলবার কর্মসূচির প্রথম দিন কুমারগ্রাম ব্লকে জনসচেতনতা বাড়াতে র‍্যালি, পথসভা, চোখ পরীক্ষা শিবির, ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আঁকা ও কুইজ প্রতিযোগিতা এবং পথনাটিকার আয়োজন করা হয়।

আলিপুরদুয়ার জেলা ট্রাফিক পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট শান্তনু তরফদার বলেন, 'আমরা গোটা বছর ধরেই পথ নিরাপত্তার কাজ করে যাচ্ছি। প্রথম দিন কুমারগ্রাম থানা থেকে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালনের এই বিশেষ কর্মসূচি শুরু করা হল। পথ দুর্ঘটনা এড়াতে এই ৭ দিন জনসচেতনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব এবং জোর দেওয়া হচ্ছে। পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে নাগরিকরা যাতে ট্রাফিক নিয়ম ও আইন সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন হন।'

এদিন কুমারগ্রাম থেকে বারবিশা পর্যন্ত সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। তাতে নেতৃত্ব দেন কুমারগ্রাম থানার আইসি শমীক চট্টোপাধ্যায়। জোড়াই থেকে বারবিশা পর্যন্ত টোটো র‍্যালি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন বারবিশা পুলিশ ট্রাফিক গার্ডের ওসি অনিলকুমার বর্মন। এদিকে কামখ্যাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডলের নেতৃত্বে দেবেনবাবুর চৌপথি থেকে মোটরবাইক র‍্যালি কামাখ্যাগুড়ি, ঘোড়ামারা চৌপথি হয়ে বারবিশায় এসে পৌঁছায়।

এরপর বারবিশা চৌপথিতে পথসভা এবং পথনাটিকার মধ্য দিয়ে পথচলতি মানুষকে পথ নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতন করা হয়। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন বারবিশা পুলিশ ফাঁড়ির ওসি সুব্রত সরকার।

উদ্ধার ২৭ জন

আলিপুরদুয়ার, ১ জুলাই : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের বিভিন্ন স্টেশন থেকে পাচঁদিনে ২৭ জনকে উদ্ধার করল আরপিএফ। ২৫ জুন থেকে ২৭ জুনের মধ্যে ২২ জন নাবালক-নাবালিকা ছাড়াও ৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলাকে উদ্ধার করা হয়।

স্টেডিয়ামের প্রতিশ্রুতি মনোজের

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বর্ষায় মাঠ ছেড়ে রাস্তায় দৌড়াতে বাধ্য হচ্ছেন অ্যাথলিটরা। মঙ্গলবার।

আলিপুরদুয়ার, ১ জুলাই : বর্ষাকাল এলেই আলিপুরদুয়ারের খেলোয়াড়রা মুশকিলে পড়েন। শহরের মাঠগুলি বৃষ্টির জল ও কাদায় ভরে যায়। সেগুলিতে খেলাধুলো বা অনুশীলন করার মতো অবস্থা থাকে না। অ্যাথলিটরা রাস্তায় দৌড়োতে বা অনুশীলন করতে বাধ্য হন। অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে ফুটবলাররাও মাঠে খেলতে পারেন না। আর ক্রিকেট তো একেবারেই বন্ধ থাকে। কারণ পিচ থেকে শুরু করে নেট প্র্যাকটিসের জায়গা সবই থাকে জলের তলায়। কোনও কোনও অ্যাকাডেমি অবশ্য অনুশীলনের জন্য অন্য ব্যবস্থা করে। কিন্তু তা সমস্যার সমাধান নয়। অন্যদিকে অনেক কনভেনশন, আন্দোলন, মিছিল ইত্যাদি হয়ে গেলেও আলিপুরদুয়ারে ওপেন স্টেডিয়াম এখনও তৈরি হয়নি। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ারের একটি স্কুলের খেলাধুলো সম্পর্কিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আলিপুরদুয়ার সাংসদ মনোজ টিগ্গা আলিপুরদুয়ার জেলার খেলোয়াড়ের স্বার্থে রেলের জমিতে ওপেন আউটডোর স্টেডিয়াম করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি জানান, এবিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স-এর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জুয়েল ওরামের কাছে প্রস্তাব রেখেছেন তিনি এবং তাঁদের পক্ষ থেকে উত্তরও এসে গিয়েছে।

সাংসদ বলেন, 'জেলা ভাগ হওয়ার পর আমাদের এখানে কোনও ওপেন আউটডোর স্টেডিয়াম নেই। কিন্তু খেলায় অনেকের প্রতিভা রয়েছে। সেখানে মাল্টিপারপাস গেমস হবে। আমাদের এই দিকে ভালো ভালো ফুটবলার, ক্রিকেটার, হকি, অ্যাথলিটরা আছেন। গোর্খা, আদিবাসী, রাজবংশী সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক প্রতিভা রয়েছে। সেই ভাবনা থেকেই এই উদ্যোগ।' এই বিষয় সামনে আসার পর থেকেই জেলার ক্রীড়া মহল খুশি। অনেকেই জানাচ্ছেন, এরকম ওপেন আউটডোর স্টেডিয়াম তৈরি হলে জেলার খেলার জগতে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। পাশাপাশি অ্যাথলিট থেকে ফুটবলার, ক্রিকেটার সকলেরই বিশেষ সুবিধা হবে। আলিপুরদুয়ারে রেলের অনেক জমি রয়েছে। আনুমানিক ১০ থেকে ১৫ একর জমি স্টেডিয়ামের জন্য লাগবে।

স্টেডিয়ামটিতে সিন্থেটিক ট্র্যাক থাকবে। সেখানে খেলোয়াড়রা ভালোভাবে অনুশীলন করতে ও প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। এছাড়া খেলোয়াড়দের বিশ্রামাগার সহ ২০ থেকে ২৫ হাজার দর্শকের একসঙ্গে বসে খেলা দেখার সুবিধাও রাখা হবে। এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্জয় ঘোষ বলেন, 'এটি যেন নিছক প্রতিশ্রুতি না হয়ে বাস্তবায়িত হয়। এটি অলিপুরদুয়ারবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি।'

অন্যদিকে আউটডোর স্টেডিয়াম নিয়ে অ্যাথলিটদের কোচ পরাগ ভৌমিক জানান, স্টেডিয়াম না থাকায় সদ্য স্টেট মিটে খোলোয়াড়দের ফলাফল ভালো হয়নি। আবার আলিপুরদুয়ার জেলার গ্রিন বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির সচিব শুভেন্দু চৌধুরীর মতে, আলিপুরদুয়ার জেলার স্পোর্টস শুধু নয়, খেলা সম্পর্কিত যত মানুষ আছেন সকলের জন্য নতুন দিগন্ত খুলে দেবে স্টেডিয়াম। সেই সঙ্গে ক্রিকেট কোচ বিদ্যুৎ রায়ও জানিয়েছেন, এরকম পরিকল্পনা যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে খুবই ভালো হবে।

পাশাপাশি অ্যাথলিট শুভাঞ্জি রায়, চন্দন রায়, ঝিলিক বর্মন, অরিত রায় সকলেরই মত, স্টেডিয়াম হলে সবার জন্য ভালো হবে। আরও ভালোভাবে অনুশীলন করা যাবে। অন্যদিকে স্টেডিয়ামের খবরে ফুটবলার রাজদীপ শীল, বিদ্যজিৎ বসুমাতা, বিজয় সরকারদের গলাতেও এক সুর। তাঁরাও অত্যন্ত খুশি।

পরিকল্পনা

- আনুমানিক ১০ থেকে ১৫ একর জমি স্টেডিয়ামের জন্য লাগবে
- খেলোয়াড়দের বিশ্রামাগার সহ ২০ থেকে ২৫ হাজার দর্শকের একসঙ্গে বসে খেলা দেখার সুবিধাও রাখা হবে
- স্টেডিয়ামটিতে সিন্থেটিক ট্র্যাক থাকবে
- গোর্খা, আদিবাসী, রাজবংশী সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকা অনেক প্রতিভা বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে

জেলা শাসক কথা না বলায় ধর্নায় বিশাল লামা।

জেলা শাসকের অফিসের সামনে ধর্নায় বিশাল

আলিপুরদুয়ার, ১ জুলাই : সোমবারই আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যা ঘেরাও অভিযান করেছিল বিজেপি। সেই কর্মসূচিতে কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা দাবি করেছিলেন, বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেও জেলা শাসক সময় দেন না। আর মঙ্গলবারই জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে ডুয়ার্সকন্যায় জেলা শাসকের অফিসে বাইরে ধর্না দিলেন বিশাল। কালচিনি ব্লকের চুয়াপাড়া এলাকায় একটি সেতুর দাবি নিয়ে জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন বিশাল। অভিযোগ, তাঁকে জেলা শাসক সময় দেননি। এরপরই ধর্নায় বসেন তিনি।

এদিন জেলা শাসকের অফিসে বাইরে মেঝেতে চুয়াপাড়া এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা বসে থাকেন বিধায়ক। এরপর অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং স্মারকলিপি নেন। জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা না করতে পেরে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দেন বিশাল। তাঁর কথায়, 'আমি বিজেপির বিধায়ক বলেই জেলা শাসক আমার সঙ্গে দেখা করেন না। আগেও এইরকম হয়েছে কয়েকবার। প্রশাসনিক আধিকারিকদের তো কোনও দল দেখে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা ঠিক নয়।' এই বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোনে উত্তর দেননি।

চুয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪৭ ও ১৪৮ বুথের মাঝে ওই সেতু তৈরির দাবি জানানো হয়েছে। সেতু না থাকায় প্রতি বর্ষায় ওই এলাকার কয়েক হাজার লোকের সমস্যা হয়। গত বছর বর্ষায় নদী পার হতে গিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছিল, বলছেন স্থানীয়রা। এদিন বিধায়কের সঙ্গে চুয়াপাড়া এলাকার প্রায় পঞ্চাশজন বাসিন্দা এসেছিলেন ডুয়ার্সকন্যায়। তাঁদের অভিযোগ, ওই জায়গায় আপাতত একটি কালভার্ট তৈরির জন্য সাংসদ মনোজ টিগ্গা তাঁর তহবিল থেকে টাকা দিতে চান। তবে জেলা প্রশাসন সেটাও করতে দিচ্ছে না। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে জেলা প্রশাসনের কোনও আধিকারিক মন্তব্য করতে চাননি। অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) অশ্বিনী রায় জানান, বিধায়কের দাবি খতিয়ে দেখা হবে।

পাশে বিধায়ক

বারবিশা, ১ জুলাই : দুঃস্থ উশু খেলোয়াড়কে উৎসাহ দিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ। মঙ্গলবার তিনি কুমারগ্রাম ব্লকের ভল্কা বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝেরডাবরি গ্রামের বাসিন্দা রাকেশ বর্মনের বাড়িতে যান। তাঁর বাবা-মা এবং নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করে সাধ্যমতো আর্থিক সহযোগিতা করেন। মনোজ বলেন, 'উশু প্রতিযোগিতায় ৫২ কেজি বিভাগে আলিপুরদুয়ার জেলার সেরা হয়েছিলেন রাকেশ। তারপর তিনি রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় প্রথম হন। এখন জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে তেলেঙ্গানায় গিয়েছেন। এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়।'

রাকেশের মা মিনতি বলেন, 'বিডিও অফিস, গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েও কাজ হয়নি। শেষে বিধায়ক বাড়িতে এসে অর্থসাহায্য করে গেলেন।'

নাতনির অন্নপ্রাশনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট দাদু

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ১ জুলাই : আদরের নাতনির অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানে মৃত্যু হল দাদুর। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পররপার গ্রামের। মৃতের নাম মনমোহন বর্মন (৪২)। তিনি পেশায় কৃষক ছিলেন।

সেই রাতে মনমোহনের বড় ছেলের মেয়ের অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান ছিল। তার প্রস্তুতি চলছিল জোরকদমে। আমন্ত্রিতদের অনেকে চলেও এসেছিলেন। রান্না কতদূর হয়েছে মনমোহন তার তদারকি করতে গিয়েছিলেন। সেটাই যেন কাল হল। রান্নার জায়গার ফ্যান ঠিক করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। অনুষ্ঠানবাড়িতে এমন আচমকা মৃত্যুতে এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়। এরপর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

আচমকা মনমোহনের এই মৃত্যু মেনে নিতে পারছে না শোকস্তব্ধ পরিবার। মৃতের ভাইপো মৃণাল বর্মন বলেন, 'অনুষ্ঠানের এত আয়োজন। সব নষ্ট হয়ে গেল। এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে জেঠু আর আমাদের মধ্যে নেই।'

ঠিক কী হয়েছিল সোমবার রাতে? অনুষ্ঠানবাড়ির সব রান্না শেষ হলেও মাংস রান্নায় দেরি হচ্ছিল। কেন এই দেরি, তার তদারকি করার জন্য রান্নার জায়গায় যান মনমোহন। রান্নার ধোঁয়া একটি স্ট্যান্ড ফ্যানের হাওয়ার জন্য কয়েকজনের চোখে গিয়ে লাগছিল। এই সমস্যা দেখে তিনি হাত দিয়ে ফ্যানটি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে যান। ফ্যান ঘোরাতে যাওয়ার সময়ই তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যক্তিকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্ট্যান্ড ফ্যান থেকে শর্টসার্কিট হয়েই মনমোহন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন বলে মনে করছেন পরিবারের সদস্যরা।

> অনুষ্ঠানের এত আয়োজন। সব নষ্ট হয়ে গেল। এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে জেঠু আর আমাদের মধ্যে নেই।
>
> **-মৃণাল বর্মন**
> *মৃতের ভাইপো*

দিনভর কর্মসূচিতে চিকিৎসক দিবস

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১ জুলাই : কয়েকদিন আগে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ১৪ জন সিনিয়ার রেসিডেন্ট কাজে যোগদান করেছেন। চিকিৎসক দিবসে তাঁদের হাসপাতাল সুপারের অফিসে একটি অনুষ্ঠান করে সংর্বধনা দেওয়া হয়। সেই অনুষ্ঠানে নতুন চিকিৎসকদের বিভিন্ন উপদেশ দিতে দেখা গেল হাসপাতালের পুরোনো চিকিৎসকদের। হাসপাতালের সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল চিকিৎসকদের বললেন, 'সময় নিয়ে রোগীদের যেন দেখা হয়।'

অন্যদিকে, হাসপাতালের ২ সিনিয়ার ফিজিশিয়ান ডাঃ সজল ভট্টাচার্য এবং ডাঃ পার্থপ্রতিম দাস জুনিয়ারদের মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করার পরামর্শ দেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সুমন কাঞ্জিলাল। এদিন ওই অনুষ্ঠানের পর হাসপাতালের ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়।

সেখান থেকে চিকিৎসকরা চলে যায় হাসপাতালের নতুন ডায়ালিসিস ইউনিটের উদ্বোধনে। গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে হাসপাতালে ডায়ালিসিস পরিষেবায় সমস্যা ছিল। এদিন হাসপাতালে নতুন ১০ বেডের ডায়ালিসিস ইউনিট চালু হল। সুমন বলেন, 'যাঁরা আগে হাসপাতালে পরিষেবা পেতেন তাঁদের ফোন করে জানানো হয়েছে যেন আবার হাসপাতালে এসে তাঁরা পরিষেবা নেন।'

জেলা হাসপাতালে এদিন দিনভর চলে সংর্বধনা অনুষ্ঠান। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে হাসপাতালের চিকিৎসকের সংবর্ধনা জানানো হয়। নিউটাউন এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলের বাচ্চারা আবার নার্স ও ডাক্তার সেজে এসে চিকিৎসকদের সম্মান জানায়। আলিপুরদুয়ার বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংস্থা, টাউন তৃণমূল যুব, আলিপুরদুয়ার পুরসভা, জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও হাসপাতালে এসে সংর্বধনা জানানো হয়।

বিধানচন্দ্র রায়ের ১৪৪তম জন্মবার্ষিকী ও ৬৪তম মৃত্যুবার্ষিকী নানাভাবে পালিত হয় ফালাকাটাতে। এদিন পারঙ্গেরপার শিশুকল্যাণ হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং ফালাকাটা ২ নম্বর এসপি প্রাইমারি স্কুলের পড়ুয়ারা চিকিৎসকদের সংবর্ধনা জানায় ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে গিয়ে। লায়ন্স ক্লাব অফ ফালাকাটার পক্ষ থেকেও সংবর্ধনা দেওয়া হয় ডাক্তারদের। এদিন ফালাকাটা ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। একই ছবি দেখা যায় জেলা কংগ্রেস কার্যালয়েও।

অন্যদিকে, কামাখ্যাগুড়ি ভলান্টারি অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে শামুকতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক দিবস পালিত হল। তৃণমূল কংগ্রেস এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে যশোডাঙ্গা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসকদের সম্মান জানিয়ে কেক কাটা হয়। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পরিতোষ বর্মন। কালচিনির লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের সংবর্ধনা দেন কালচিনি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শ্রীকান্ত মণ্ডল।

মদনসিং হাইস্কুল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এদিন কুমারগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক দিবস পালন করা হয়। স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি কাঞ্চন সরকার, কুমারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সৌভিক দাস সহ শিক্ষক ও অভিভাবকের প্রতিনিধিদল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের উত্তরীয় পরিয়ে মিষ্টিমুখ করিয়ে সংবর্ধনা দেন।

> যাঁরা আগে হাসপাতালে পরিষেবা পেতেন তাঁদের ফোন করে জানানো হয়েছে যেন আবার হাসপাতালে এসে তাঁরা পরিষেবা নেন।
>
> **-সুমন কাঞ্জিলাল**
> *রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান*

জেলা হাসপাতালে চিকিৎসক দিবসে নার্সের পোশাকে খুদেরা।

জলসংকটে হুরকুরহাটের ব্যবসায়ীরা

পাম্প বিকলে ভোগান্তি

সুভাষ বর্মন

বিকল সোলার পাম্প। বংশীধরপুরের হুরকুরহাটে। -সংবাদচিত্র

ফালাকাটা, ১ জুলাই : পিএইচই-র জল পরিষেবা চালু হতে এখনও দেরি। তাই বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পানীয় জলের পাম্প বসানো হয়। তবে হুরকুরহাটে ক্রেতা-বিক্রেতাদের তেষ্টা মেটানোর একমাত্র ভরসা ওই পাম্প বর্তমানে বিকল পড়ে। প্রখর রোদে যখন বাজারে এসে হিমসিম দশা সকলের তখন জলের ব্যবস্থাটুকুও না থাকায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ তাঁরা।

ওই হাটে সবজির দোকান রয়েছে বাবলু বর্মনের। তাঁর কথায়, 'অসহ্য গরমে বারবার পানীয় জলের দরকার হয়। কিন্তু বাজারের সোলার পাম্পটি বহুদিন ধরে খারাপ। তাই বাড়ি থেকে জল নিয়ে আসতে হচ্ছে।' তবে এত জল তো বাড়ি থেকে বয়ে আনা সম্ভব নয়। তাই জল কিনে খেতে হচ্ছে তাঁদের। তবে শুধু ক্রেতা-বিক্রেতারাই নন, হাটের আশপাশের বাসিন্দারাও আগে নিয়মিত ওই সোলার পাম্প থেকে জল নিতেন। এখন তাঁদেরও ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। যদিও গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রবিকুমার মিঞ্জ বলেন, 'সোলার পাম্পটি দ্রুত সারাই করা হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকে বলা হয়েছে।'

ফালাকাটা ব্লকের বংশীধরপুরে পিএইচই-র রিজার্ভার তৈরি হয়েছে। কিন্তু পাইপলাইনের পুরো কাজ সম্পন্ন হয়নি। তাই পিএইচই-র জলও মিলছে না। তার ওপর ওই হাটে পাঁচ-ছয় মাস আগে সোলার পাম্প বিকল হওয়ায় জলসংকট দেখা দিয়েছে। প্রায় দু'বছর আগে এলাকার গুরুত্বপূর্ণ হাট, রাস্তার মোড় ও পাড়ায় ওই পাম্প বসানো হয়। সেখান থেকেই বিভিন্ন এলাকার মানুষ নিয়মিত পানীয় জল সংগ্রহ করেন। বংশীধরপুর গ্রামে বুড়িতোর্ষা নদীর পাশেই সাপ্তাহিক হাট বসে। প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা আরও বাড়ে। সেখানে পাম্পটি বিকল থাকায় সমস্যা যেন আরও চরমে উঠেছে।

ওই হাটে নিয়মিত বাজার করতে আসেন কালীপুরের রতন সরকার। তাঁর কথায়, 'হাটে এসে অনেক সময় বাজার করতে দেরি হয়। এখন প্রচণ্ড গরম পড়েছে। বারবার জল তেষ্টা পায়। তাই বাজারের সোলার পাম্পটি ঠিক থাকলে ভালো হয়।' এদিকে, প্রত্যেক হাটে তো বাড়ি থেকে জল আনা সম্ভব নয়। তাই কখনও বোতলের জল কিনেও খেতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ী সুশীল সরকার। এই পরিস্থিতিতে জলসংকট মেটাতে ক্রেতা-বিক্রেতাদের পাশাপাশি স্থানীয়রাও সরব হয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা বিমল বর্মন বলেন, 'আমাদের এখানে পিএইচই-র জল সেভাবে চালু হয়নি। তাই ওই সোলার পাম্পের জলই আমরা খেতাম। কিন্তু এখন শিশাগোড় বা অনেক দূরে গিয়ে পানীয় জল নিয়ে আসতে হচ্ছে। এভাবে আর কতদিন চলবে।'

এ ব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সুবল বর্মন বলেন, 'এই সোলার পাম্পটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেই বসানো হয়েছিল। কয়েক মাস আগে সেটি বিকল হয়ে যায়। সম্ভবত বাজ পড়ে কিংবা অন্য যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এটা হতে পারে। সেটি যাতে দ্রুত ঠিক করা হয় সেই প্রস্তাব গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'

নাজেহাল

- হুরকুরহাটে পাঁচ-ছয় মাস আগে সোলার পাম্প বিকল হওয়ায় জলসংকট দেখা দিয়েছে
- বাড়ি থেকে বোতলে জল নিয়ে আসতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের
- অনেক সময় জল কিনেও খেতে হয়
- এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের শিশাগোড় বা অনেক দূরে গিয়ে পানীয় জল নিয়ে আসতে হচ্ছে
- সমস্যায় পড়েছেন ক্রেতারাও

দল পরিচালনা নিয়ে ক্ষুব্ধ ভাস্কর

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১ জুলাই : দলে 'প্রোমোশন-ডিমোশন' থমকে আছে। আর যোগ্যদের সঠিক দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না। এই অবস্থায় দলের হাল ফেরাতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই চাইছেন তৃণমূলের আলিপুরদুয়ারের শিক্ষক নেতা ভাস্কর মজুমদার। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো সোশ্যাল মিডিয়ায় লম্বা পোস্ট করেছেন ভাস্কর। সেই পোস্ট নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা রাজনীতিতে।

তবে মুখোমুখি কথা বলার সময় অবশ্য ভাস্কর ক্ষোভের বিষয়টি স্বীকার করেননি। ছাব্বিশের ভোটের আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলের হাল ধরতে আহ্বান জানিয়েই এমন পোস্ট বলে ওই শিক্ষক নেতা দাবি করেছেন।

তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি ভাস্কর বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই গত সাত-আট বছরে বেশিরভাগ নির্বাচনেই দল সাফল্য পেয়েছে। তিনি দলকে ঢেলে সাজিয়ে যোগ্যদের দায়িত্বও দিচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই দল পরিচালনায় তাঁর অনুপস্থিতি আমাকে ভাবিত করেছে। সামনেই বিধানসভা ভোট। তার আগে অভিষেককে হাল ধরার আহ্বান জানিয়েই পোস্ট করেছি। এই পোস্ট আমার ব্যক্তিগত মতামত।'

এদিন ওই শিক্ষক নেতা তাঁর পোস্টে লিখেছেন, জেলা স্তরে দলের রদবদলে বিলম্ব, ব্লক স্তরের কাঙ্ক্ষিত পুনর্বিন্যাসের অভাব এবং কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে প্রোমোশন-ডিমোশন ও ছাঁটাই কিছুই হচ্ছে না। এইসব এক সময় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক নিজে চেয়েছিলেন এবং কিছুটা শুরুও করেছিলেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে এসব না হওয়াতেই নাকি দলের জন্য অশনিসংকেত দেখা দিচ্ছে বলে ভাস্করের দাবি।

এদিকে, শিক্ষক নেতার এই পোস্টের পরেই তৃণমূলের নেতারা দলের অন্দরেই প্রতিক্রিয়া দিতে শুরু করেছেন। কারও দাবি, ওই শিক্ষক নেতা এসব পোস্ট করে রাজ্য নেতৃত্বের নজরে আসতে চাইছেন। কারও দাবি, ভাস্করের নজর ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান পদটির দিকে। পোস্ট করে দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন।

বিষয়টি নিয়ে অবশ্য তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক কিছু বলতে চাননি। তাঁর কথায়, 'এই মুহূর্তে আমি দিল্লিতে আছি। ভাস্কর কী পোস্ট করেছেন তা না দেখে বলা সম্ভব নয়।'

সশক্তিকরণ

কামাখ্যাগুড়ি, ১ জুলাই : কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ১০/১৫০ নম্বর বুথের তেলিপাড়ায় বিজেপির বুথ সশক্তিকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ, জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাতো, কুমারগ্রাম ৩ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি সঞ্জিত রায় প্রমুখ।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বড্ড গরম।। *শিলিগুড়ির কাছে শিমুলবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন হলদিবাড়ির অনিমেষ রায়।*

আষাঢ়ে আমন বুনতে জলসেচ মাদারিহাটে

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

মাদারিহাটের কাজিপাড়ায় আমন চাষের মাটি ফেটে চৌচির।

রাঙ্গালিবাজনা, ১ জুলাই : বৃষ্টি নেই। হাহাকার করছেন মাদারিহাটের কৃষকরা। মাঝ আষাঢ়েও আমন ধানের চারা বুনতে পারছেন না তাঁরা। এদিকে বীজতলাও শুকিয়ে খাক। মাটি ফেটে চৌচির। চারার বয়সও বাড়ছে। উপায়ান্তর না দেখে কেউ কেউ পাম্পসেট লাগিয়ে জলসেচ দিয়ে আমন চারা বুনতে শুরু করেছেন। তবে এতে চাষের খরচ বেড়েছে। কৃষকরা বলছেন, সেচ দিয়ে চারা বোনা গেলেও শীঘ্রই বৃষ্টি শুরু না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

ইসলামাবাদের নুরুল জামাল নামে এক কৃষক বলছেন, 'আমি এখনও আমন বুনতে শুরু করিনি। আমার পক্ষে সেচ দিয়ে চারা বোনা সম্ভব নয়।'

মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা রঞ্জন লোহরা ফোন রিসিভ না করায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি। তবে এবিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ ললিত বর্মন বলেন, 'প্রকৃতির বিরূপ আচরণে কৃষকরা বিপাকে পড়েছেন। কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজের অনুমোদন দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের সেচনালাগুলি সংস্কার করা যায়নি। সেগুলি মজে যাওয়ায় সমস্যা আরও বেড়েছে।'

দক্ষিণ খয়েরবাড়ির কাজিপাড়ার একাংশে সরকারি নদী সেচপ্রকল্পের (আরএলআই স্কিম) সুবিধা রয়েছে। তবে কে আগে জল নেবেন তা নিয়ে ইতিমধ্যেই ওই এলাকার কৃষকদের মধ্যে রেষারেষি শুরু হয়ে গিয়েছে। এলাকার গাউসুল আলম জানালেন, রেষারেষি হওয়াই স্বাভাবিক! কারণ চারার বয়স বাড়ছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই চারা বুনতে হবে। মঙ্গলবার দেখা গেল নদী সেচপ্রকল্পের মাধ্যমে জমিতে জল দিয়ে আমন চারা বুনতে শুরু করেছেন এলাকার আবু বক্কর সিদ্দিক।

সেচবাঁধ ভেঙে যাওয়ায় প্রায় তিন দশক ধরে এলাকার সেচনালাটি অকেজো। আষাঢ় মাসেও শুকনো নালা। ইতিমধ্যেই অকেজো নালার বিভিন্ন অংশ বেদখল হয়ে গিয়েছে। সেচনালায় জল থাকলে সরকারি সেচপ্রকল্পের ওপর ভরসা করতে হত না, বলছেন কোনাপাড়ার মহম্মদ আবদুল হক।

ইসলামাবাদ গ্রামের রায়পাড়ায় বড় সেচনালা থাকলেও শাখা নালা নেই। মঙ্গলবার পাম্পসেট লাগিয়ে সেচখালের জল তুলে আমন চারা বুনতে দেখা গিয়েছে এলাকার নাজেমুল আলম সহ অনেককেই। নাজেমুল বলেন, 'জল তুলতে অনেক টাকা খরচ করতে হচ্ছে।' ওই এলাকার আজাদ আলম, প্রশান্ত রায়, ভূপেন্দ্রনাথ দেব অধিকারীদের জমিগুলি শুকনো পড়ে রয়েছে।

মধ্য ছেকামারির অর্জুন ছেত্রী, দীপক ছেত্রীরাও বৃষ্টি না হওয়ায় আমন চারা বুনতে পারছেন না। রাভাবস্তির কৃষকরা অবশ্য ঘোলটংঝোরার সেচনালার জল ব্যবহার করে ধান বুনছেন। এলাকার সোমবাহাদুর প্রধান বলেন, 'আমাদের মহল্লায় কয়েক বিঘা জমিতে ধান বোনা গেলেও সংলগ্ন পশ্চিম খয়েরবাড়িতে হাহাকার করছেন কৃষকরা।' রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও একই ছবি। মুন্সীপাড়ার নজরুল ইসলাম জানালেন, সেচনালায় জল কমে গিয়েছে। তা নিয়েই কাড়াকাড়ি করতে হচ্ছে। এবিষয়ে খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ইসলামাবাদ এলাকার সদস্য সাজু হোসেনের বক্তব্য, 'কয়েকটি এলাকায় সেচনালা রয়েছে। তবে নালায় জল কমে গিয়েছে। তবে বেশিরভাগ এলাকায় সেচনালা নেই। তাই বেশিরভাগ কৃষক ধান বুনতে পারছেন না।'

সমস্যা কোথায়

- বৃষ্টি নেই, মাঝ আষাঢ়েও আমন ধানের চারা বুনতে পারছেন না মাদারিহাটের কৃষকরা
- জলের অভাবে এদিকে বীজতলাও শুকিয়ে খাক, মাটি ফেটে চৌচির উপায়ান্তর না দেখে পাম্পসেট লাগিয়ে জলসেচ দিয়ে চারা বুনতে শুরু করেছেন অনেকে
- কয়েকটি এলাকায় সেচনালা থাকলেও সেগুলিতে নালায় জল কমে গিয়েছে
- তবে বেশিরভাগ এলাকায় সেচনালা না থাকায় অনেক কৃষক ধান বুনতে পারছেন না

টুকরো খবর

প্রস্তুতি সভা

আলিপুরদুয়ার ও কামাখ্যাগুড়ি, ১ জুলাই : ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবসকে সামনে রেখে খোয়ারডাঙ্গা-১ তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল কমিটির প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের পাশেই হলঘরে। মঙ্গলবারের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি সুদয় নার্জিনারি সহ অন্য নেতারা। অন্যদিকে, টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও এদিন রাতে আলিপুরদুয়ার শহরে একটি প্রস্তুতি বৈঠক করা হয়। শহরের কোন ওয়ার্ড থেকে কত লোক কলকাতায় যাবেন সেটা আলোচনা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, রাজ্য সম্পাদক মৃদুল গোস্বামী প্রমুখ।

জখম ৫

হাসিমারা, ১ জুলাই : মঙ্গলবার দুপুরে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের ওপর, হাসিমারার কাছে ১৩ নম্বর এলাকায় টোটো উলটে চালক সহ পাঁচজন জখম হলেন। খবর পেয়ে হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ জখমদের উদ্ধার করে হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনি হাসপাতালে নিয়ে যায়। জয়গাঁ থেকে যাত্রীবোঝাই টোটোটি হাসিমারা রেলস্টেশনে যাওয়ার পথে একটি ট্রাকের পেছনের অংশে ধাক্কা লাগে। টোটোটি রাস্তার পাশে উলটে যায়। জখম হন নেপাল থেকে আসা চার বৌদ্ধ ধর্মগুরু দাওয়া দোরজি, সমর মোক্তান, জিৎ বাহাদুর ও তসবীর বাহাদুর জিম্বা। টোটোচালকও জখম হয়েছেন। হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ ট্রাক ও টোটো আটক করেছে।

জন্মজয়ন্তী

কালচিনি, ১ জুলাই : আজাদ হিন্দ ফৌজের মেজর শহিদ দুর্গা মল্লর জন্মজয়ন্তী পালিত হল কালচিনির বিভিন্ন এলাকায়। এদিন কালচিনি, চুয়াপাড়া চা বাগান ও রাজাভাতখাওয়ায় দুর্গা মল্লর পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন সমাজকর্মীরা। এছাড়াও কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা ভাটপাড়া চা বাগানে দুর্গা মল্লর মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। ১৯১৩ সালের ১ জুলাই দেরাদুনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন দুর্গা মল্ল।

রক্তদান

কামাখ্যাগুড়ি, ১ জুলাই : মঙ্গলবার যুব ভারতী সংঘের ব্যবস্থাপনায় ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার সোসাইটির সহযোগিতায় এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় রেলগেট তেঁতুলতলা প্রাইমারি স্কুলে। এদিনের এই রক্তদান শিবিরে মোট ৩৫ জন রক্তদান করেন।

ফ্লাড শেলটারে হোক বোড়ো সংস্কৃতিকেন্দ্র

সমীর দাস

পূর্ব সাতালি গ্রামে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে ফ্লাড শেলটার। -সংবাদচিত্র

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১ জুলাই : কালচিনি ব্লকের পূর্ব সাতালি গ্রামের ফ্লাড শেলটারটিকে সংস্কৃতিকেন্দ্র তৈরির দাবি তুলেছে মেচ বোড়ো জনজাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন কালচিনি ইউনাইটেড বোড়ো ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। ১৯৯৩ সালে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন এলাকা। তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় হ্যামিল্টনগঞ্জ ও পূর্ব সাতালি গ্রাম। পরিস্থিতি বিবেচনা করে ১৯৯৫ সালে পূর্ব সাতালি গ্রামের পুনমচাঁদ মিত্তাল মেমোরিয়াল হাইস্কুলের মাঠের পাশে ও সাতালি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের উলটো দিকে তৈরি হয় ওই ফ্লাড শেলটারটি। এখন পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ওই ভবনটি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

ভবনটির জানলা, দরজা অনেক আগেই ভেঙে গিয়েছে। সম্পূর্ণ ভবনটির সিমেন্টের প্লাস্টার খসে পড়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে নষ্ট হচ্ছে ভবনটি। আগামীদিনে যদি বন্যা পরিস্থিতি হয় তাহলে পূর্ব সাতালি, মণ্ডলপাড়া, গুদামডাবরি সহ সাতালি ও মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের একমাত্র অবলম্বন ওই ফ্লাড শেলটারটিতে এসে উঠতে পারবেন না। জরাজীর্ণ ভবনটির পরিচর্যায় কেউ এগিয়ে আসছে না বলে অভিযোগ। ভবনটিতে নিয়মিত নেশার আসর বসে বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের।

সংশ্লিষ্ট সংগঠনের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য সত্যেন মণ্ডল বলেন, 'দ্বিতল ভবনটি পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। তার চেয়ে ভালো ওই ভবনটি জেলা পরিষদের তরফে সংস্কার করে আমাদের সংগঠনকে দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হোক। আমরা ভবনটিতে সংস্কৃতিকেন্দ্র তৈরি করব।' আবার বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলে কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দার আশ্রয়স্থল হিসেবে ভবনটি সুরক্ষিত থাকবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

সোমবার সংগঠনের তরফে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈবকে লেখা স্মারকলিপি সাতালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সাতালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কমলাদেবী প্রসাদের বক্তব্য, 'ওই স্মারকলিপি জেলা পরিষদে পাঠিয়েছি।' জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈবকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। সংশ্লিষ্ট ভবনটি কার তত্ত্বাবধানে রয়েছে আগে তা খতিয়ে দেখে পরবর্তীতে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা পরিষদের মেন্টর মৃদুল গোস্বামী।

'এলাকায় একটি সংস্কৃতি মঞ্চের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে' বললেন সংগঠনের সম্পাদক অরুণ ব্রহ্ম। তাঁর সংযোজন, 'পরবর্তীতে সরাসরি জেলা পরিষদের সভাধিপতির সঙ্গে দেখা করে আমাদের দাবির কথা তুলে ধরব।' ওই এলাকায় মূলত বসবাস করেন মেচ বোড়ো ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। এলাকায় সংস্কৃতিকেন্দ্র গড়ে উঠলে আখেরে উপকৃত হবেন এলাকার নবীন প্রজন্ম। এছাড়াও ভবনটিতে নিয়মিত সাহিত্যচর্চার আসর বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে সংগঠনের।

দুর্দশা

- ভবনটির জানলা, দরজা অনেক আগেই ভেঙে গিয়েছে
- সম্পূর্ণ ভবনটির সিমেন্টের প্লাস্টার খসে পড়েছে
- দীর্ঘ বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে নষ্ট হচ্ছে
- ভবনটিতে নিয়মিত নেশার আসর বসে
- জরাজীর্ণ ভবনটির পরিচর্যায় কেউ এগিয়ে আসছে না

চিতাবাঘের হানায় কান কাটা

আলিপুরদুয়ার, ১ জুলাই : চিতাবাঘের হানায় কান কাটা গেল এক বৃদ্ধের। সোমবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটেছে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের উত্তর পানিয়ালগুড়িতে। বর্তমানে ওই বৃদ্ধ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চিতাবাঘের হানায় সুদর্শন কুজুর নামে ওই বৃদ্ধের কানের কিছু অংশ কাটা গিয়েছে। এছাড়াও মুখে ও কাঁধে চোট লেগেছে।

সোমবার গভীর রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। বাড়ি ঢোকার সময় চিতাবাঘ আক্রমণ করে বলে জানান তিনি। এদিন হাসপাতালের বেডে শুয়ে সুদর্শন বলেন, 'যখন বাড়িতে ঢুকি তখনই হঠাৎ করে পিছন থেকে চিতাবাঘ আক্রমণ করে। আমার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ লড়াই চলে। যদি আমি লড়াই না করতাম তাহলে বেঁচে থাকতে পারতাম না।'

জেলা হাসপাতালে সুদর্শন।

বক্সা টাইগার রিজার্ভ থেকে বেরিয়ে ওই চিতাবাঘ লোকালয়ে আসে বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, ওই এলাকায় মাঝেমধ্যেই চিতাবাঘ চলে আসে। উত্তর পানিয়ালগুড়ির বাসিন্দা শুভরাজ চিকবড়াইক জানালেন, ওই এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা চিতাবাঘের আতঙ্কে ছাগল, মুরগি পালন করা বন্ধ করে দিয়েছেন। কেননা সেইসব গবাদিপশু যাচ্ছে চিতাবাঘের পেটেই। অন্যদিকে, জেলা প্রশাসন ও বন দপ্তর যে লাগাতার প্রচার করছে রাতে যেন বাড়ি থেকে না বের হয় লোকেরা, সেটা যেন কিছুতেই কমছে না। কয়েকদিন আগে জেলা প্রশাসন বাড়ি বাড়ি শৌচাগার তৈরির উদ্যোগও নিয়েছিল। তবুও দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন এলাকায় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে বুনোর মুখে পড়তে হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে প্রচার করা হবে বলে জানান বক্সা টাইগার রিজার্ভের দমনপুর পূর্বর রেঞ্জ অফিসার রণজিৎ কর। তিনি জানান, ওই এলাকায় রাতে টহলদারিও বাড়ানো হবে।

এসপি'র উপহার

বীরপাড়া, ১ জুলাই : জেইই অ্যাডভান্সড-এ তপশিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত তালিকায় ১৬৭ নম্বর (জেনারেল ১৯০০০) র‍্যাংক করে হিমাচলপ্রদেশের মান্ডি আইআইটিতে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পেয়েছে রহিমপুর চা বাগানের শ্রমিক লিনুস মিঞ্জের ছেলে অনুসান মিঞ্জ। নিউ লাইনের বাসিন্দা অনুসানের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত স্থানীয়রা। মঙ্গলবার বাড়ি গিয়ে অনুসানকে মিষ্টিমুখ করান আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী। পাশাপাশি সেই মেধাবীকে কিছু উপহারসামগ্রীও দেন এসপি।

আজ অবস্থান

আলিপুরদুয়ার ও পলাশবাড়ি, ১ জুলাই : বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে সিপিএমের পক্ষ থেকে। সিপিএমের এআইএডব্লিউইউ, সিটু, এআইকেএস সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অভিযান করা হবে। একশো দিনের কাজ দ্রুত চালু, ভাতা বৃদ্ধি, রাস্তা সংস্কার, সব গরিব মানুষের জন্য আবাসন, পানীয় জল পরিষেবা চালু সহ একাধিক দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হবে।

বিকল গাড়ি

ফালাকাটা, ১ জুলাই : ভাঙাচোরা নির্মীয়মাণ মহাসড়কের গর্তে পড়ে বিকল হয়ে গেল গাড়ি। মঙ্গলবার ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কের কদমতলা মোড়ে একটি ছোট যাত্রীবাহী গাড়ির যন্ত্রাংশ বিকল হয়। তখন ওই গাড়ির যাত্রীদের অন্য বাসে উঠে গন্তব্যস্থলে যেতে হয়। কয়েক ঘণ্টা পর বিকল গাড়িটি গ্যারাজকর্মীদের নিয়ে এসে ঠিক করা হয়।

শুয়োর-বাঁদর রুখতে বীজতলা ঘিরেছে জালে

সুভাষ বর্মন

এভাবেই আমনের বীজতলা নেট দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। ফালাকাটার বংশীধরপুরে।

ফালাকাটা, ১ জুলাই : আমন ধানের চারা রোপণ করার পর সেগুলিকে পশুদের হাত থেকে বাঁচাতে উদ্যোগ নিল ফালাকাটার বিভিন্ন গ্রামগুলি। বীজতলার চারপাশ নেট দিয়ে ঘিরে ফেলছেন এলাকার কৃষকরা। জলদাপাড়া বনাঞ্চল লাগোয়া ফালাকাটার গ্রামগুলির বীজতলাকে এখন এভাবেই ঘিরে রাখতে হচ্ছে। চাষিদের থেকে জানা গেল, এমনিতে হাতি, বাইসনের হামলা হলে বীজতলা রক্ষা করার উপায় থাকে না। তবে বুনোরা রোজ কোনও নির্দিষ্ট এলাকায় আসে না। কিন্তু জঙ্গল থেকে শুয়োর ও বাঁদরের দল অনেক সময় লোকালয়ে এসে বীজতলা তছনছ করে। কয়েকদিন আগে গন্ডারের হানাতেও বীজতলা নষ্ট করেছিল। এসব থেকে রক্ষা পেতেই বীজতলার চারপাশে নেট দেওয়ার উদ্যোগ শুরু করেছেন চাষিরা। এবিষয়ে ফালাকাটা ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সুপ্রিয় বিশ্বাসের কথায়, 'আমনের বীজতলা সুরক্ষিত রাখাটা আমাদের অন্যতম কর্তব্য। বীজতলার উপরেই ধানের ফলন অনেকাংশে নির্ভর করে। আর জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে বন্যপ্রাণীরাও অনায়াসেই বীজতলায় ঢুকে পড়ে। তাই চাষিদের অনেকেই বীজতলার চারপাশ নেট দিয়ে ঘিরে রাখছেন।'

এদিকে বনকর্তারা জানাচ্ছেন, হাতি, বাইসন যাতে লোকালয়ে ঢুকে না পড়ে তার জন্য বনকর্মীরা কড়া নজরদারি চালান। কিন্তু বাঁদর ও শুয়োর হঠাৎ কখন গ্রামে ঢুকবে তা বলা মুশকিল। এ নিয়ে জলদাপাড়া সাউথের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তীর কথায়, 'বনকর্মীরা রোজই নজরদারি চালান। বুনোরা যাতে খেতের ফসলের ক্ষতি না করে তার সাধ্যমতো চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বাঁদর, শুয়োর হঠাৎ বের হয়। তা-ও নজর রাখার চেষ্টা করা হয়।' এবছর বংশীধরপুরের বাবলু বর্মন চার বিঘা জমির জন্য আমনের বীজতলা তৈরি করেছেন। গোটা এলাকায় তিনি নেট দিয়ে ঘিরে ফেলেছেন। তাঁর কথায়, 'গতবার আমার বীজতলা নষ্ট হয়েছিল। তাই এবার ঝুঁকি নিইনি। কোনও পশুই যাতে বীজতলার ভেতরে ঢুকতে না পারে সেজন্য নেট দিয়েছি।'

অন্যদিকে, যোগেন্দ্রনগরের ধনেশ বর্মন বললেন, 'হাতি, বাইসন ঢুকে পড়লে তো গোটা বীজতলাই একেবারে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু বাঁদর বা শুয়োরের উৎপাতও বেশি। নেট দেখলে তারা বীজতলাকে ফাঁদ মনে করে। তাই ঢুকে না।' কয়েকদিন আগে জলদাপাড়া বনাঞ্চল লাগোয়া সুরিপাড়া গ্রামে একটি গন্ডার কয়েকবার স্থানীয় চাষিদের বীজতলায় হানা দিয়েছিল। এতে আরেক কৃষক বিশ্বজিৎ রায়ের বীজতলারও মারাত্মকভাবে ক্ষতি হয়েছিল। পরে দ্বিতীয়বার তাঁকে বীজতলা করতে হয়েছে। তিনিও এবার পশুদের আটকাতে একই পন্থা নিয়েছেন।

মাইলফলক

রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগের টেলিমেডিসিন উদ্যোগ ‘স্বাস্থ্য ইঙ্গিত’ ২০২১ সালের পর থেকে এখনও পর্যন্ত ৬ কোটি টেলিমেডিসিন পরিষেবা দিয়েছে। টুইট করে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজ শপথ

কালীগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে জয়ী তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ বুধবার বিধানসভায় শপথ নেবেন। বিধানসভার নৌসের আলি কক্ষে দুপুর ৩টের সময় এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে।

বর্ষপূর্তি

রাজধানী এক্সপ্রেসের ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন হল শিয়ালদা স্টেশনে। উপস্থিত ছিলেন রেলওয়ে ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনা। এই ট্রেন শিয়ালদা থেকে নয়াদিল্লি পর্যন্ত যায়।

দেহ উদ্ধার

সল্টলেকের বিসি ব্লকে সরকারি আবাসনের নীচ থেকে উদ্ধার হল এক সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়ার দেহ। চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

দুর্নীতিতে কড়া আদালত

প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের মামলা

কলকাতা, ১ জুলাই : দুর্নীতি হলে আদালত কড়া পদক্ষেপ করতে দ্বিধাবোধ করবে না। চোখ বন্ধ করেও থাকবে না, ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় এমনটাই মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রাথমিকে পক্ষপাতিত্ব হয়েছে তা পর্ষদের নথি থেকেই স্পষ্ট বলে মন্তব্য করে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ।

> চাকরির পাঁচ বছর পর আপনারা এসে বলছেন, আমাদের রুটি, মাখন কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ফিরিয়ে দিন। দুর্নীতি হয়েছে অথচ হস্তক্ষেপ করতে বারণ করছেন।
>
> **তপোব্রত চক্রবর্তী** *বিচারপতি*

মঙ্গলবার ৩২ হাজার চাকরি মামলায় ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, আদালত যদি দেখে দুর্নীতি হয়েছে, প্রশাসনিক কর্তারা যুক্ত আছেন, মন্ত্রীরা যুক্ত আছেন তখন কী করব? কিছুই করব না? টাকার বিনিময়ে যদি চাকরি দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে একজন বিচারপতি কি চোখ বন্ধ করে থাকবেন?’ প্রাথমিক শিক্ষকদের তরফে আইনজীবী অনিন্দ্য মিত্র এদিন সওয়াল করেন। তিনি আদালতে দাবি করেন, দুর্নীতির জন্য পর্ষদ দায়ী হলে বাকিরা কেন দায় নেবে। আদালত পর্ষদকে দুর্নীতিগ্রস্ত মনে করলে নতুন প্রক্রিয়ার জন্য আবার তাদের কাছে পাঠাচ্ছে। এটা কি ন্যায় বিচার হল? সেক্ষেত্রেও তো আরও একটা দুর্নীতি হতে পারে।

বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী জানতে চান, ‘তাহলে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কোথায় পাঠানো উচিত?’ উত্তরে ওই আইনজীবী জানান, অন্য কোনও স্বশাসিত সংস্থার কাছে পাঠানো যেতে পারে। পালটা বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী বলেন, ‘চাকরির পাঁচ বছর পর আপনারা এসে বলছেন, আমাদের রুটি, মাখন কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ফিরিয়ে দিন। দুর্নীতি হয়েছে অথচ হস্তক্ষেপ করতে বারণ করছেন।’ যথাসময়ে পর্ষদের থেকে এর ব্যাখ্যা চাওয়া হবে বলেও মন্তব্য করে ডিভিশন বেঞ্চ। ওই আইনজীবীর আরও দাবি, একক বেঞ্চ এমন কোনও তথ্য পায়নি যাতে নিয়োগ বাতিল করা হবে। প্রভাবিতদের মামলায় সংযুক্ত করা হয়নি। বেঞ্চমার্ক নম্বর জেলাভিত্তিক ও ক্যাটিগোরিভিত্তিক আলাদা ছিল। তবে বিচারপতি মন্তব্য করেন, ‘তখন কেন আপনারা নির্বাক দর্শক হয়ে ছিলেন। এতদিন পরে এসে বলছেন।’ এদিনও মামলার সওয়াল-জবাব পর্ব শেষ হয়নি। মামলার পরবর্তী শুনানি বৃহস্পতিবার।

YOUR
ICE
সাউথ ক্যালকাটা ‘ল’
প্রথম বর্ষের ছাত্রীকে গণ
মিছিল

কসবা গণধর্ষণ কাণ্ডের প্রতিবাদে পথে ‘ল’ কলেজের পড়ুয়ারা। মঙ্গলবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

দাপট থেকে রেহাই পেতেন না অভিভাবকরাও

মনোজিৎ সহ তিন অভিযুক্তকে বহিষ্কার

কলকাতা, ১ জুলাই : কসবা গণধর্ষণ কাণ্ডে অবশেষে সাতদিন পর পদক্ষেপ করলেন সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ কর্তৃপক্ষ। মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র ও বাকি দুই পড়ুয়াকে বহিষ্কার করা হল। মঙ্গলবার কলেজে গভর্নিং বডির জরুরি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিনই ধৃতদের হেপাজতের মেয়াদ শেষে আলিপুর আদালতে তোলা হলে ৮ জুলাই পর্যন্ত মনোজিৎ, প্রমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, জইব আহমেদের পুলিশি হেপাজত এবং নিরাপত্তারক্ষীকে ৪ জুলাই পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশের তরফেও জানানো হয়েছে, তাদের হাতেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ উঠে এসেছে। তদন্তের স্বার্থে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

এই পরিস্থিতিতে আরও একটি আইনি কলেজে প্রাক্তনীদের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যোগেশচন্দ্র ল কলেজের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কলেজের পড়াশোনা শেষ করার পর কোনও প্রাক্তন ছাত্র বা ছাত্রী পরবর্তী পাঁচ বছর কলেজের কোনও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ বা অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তবে কিছু অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে, যেমন সরস্বতী পুজো বা বিশেষ কিছু ম্যাচের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। কসবা কাণ্ডের প্রেক্ষিতে সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার মন্তব্যে ফের বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

শিক্ষা দপ্তরের তরফে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের সুপারিশ করা হয়েছিল। তারপরই তড়িঘড়ি গভর্নিং বডির বৈঠক হয়। বৈঠকেই মূল অভিযুক্ত মনোজিৎকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কলেজ থেকে অন্য দুই অভিযুক্ত প্রমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও জইব আহমেদকে বহিষ্কার করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, দুপুর দুটোর পর থেকে কলেজে কেউ ঢুকতে পারবে না। নির্যাতিতার পরিবার চাইলে তার চিকিৎসার জন্য সাহায্য করবে কলেজ। ক্লাস না হলেও অফিসিয়াল কাজকর্ম চলবে। ১৫ তারিখ থেকে পরীক্ষা হবে।

কলেজ বন্ধের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, ২৬ জুন রাতে পুলিশের পক্ষ থেকে কলেজে কর্তৃপক্ষকে ফোন করে গণধর্ষণের কথা জানিয়ে অকুস্থল নিরাপদ রাখার কথা বলা হয়েছিল। কলেজ খোলা থাকলে তদন্তে সমস্যা হতে পারে। তাই কলেজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে আবারও পরিচালন সমিতির বৈঠক ডাকা হবে বলে জানা গিয়েছে। পরিচালন কমিটির সদস্য হরিপদ বণিক জানান, উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে কলেজ খোলার ব্যাপারে জানানো হবে। তাঁরা যা সিদ্ধান্ত নেবে, সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে। ভাইস প্রিন্সিপাল নয়না চট্টোপাধ্যায়ও দোষীদের শাস্তির দাবি করেন। আরেক সদস্য নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করারও প্রস্তাব রেখেছেন বৈঠকে।

পুলিশি তদন্তে বিভিন্ন বিষয় উঠে এসেছে। জানা গিয়েছে, তিন অভিযুক্তের কল ডিটেলস খতিয়ে দেখেছে পুলিশ। ২৬ জুন মনোজিতের সঙ্গে ভাইস প্রিন্সিপালের ফোনে কথা হয়েছিল। মনোজিতের সিডিআর থেকে এমনই তথ্য পাওয়া গিয়েছে। ঘটনার রাত থেকে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে পর্যন্ত কার কার সঙ্গে কথা হয়েছে সেই নম্বরও চিহ্নিত করছে পুলিশ। প্রয়োজনে তাঁদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এদিনও বেশ কয়েকজনকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। পরিকল্পনা করে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ। মনোজিতের দাপট থেকে অভিভাবকরাও রেহাই পেতেন না। এক প্রাক্তন ছাত্রের অভিভাবক জানান, আগেই যদি ব্যবস্থা নেওয়া হত তাহলে এই ঘটনা ঘটত না।

এদিন ধৃতদের আদালতে তোলা হয়। তবে অভিযুক্তদের তরফে জামিনের আবেদন করা হয়নি। তাদের আইনজীবীর দাবি, এটা ষড়যন্ত্র। এফআইআর পড়লে মনে হয় না গণধর্ষণ। নির্যাতিতার মোবাইল বাজেয়াপ্ত করা হলে তা ফরেন্সিকে পাঠানো হোক। সরকারি আইনজীবী ধৃতদের ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতে পাঠানোর আবেদন করেন।

মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া এদিন মন্তব্য করেন, ছোট্ট একটি ঘটনা ঘটলে গেল গেল রব। তবে কোন ঘটনাকে তিনি উল্লেখ করেছেন তা স্পষ্ট করেননি। তবে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তিনি মনে করেন না অশোক দেবের সুপারিশে চাকরি হয়েছে। কলেজ বন্ধ থাকা ঠিক নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল জানান, ঘটনার পরে ভাইস প্রিন্সিপাল ফোন করে অশোক দেবকে জানিয়েছিলেন, কিন্তু ছুটির দিন হওয়ায় তিনি বিষয়টি সোমবার ভেবে দেখার কথা বলেন।

মিছিলের অনুমতি

কলকাতা, ১ জুলাই : বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে কালীঘাট থেকে কসবা থানা পর্যন্ত মিছিলের অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। পুলিশি অনুমতি না মেলায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল বিজেপি। মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ শর্তসাপেক্ষে মিছিলের অনুমতি দেন। তাঁর নির্দেশ, রাসবিহারী থেকে কসবা ল কলেজ পর্যন্ত বুধবার মিছিল করতে পারবে বিজেপি যুব মোর্চা।

আজ প্রকাশ্যে পদ্মের রাজ্য সভাপতির নাম

অরূপ দত্ত ও নবনীতা মণ্ডল

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১ জুলাই : বিজেপি রাজ্য সভাপতির কুর্সিতে বসার জন্য শেষপর্যন্ত কার ভাগ্যের শিকে ছিঁড়বে, সেই প্রশ্নের উত্তর মিলবে বুধবারই। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণার জন্য বৃহস্পতিবার বেলা দেড়টা পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকবে দলের নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে সমর্থক-অনুরাগীরা।

এই মুহূর্তে গেরুয়া শিবিরের কাছে প্রশ্ন একটাই। রাজ্য সভাপতি পদে সুকান্তের হাত থেকে ব্যাটন কি শমীক ভট্টাচার্যের হাতে যাবে? নাকি রাজ্য সভাপতি হিসাবে দ্বিতীয় ইনিংস খেলবেন ফের সুকান্ত মজুমদারই। রাজ্য সভাপতির দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়া দিলীপ ঘোষ নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন, দ্বিতীয়বার রাজ্য সভাপতি পদে থাকার পর তাঁর আর চেয়ার নিয়ে কোনও আগ্রহ নেই। বুধবার নির্বাচনের দিন তিনি দুর্গাপুরে দলীয় কাজে থাকবেন।

গত সেপ্টেম্বরে শুরু হয়েছিল দলের নির্বাচন প্রক্রিয়া। এরাজ্যে তা শুরু হয়েছিল আরও মাস দুয়েক পরে। সেই প্রক্রিয়ার সূত্র ধরেই বুধবার রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত (আসলে মনোনয়নপত্র জমা) হতে চলেছেন। মঙ্গলবার রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের ভোটার তালিকা ও সূচি প্রকাশ করেছে বিজেপি। সেই সূচি অনুযায়ী বুধবার বেলা ২টো থেকে বিকাল ৪টার মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া সম্পূর্ণ হবে। এরপর বিকাল ৫টার মধ্যে মনোনয়নপত্র পরীক্ষা সম্পূর্ণ হবে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময়সীমা বুধবার সন্ধ্যা ৬টা। বুধবার রাজ্য সভাপতি পদে যদি একটি নাম প্রস্তাব করে মনোনয়নপত্র জমা পড়ে তাহলে নির্বাচনের আর কোনও দরকারই হবে না। তবে একাধিক মনোনয়নপত্র জমা পড়লে নির্বাচনের প্রয়োজন হতে পারে। সাধারণভাবে বিজেপির সভাপতি নির্বাচন বলা হলেও আসলে তা সহমতের ভিত্তিতেই করা হয়। এটাই রীতি। তবে রাজ্যে শেষবার এর ব্যতিক্রম হয়েছিল প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তপন সিকদারের রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের সময়। সেবার দলের বিরোধী গোষ্ঠী অসীম ঘোষকে প্রার্থী করে মনোনয়নপত্র জমা দেয়। তবে এবার সেই পরিস্থিতি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা দেখছেন না রাজ্য নেতৃত্ব।

রাজ্য সভাপতি পদে সুকান্ত মজুমদারের দ্বিতীয় ইনিংস নিয়ে যারা আশাবাদী, সেই অংশের মতে, বিধানসভা ভোটের আট মাস আগে দলের রাজ্য সভাপতি বদল করার ঝুঁকি নিতে চাইবে না দল। এবিভিপি থেকে উঠে আসা বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে আগামী ২৬-এর ভোট পর্যন্ত রাজ্য সভাপতির কুর্সিতে রাখতে চান দলের উত্তরবঙ্গ লবি। বিধায়ক ও সাংসদ সংখ্যা, সাংগঠনিক শক্তির নিরিখে উত্তরবঙ্গে বিজেপি এগিয়ে। তবে নানা সময়ে সুকান্ত-শুভেন্দু দ্বৈরথ নিয়ে কিছু টানাপোড়েন চলেছে। ফলে বিধানসভা ভোটের আগে দলের অভ্যন্তরে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সুকান্তের হাতেই আবার ব্যাটন তুলে দিতে পারেন মোদি-শা-রা।

অন্যদিকে, রাজ্য সভাপতি পদে সুকান্তর উত্তরসূরি হিসাবে যাঁর নাম নিয়ে চর্চা সবথেকে বেশি, তিনি হলেন শমীক ভট্টাচার্য। মোদির অপারেশন সিঁদুরের হয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে সওয়াল করতে যাওয়া তাঁর টিমের অন্যতম সেরা পারফর্মার শমীক। সম্প্রতি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মোদির সাক্ষাতের সময় সব সাংসদের উপস্থিতিতে সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা মোদির কাছে শমীকের বিশেষ প্রশংসা করেন।

এদিকে, অপারেশন সিঁদুর কাণ্ডে মোদির পর মঙ্গলবার রাতে নাড্ডার দেওয়া বৈঠক ও নৈশভোজে যোগ দিতে দিল্লি গিয়েছেন শমীক। সেখানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের মূল কান্ডারি রবিশংকর প্রসাদও। সম্প্রতি বিদেশ সফরে শমীকের টিমের নেতৃত্বে ছিলেন রবিশংকর। রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের মাহেন্দ্রক্ষণের পূর্ব মুহূর্তে দিল্লিতে রবিশংকর-শমীক ও নাড্ডার এই রাজযোটককে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতবাহী বলেই দাবি করছে শমীক শিবির।

অনুষ্ঠানসূচি

- বুধবার বেলা ২টা থেকে ৪টার মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হবে
- এরপর বিকাল ৫টার মধ্যে মনোনয়নপত্র পরীক্ষা সম্পূর্ণ হবে
- মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময়সীমা বুধবার সন্ধ্যা ৬টা
- রাজ্য সভাপতি পদে যদি একটি নাম প্রস্তাব করে মনোনয়নপত্র জমা পড়ে তাহলে নির্বাচনের আর কোনও দরকারই হবে না

এআই হাবের জন্য ক্যাম্পাস ব্যবহারের অনুমতি

কলকাতা, ১ জুলাই : রাজারহাটে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হাব তৈরির জন্য আইটিসি ইনফোটেককে ক্যাম্পাস ব্যবহারের ছাড়পত্র দিলেন নিউটাউন-কলকাতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। নিউটাউনের অ্যাকশন এরিয়া-৩ এলাকায় ১৭ একর জমিতে ১২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে আইটিসি ইনফোটেক। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে এই খবর জানিয়ে লিখেছেন, ‘আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আইটিসি লিমিটেড বিশ্বমানের আইটি অ্যান্ড আইটিইএস (ইনফর্মেশন টেকনলজি এনাবেলড সার্ভিসেস) ক্যাম্পাসের জন্য অকুপেন্সি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৫ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।’ অকুপেন্সি সার্টিফিকেট হল, ভবনটি যে বসবাসের জন্য নিরাপদ এবং পুরসভার নিয়ম মেনে করা হয়েছে এই সংক্রান্ত সার্টিফিকেট। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, এটি বাংলার একটি মাইলফলক। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে ডিজিটাল এবং প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোগে বিনিয়োগের জন্য এটি অন্যতম গন্তব্য হতে চলেছে। যা পশ্চিমবঙ্গের উত্থানকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

এই ক্যাম্পাসে তিনটি ভবন থাকছে। একটি বহুতল অফিস টাওয়ার, একটি ব্যবসায়িক সহায়তা কেন্দ্র এবং একটি নলেজ সেন্টার। সবমিলিয়ে ১৪.৫ লক্ষ বর্গফুটেরও বেশি জায়গাজুড়ে এটি করা হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারিতে নিউটাউনে বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে গ্লোবাল সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে এটিই প্রথম এআই হাব। রাজারহাটে এটি তৈরি করছে আইটিসি ইনফোটেক। ৪০টি দেশের সংস্থাকে এই পরিষেবা দেওয়া হবে। এবারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আইটিসি গ্রুপের চেয়ারম্যান সঞ্জীব পুরী। তিনিই তখন জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশ বিনিয়োগই হয়েছে এই রাজ্যে। কারণ পশ্চিমবঙ্গে কোম্পানি চালানোর খরচ যেমন কম হয়, তেমনই সুবিধাজনক কাজের পরিবেশ এবং প্রশাসনিক সহযোগিতা অতি দ্রুত মেলে। তাই আগামীদিনেও এই রাজ্যে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইটিসি গ্রুপ।

অতিরিক্ত শূন্যপদে ঘুষ : সিবিআই

কলকাতা, ১ জুলাই : অতিরিক্ত শূন্যপদ বা সুপার নিউমেরারি পদে নিয়োগের জন্যও ঘুষ দিতে হয়েছে বলে হাইকোর্টে দাবি করল সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, উচ্চপ্রাথমিকের শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষায় অতিরিক্ত শূন্যপদে চাকরি পেতে ঘুষ দিয়েছেন প্রার্থীরা। তাই তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তদন্তের ক্ষেত্রে আদালতের অনুমতি প্রয়োজন। উচ্চপ্রাথমিকে অতিরিক্ত শূন্যপদ সংক্রান্ত মামলায় সিবিআইয়ের অবস্থান জানতে চেয়েছিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। সিবিআই রিপোর্ট জমা দেয় আদালতে।

সিবিআইয়ের আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদী দাবি করেন, এই পদগুলিতে নিয়োগের জন্য আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ পেয়েছেন তাঁরা। আদালতের অনুমতি পেলে এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করা হবে। বিচারপতি জানতে চান, কোন বিষয়ে ও কতগুলি পদে নিয়োগ করা হয়েছে?

সিবিআইয়ের বক্তব্য, ‘এখনই এই বিষয়ে নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তার জন্য নতুন করে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত করতে হবে। এফআইআর দায়েরের জন্য রাজ্যের অনুমতি দরকার।’ বিচারপতি জানিয়ে দেন, এই বিষয়ে বিস্তারিত শুনানির প্রয়োজন রয়েছে। ৪ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি।

বেবিকে জিজ্ঞাসাবাদ

কলকাতা, ১ জুলাই : খড়্গাপুরে প্রবীণ বাম নেতার ওপর হামলার ঘটনায় তৃণমূলনেত্রী বেবি কোলেকে মঙ্গলবার থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করল পুলিশ। সোমবার রাতেই খড়্গাপুর টাউন থানায় বেবির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন ওই বাম নেতা অনিল দাস। তাঁর বিরুদ্ধে বেবিও থানায় পালটা অভিযোগ দায়ের করেছেন। ‘আমরা বামপন্থী’ সংগঠনের নেতা অনিলের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কেন পদক্ষেপ করছে না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর ছেলে। তাঁর প্রশ্ন, বেবিকে কেন গ্রেপ্তার করছে না পুলিশ? সিআইডি কিংবা সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

বেবির অভিযোগ, আর্থিক প্রতারণা, জালিয়াতি সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে অনিল দাসের বিরুদ্ধে। অনিলের ওপর হামলার কারণ হিসেবে বেবির যুক্তি, ‘দু’বছর আগে তিন মহিলার কাছ থেকে ওই ব্যক্তি ৫০ হাজার টাকা করে নিয়েছেন। তাঁদেরকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। পরে কাজ না পাওয়ায় তিন মহিলা টাকা ফেরত চান। তখন ওই ব্যক্তি মহিলাদের কু-প্রস্তাব দেন। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে খারাপ কথাও বলেন। অন্যায়ের প্রতিবাদে বেবি কোলে আছে, থাকবে।’

গগনে গরজে মেঘ... *কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।*

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে আগাম বরাদ্দ

কলকাতা, ১ জুলাই : ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ চালাতে দরাজহস্ত রাজ্য সরকার। মঙ্গলবারই জনপ্রিয় এই সামাজিক প্রকল্প চালু রাখতে আগামী তিন মাসের জন্য অর্থবরাদ্দে ছাড়পত্র দিয়েছে সরকার। একইভাবে আদিবাসীদের জন্য সামাজিক কল্যাণ প্রকল্প ‘জয় জোহার’-এর আগামী তিন মাসের বরাদ্দ টাকা খরচে অনুমোদন দিয়েছে নবান্ন।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি চালাতে ওই সময়ের জন্য তুলনামূলকভাবে কম অর্থবরাদ্দের কথা জানিয়েছে সরকার। চলতি আর্থিক বছরে প্রকল্পগুলির বরাদ্দ খাতের মাত্র ৩৩ শতাংশ অর্থ আগামী তিন মাসে খরচ করা যাবে বলে এদিন জানানো হয়েছে।

এমনকি পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে কর্মচারীদের মাস মাইনে, অফিস খরচ, বিদ্যুৎ, টেলিফোন সহ বিভিন্ন খাতে আর্থিক বরাদ্দ আগামী তিন মাসে চলতি বছরের বাজেটের ৭৫ শতাংশে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পে খরচ চালাতে কম আর্থিক অনুমোদন নিয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে সরকারি মহলে।

অশোককে নিয়ে অস্বস্তি, ক্ষমা চাইলেন মদন

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও রিমি শীল

কলকাতা, ১ জুলাই : সাউথ ক্যালকাটা ল’ কলেজের ঘটনায় বজবজের বিধায়ক অশোক দেবের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় চরম অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল। অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রর সঙ্গে অশোকবাবুর যোগাযোগ ছিল। এমনকি ওই কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে তাঁর নিয়মিত যাতায়াতও ছিল। অশোকবাবুর সুপারিশে মনোজিৎ ওই কলেজে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন বলে বিরোধীরা প্রথম থেকেই অভিযোগ তুলেছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে, মঙ্গলবার অবশেষে মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছেন অশোকবাবু। ধৃত মনোজিতের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আমার সুপারিশে কেউ চাকরি পায়নি। আমি কারোর চাকরির জন্য সুপারিশ করি না। কলেজে অস্থায়ী কর্মীর প্রয়োজন ছিল। নিজেই চাকরি পেয়েছে। এখানে আমার কোনও ভূমিকা ছিল না।’

আইন কলেজে ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করেছিলেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা হতেই তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে জবাব দিতে বলা হয়েছিল। মঙ্গলবারই তিনি দলের রাজ্য সভাপতির কাছে তাঁর জবাব পাঠিয়ে দিয়েছেন। জবাবে তিনি এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। আগামীদিনে এই জাতীয় বেফাঁস মন্তব্য তিনি করবেন না বলে দলের রাজ্য সভাপতিকে আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর সম্পূর্ণ বক্তব্যকে তুলে না ধরে বক্তব্যের একাংশকে সংবাদমাধ্যমে প্রচার চালানোর পালটা অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি।

বিড়ম্বনায় তৃণমূল

আইন কলেজের ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনায় তৃণমূল নেতৃত্ব চরম অস্বস্তিতে পড়েছে। বজবজের বিধায়ক অশোক দেবের সঙ্গে কথাও বলেছেন সুব্রত বক্সী। এদিন অশোকবাবু তাঁর সাফাই দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা দোষীদের কড়া শাস্তি দেব। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের বহিষ্কার করা হয়েছে। কলেজ যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে, সেই চেষ্টা করা হবে। বিষয়টি নিয়ে বিকাশ ভবনে জানানো হয়েছে।’ তবে মনোজিৎকে তিনি চাকরি দিয়েছেন কি না, সেই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছেন বিধায়ক। আগেই তিনি জানিয়েছিলেন, মনোজিৎকে দলের সদস্য হিসেবে চিনতেন, বিশেষ কোনও কারণে নয়। কসবা কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত বিপথে যাচ্ছে বলে আগেই তাঁর বাবাকে ডেকে সতর্কও করেছিলেন তিনি। তাঁর দাবি, আমি ওঁর বাবাকে ডেকে সতর্ক করেছিলাম। ছেলে খারাপ পথে যাচ্ছে। ওঁর বাবা বলেছিল, ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু হয়নি।

সময় বাড়ল স্নাতকে ভর্তির

কলকাতা, ১ জুলাই : স্নাতকে ভর্তির পোর্টালে আবেদনের সময়সীমা বাড়াল উচ্চশিক্ষা দপ্তর। আগের সূচি অনুযায়ী মঙ্গলবারই ছিল আবেদনের শেষ দিন। এদিনই দপ্তর জানিয়েছে, আগামী ১৫ জুলাই পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন পড়ুয়ারা। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রায় ২ সপ্তাহ আগে শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে স্নাতকে ভর্তির সুবিধার্থে চালু হয়েছিল ‘সেন্ট্রালাইজড অ্যাডমিশন পোর্টাল’। ব্রাত্য জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সন্ধে ৬টা পর্যন্ত ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৩৪২ জন পড়ুয়া নিজেদের নথিভুক্ত করেছেন এই পোর্টালের মাধ্যমে। ১৮ লক্ষ ২৪ হাজার ৯১৪ জন আবেদন করেছেন ইতিমধ্যেই। নথিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ২ হাজার ৯০১ জন ভিন রাজ্যের বাসিন্দা। এছাড়াও তথ্য বলছে, চ্যাটবট ‘বীণা’ উত্তর দিয়েছে ৩৩,২৬৭ টি প্রশ্নের। পূর্ব ঘোষিত নির্দেশিকা অনুযায়ী, মঙ্গলবার ছিল প্রথম ফেজের ভর্তির আবেদনের শেষ দিন। তবে সেই সময়সীমা এদিন বাড়িয়ে দেওয়ায় সন্তুষ্ট পড়ুয়ারা।

আন্দোলনে সরকারি কর্মীরা

কলকাতা, ১ জুলাই : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও ডিএ না পেয়ে আবার রাজ্যের বিরুদ্ধে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ আন্দোলনের পথে যাচ্ছেন সরকারি কর্মচারীরা। একটি কর্মচারী সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সরকার কর্মচারীদের ২৫ শতাংশ ডিএ না মেটালে তারা রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করবে। ছয়মাসের মধ্যে কর্মচারীদের ২৫ শতাংশ ডিএ রাজ্য সরকারকে মিটিয়ে দিতে বলেছিল সর্বোচ্চ আদালত। ছ’মাসের মেয়াদ শেষ হয়েছে গত শুক্রবার।

হাইকোর্টে কার্তিক

বহরমপুর, ১ জুলাই : মঙ্গলবার নবগ্রাম থানায় হাজিরা এড়ালেন ধর্ষণকাণ্ডে অভিযুক্ত মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার ভারত সেবাশ্রমের কার্তিক মহারাজ। কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। সেক্ষেত্রে মহারাজের আবেদন, তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজ করা হোক। তার ভিত্তিতেই মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি। বুধবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চে মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

রেজিস্ট্রেশনের সময় বদল

কলকাতা, ১ জুলাই : রেজিস্ট্রেশনের সময়সূচি বদলাল দ্বাদশ শ্রেণির। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ জানিয়েছে, রাজ্যের স্কুলগুলি ৭ জুলাইয়ের বদলে আগামী ১৪ জুলাই থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত তৃতীয় সিমেস্টারের এনরোলমেন্ট ফর্ম অনলাইনে জমা করতে পারবে। ‘বাংলার শিক্ষা’ পোর্টাল বন্ধ থাকার দরুন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংসদ।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪৫ সংখ্যা, বুধবার, ১৭ আষাঢ় ১৪৩২

পাপের দায়

কলেজকে যে মনোজিৎ মিশ্র হারেম বানিয়ে তুলেছিলেন, তা কিন্তু সকলের অজানা ছিল না। মনোজিৎ মানে দক্ষিণ কলকাতায় আইন কলেজে গণধর্ষণে মূল অভিযুক্ত সেই তরুণ। সকলে বলতে কলেজ কর্তৃপক্ষ, পুলিশ, তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব প্রমুখ। সাহস করে প্রথম বর্ষের ছাত্রীটি থানায় অভিযোগ জানানোয় এখন তৎপর অনেকে। কিন্তু মনোজিতের এই অপরাধ এই প্রথম নয়, একের পর এক অভিযোগ আসছে বন্যার জলের বেগে।

সেইসব অভিযোগ একেকটা শিউরে ওঠার মতো হাড়হিম করা কাহিনী যেন। বয়সে ছোট বা বড়, জুনিয়ার কিংবা সিনিয়ার-কলেজের অনেক ছাত্রীই মনোজিতের দুষ্কর্মের শিকার হয়েছেন। অনেক ঘটনা সেই দুর্ভাগা ছাত্রীদের সহপাঠীরা জানেন। মোট ১১টি অভিযোগ থানায় দায়ের হয়েছে মনোজিতের নামে। অভিযোগ করার সাহস পাননি- এমন ছাত্রীর সংখ্যা যে কত, তার হিসেব নেই। অভিযোগ করলে অ্যাসিড ছুড়ে খুন, এমনকি পরিবারকে নিকেশ করার হুমকি জুটেছে।

অন্য ছাত্রীদের সামনে মনোজিৎ অসভ্যতা করলেও কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পাননি এতদিন। মনোজিতের হুমকির ভয় তো ছিলই, তার ওপর সমস্যা ছিল যে, অভিযোগ করেও প্রতিকার পাওয়ার সম্ভাবনা কার্যত একেবারেই ছিল না। পুলিশ অভিযোগ নিতে চাইত না। কলেজ কর্তৃপক্ষ উলটে মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিত। তৃণমূল নেতৃত্বের নাগাল পেতেন না ছাত্রীরা। কতটা দাপট ছিল মনোজিতের, তা স্পষ্ট কলেজটির প্রাক্তন অধ্যক্ষ দু'বার বহিষ্কার করলেও ফের তিনি ফিরে আসায়।

এরকম একজন ঘৃণ্য অপরাধে জড়িতকে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রশ্রয় দিত, তা বোঝা যায় কলেজের পরিচালন সমিতি তাঁকে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করায়। যে পরিচালন সমিতির সভাপতি অতি পরিচিত প্রাক্তন ছাত্র নেতা তথা তৃণমূল বিধায়ক অশোক দেব। অস্থায়ী কর্মী হলেও তাঁর কাছে কলেজের সিসিটিভির নিয়ন্ত্রণ থাকত। মাথায় শাসকদলের হাত ছিল বলেই না এত কর্তৃত্ব করতে পারতেন মনোজিৎ।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা এখন বলছেন, মনোজিতের সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য ও প্রমাণ হাতে এসে গিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে অসুবিধা হবে না। প্রশ্ন আসে, গত কয়েক বছর ধরে যখন কসবা থানায় ছাত্রীরা একের পর অভিযোগ করতে গিয়েছেন বা অভিযোগ জানিয়েছেন, তখন পুলিশ নীরব ছিল কী কারণে?

তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র কুণাল ঘোষের মুখে মনোজিৎ সম্পর্কে 'জানোয়ার' শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে। সেই জানোয়ারকে গুলি করে মারা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। প্রশ্ন উঠবেই, এই যদি তৃণমূল নেতৃত্বের মনোভাব হয়, তাহলে এতদিন দলের নাম করে এই দুষ্কর্ম ও ঔদ্ধত্য মনোজিৎ চালিয়ে গেলেন কীভাবে? কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে তৃণমূল বিধায়ক অশোক দেব ওই কলেজের প্রাক্তনী ও বর্তমান অস্থায়ী কর্মী মনোজিতের এই পাপের দায় এড়াতে পারেন না।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিবাদ করলে কখনও হাথরস, উন্নাও কিংবা ধানতলা-বানতলার উদাহরণ টেনে আনছে তৃণমূল যাতে প্রতিবাদের ধার লঘু হয়ে যায়। এটা ঘটনা যে, বিজেপিশাসিত উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে এধরনের ঘটনা কম নেই। যেখানে শাসকের প্রশ্রয় ছিল। আবার বাম আমলেও এরকম ঘটনায় তেমন প্রতিকার হয়নি। কিন্তু এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তৃণমূলের জমানাতেও এমন দুর্বৃত্তের সংখ্যা অনেক।

শাসকদল হিসেবে তৃণমূল নেতাদের কারও প্রশ্রয় ছিল বলেই মনোজিতের মতো লোকেরা এমন অবাধে এত নিকৃষ্ট অপরাধ দিনের পর দিন করে পার পেয়ে যেতে পারেন। এখন কলকাতার ওই আইন কলেজের ছাত্রীরা বলছেন, মনোজিতের জন্য ওই প্রতিষ্ঠানে কোনও তরুণীই নিরাপদ ছিলেন না। পরিস্থিতি কতটা খারাপ হলে এরকম অভিযোগ উঠতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। এই পাপের দায় তাই অবশ্যই তৃণমূলের।

অমৃতধারা

সজাগ হও, সমগ্র বিশ্বকে দেখ। দেখবে সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি। যে ব্যক্তি নিজের অসন্তুষ্টি প্রশমন আর স্তাবকতার প্রত্যাশায় অন্যের মনোযোগ আকর্ষণে আগ্রহী হয় তারা তাদের স্বভাবের এক লজ্জাকর লক্ষণকেই প্রকাশ করে দেয়। এভাবে দিব্যপ্রেম লাভ অসম্ভব। যদি তুমি সুখ চাও তোমার কাছে দুর্দশাই আসবে। যদি তুমি পরার্থে সুখ বিলিয়ে দাও তাহলেই তুমি আনন্দ আর প্রেমের সন্ধান পাবে। ভালোবাসা হচ্ছে তোমার স্বভাবধর্ম। তুমি ভালো না বেসে থাকতে পার না। তবে এর প্রকাশভঙ্গী পালটাতে পারে। ত্যাগহীন প্রেম-দুর্দশা, অধিকার প্রমত্ততা, ঈর্ষা আর ক্রোধে পরিবর্তিত হয়। ত্যাগ নিয়ে আসে পরিতৃপ্তি। আর পরিতৃপ্তিই প্রেমকে বজায় রাখে।

–শ্রীশ্রী রবিশংকর

আলোচিত

আদালত যদি দেখে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে, প্রশাসনিক কর্তা ও রাজ্যের মন্ত্রী যুক্ত রয়েছেন, তখন বিচারপতিরা কী করবেন? কিছুই কি করবেন না? যদি বিচারপতি দেখেন, টাকার বিনিময়ে চাকরি হয়েছে, নিয়োগে অনিয়ম হয়েছে, তখন কি তিনি চোখ বন্ধ করে থাকবেন?

- বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী

ভাইরাল

চুরির ভয়ে দরজা, দেরাজে তালা ঝোলাতে হয়। তা বলে জুতোয় তালা? ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, জুতো খুলে ধর্মীয় স্থানে ঢুকেছেন ভক্তরা। সেখানে এক জোড়া জুতোতে বড় তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। যা দেখে সমাজমাধ্যমে হাসির রোল।

আজ

১৭৫৭

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদদৌলা প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯২৯

নাট্যকার অমৃতলাল বসুর জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

আত্মা যে অন্তরে রয়েছে তার খোলস হচ্ছে রথ। শরীর হচ্ছে রথ। শরীরটা যাঁর, যে আত্মা শরীরকে অবলম্বন করে বসে আছেন, তিনি হচ্ছেন রথী।

রথের দড়ি স্পর্শে জীবনের অশেষ প্রাপ্তি

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

চন্দন ঘষতে ঘষতে চন্দনগন্ধী সুবাস ছড়ায়। জানা জিনিস তাই আরও একটু জানলে ক্ষতি নেই।

মহাভারতে আছে, যখন কৃষ্ণের অন্তর্ধান হবে, মৌষলপর্ব শেষ হয়েছে, সেই সময় নগর শেষ হয়ে গ্রামের, বনের শুরু, সেই জায়গায় বিষণ্ণ মনে বসে আছেন শ্রীকৃষ্ণ। মহাভারতের ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে তিনি ভাবছেন। এমন সময় জরা নামে এক ব্যাধ সেই বনে হাজির হল। সে উপস্থিত তার শিকারের খোঁজে। ঘন অরণ্য নয় ঠিকই, তবুও এদিক-ওদিক লতাপাতা। তার মধ্যেই কৃষ্ণ হেলান দিয়ে রয়েছেন। তাঁর চরণ দু'খানি পাতার আড়ালে। ঠিক বোঝা যায় না চরণ বলে। বরং মনে হয় হরিণের কান বুঝি! সেই ব্যাধও কৃষ্ণের পায়ের তলদেশকে ভাবল হরিণের কান বলে। ছুড়ে বসল বিষাক্ত শর। চিৎকার করে উঠলেন কৃষ্ণ। অকুস্থলে হাজির হল ব্যাধ। স্বয়ং ভগবানকেই সে প্রায় হত্যা করে বসেছে। যিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, তাঁর পক্ষে বিষাক্ত হলেও এই সামান্য শরে তাঁর ইহলোক থেকে মুক্তির কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তবুও সেই ঘটনা ঘটল। আসলে ভগবানের লীলা সংবরণের সময় এসে গিয়েছিল। পৃথিবীতে কোনও ঘটনার পিছনে তো কারণ-অকারণ কিছু ঘটনা থাকেই। তাই পার্থিব জীবন থেকে মুক্তির সময় উপস্থিত হয়েছিল।

যাই হোক, চিৎকার শোনার পর জরা সেখানে উপস্থিত হয়। কৃষ্ণের পা জড়িয়ে ধরে। শঙ্কিত হয়ে পড়ে সে। ততদিনে কৃষ্ণের ভগবৎ মহিমার কথা কারও জানতে বাকি নেই। জরা ব্যাধও সে কথা জানে। তাই সে আরও বেশি ব্যাকুলিত, চিন্তিত। কৃষ্ণ জরাকে আশ্বস্ত করেন এই বলে যে, এমনটা হওয়ারই ছিল। সে উপলক্ষ্য মাত্র। ইহলোক, পরলোক কোনও লোকেই কৃষ্ণকে শরবিদ্ধ করার জন্য তার পাপের ভারা বাড়বে না। একইসঙ্গে তিনি বলেন, তুমি তোমার ব্যাধবৃত্তি দিয়েই ক্ষুধা নিবারণ করো।

মহাভারতে উল্লেখ না থাকলেও স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে, এরপর অর্জুন এসে কৃষ্ণের দাহের ব্যবস্থা করলেন। মুশকিল হল, কৃষ্ণের সর্বঅঙ্গ পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও তাঁর হৃদয়, আমার মতে নাভিপদ্ম দগ্ধ হল না।

অর্জুনের চেষ্টা বৃথা গেল।

এমন সময় দৈববাণী হল, এই 'হৃদয়' বা অস্থি বা নাভিপদ্ম একটি বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডে যুক্ত করে ভাসিয়ে দাও। আকাশবাণীতে আরও বলা হল, সেই কাষ্ঠখণ্ডে চাইলে অর্জুন কৃষ্ণের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম এঁকে দিতে পারেন।

যে জরা কৃষ্ণকে হত্যা করেছিল, সে পরজন্মেও ভক্তিমান ব্যাধ হয়ে জন্মাল উৎকল দেশে। রাজা এই প্রান্তিকদেরও খাতির করতেন, কারণ শত্রুদের থেকে রক্ষা পেতে এই শবর-ব্যাধদের প্রয়োজন ছিল। ব্যাধের বাসস্থানের সামনেই ছিল এক পাহাড়, নীলাচল। সেই পাহাড়কে ব্যাধ নীলমাধব বলে পুজো করতে শুরু করল। অনেকে বলেন, সেই পাহাড়ের থেকেই কৃষ্ণের নীল ছটা, নব-নীরদ অসম্ভব সুন্দর কিছু প্রকাশ পেত। সেই নীল পাহাড়ের পুজোপাঠে মেতে রইল নবজন্ম লাভকারী ব্যাধ।

সেই সময় অবন্তীর রাজা ছিলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন। তিনি এক তীর্থযাত্রীর কাছে এই ব্যাধের পুজোপাঠের খবর পেলেন। এই নীলমাধব নাকি স্বয়ং বিষ্ণু, স্বয়ং কৃষ্ণ। সেইসঙ্গে তিনি এ-ও স্বপ্নাদেশ পেলেন যে, তিনি যেন পুরীতে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সেই মন্দিরের বিগ্রহ কী হবে!

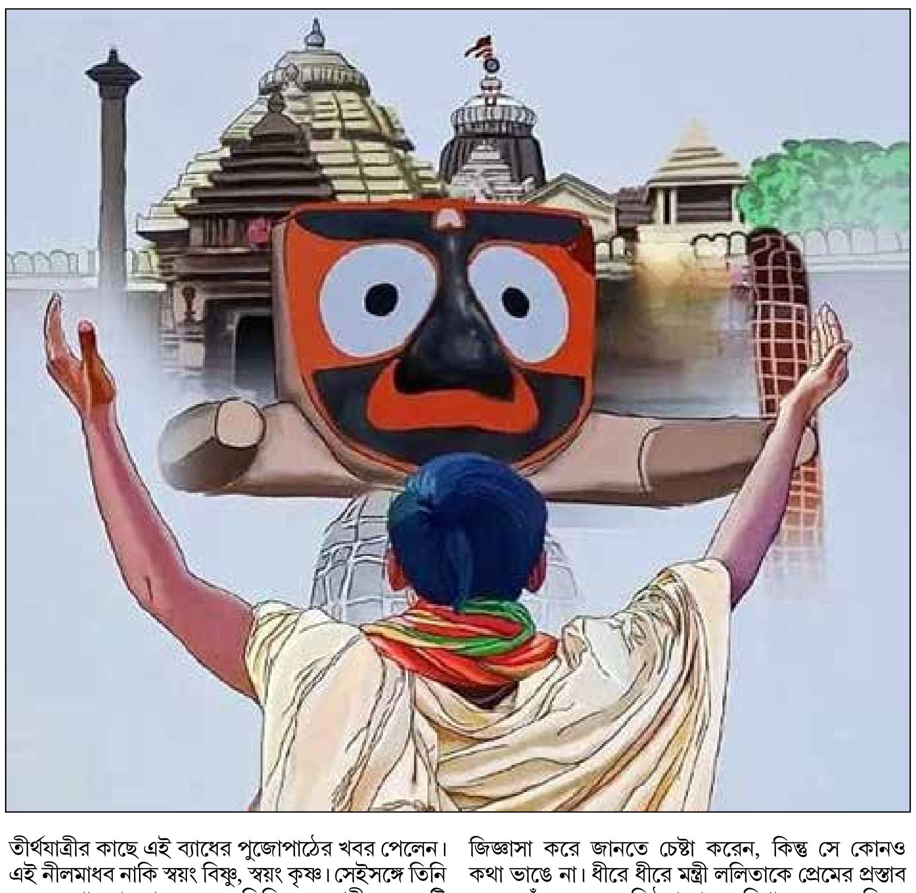

ইন্দ্রদ্যুম্ন সৈন্যসামন্ত নিয়ে ছুটলেন নীলমাধবকে সেই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কিন্তু ব্যাধের পুজোপাঠ করা সেই পাহাড়ে গিয়ে তিনি কোনও কিছুরই খোঁজ পেলেন না। ইন্দ্রদ্যুম্ন হতাশ হয়ে পড়লেন। রাজার এক মন্ত্রী ছিলেন, যিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান-ধীর-স্থির। তিনি রাজাকে বললেন, তিনি যখন স্বপ্ন দেখেছেন তখন মন্দির প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। এবং নীলমাধবও নিশ্চিত আছেন। বিদ্যাপতি রাজার কাছ থেকে সময় চেয়ে হাজির হলেন নীলমাধবের পূজক বিশ্বাবসুর বাড়িতে।

মন্ত্রী সেই গৃহে প্রথম মুখোমুখি হলেন বিশ্বাবসুর কন্যা ললিতার। এমন একটা কাহিনী প্রচলিত। প্রথম দেখায় হৃদয় তোলপাড় হল তাঁদের। ললিতার চেষ্টাতেই মন্ত্রীর ঠাঁই হয় বিশ্বাবসুর বাড়িতে। বিশ্বাবসুর বাড়িতে থাকতে থাকতেই বুঝতে পারলেন, প্রতিদিন তিনি কোথায় যেন ফুল-বেলপাতা নিয়ে পুজো করতে যান। কিন্তু তাঁর পশ্চাতে যাওয়ার কারও কোনও অনুমতি নেই। মন্ত্রী ললিতাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সে কোনও কথা ভাঙে না। ধীরে ধীরে মন্ত্রী ললিতাকে প্রেমের প্রস্তাব দেন। তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। বিশ্বাবসুর অনুমতিতে তাঁদের বিবাহও সুসম্পন্ন হয়। তিনি শ্বশুরবাড়িতেই ঘরজামাই থাকতে শুরু করেন। প্রথমে ললিতাকে, পরে সরাসরি বিশ্বাবসুকে বিদ্যাপতি অনুরোধ জানালেন তাঁর পূজিত বিগ্রহ দর্শনের জন্য। মেয়ের বারংবার অনুরোধে বাবা বিশ্বাবসু শেষমেশ সম্মতি দিলেন। কিন্তু শর্ত হল, বিদ্যাপতিকে বিশ্বাবসুর লোকেরা সেখানে চোখ বেঁধে নিয়ে যাবে। বিগ্রহ দর্শনের পর পুনরায় চোখ বেঁধে ফিরিয়ে আনা হবে।

বিদ্যাপতি মন্ত্রী। তাঁর বুদ্ধির সঙ্গে বিশ্বাবসু পারবেন কেন! মন্ত্রী সকলের মঙ্গলকামনায় ভূতাপসারণ করার জন্য সেই সর্ষের বীজ ছড়াতে ছড়াতে চললেন চোখ বাঁধা অবস্থায়। কারণ, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে নীলমাধবের হদিস দিতে হবে। বিগ্রহ দেখে অতীব মুগ্ধ বিদ্যাপতি। ফিরে আসতে হল চোখ বাঁধা অবস্থায়। কিছুদিন পরে বর্ষা নামল। সর্ষের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে গাছে পরিণত হল। ফুল এল সেই গাছে। হলুদে হলুদ।

এবার বিশ্বাবসুর অনুমতি চাইলেন নিজের বাড়ি ফেরার বিষয়ে। স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাবেন। বিশ্বাবসু বিন্দুমাত্র সন্দেহের চোখে না দেখে বিদ্যাপতিকে অনুমতি দিলেন। তিনি বাড়ি না ফিরে নীলমাধবের বিষয়ে খবর দিলেন রাজাকে। রাজা নীলমাধবের দর্শনে মন্দিরে এসে হাজির হলেন। কিন্তু না, এবারেও তিনি ব্যর্থ হলেন। নীলমাধবের দর্শন পেলেন না। ভীষণ পণ করে কুশশয্যা তৈরি করে আমরণ সেখানেই কাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। স্বপ্নে জানলেন পুরীর সৈকতে ফিরে যাওয়ার কথা। সেখানেই তিনি একটি বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড সমুদ্রের জলে ভেসে আসতে দেখবেন। সেই কাষ্ঠেই নীলমাধবের 'হৃদয়' প্রোথিত আছে। সেই দারুমূর্তিই পরবর্তীতে জগন্নাথ দেব।

একটু অন্য কথায় যাই। আমরা এই যে আমাদের কর্ম-কাজ সবকিছু ছেড়ে রথ টানতে চলে যাই। রথের রশিতে টান দিতে যাই। কিন্তু কেন? এ জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক। এমনি এমনি কিন্তু রথের রশিতে টান দেওয়া হয় না, রথ চালনা করার জন্যই তা করা হয়। নইলে রশির কোনও মানে নেই। তবে, রশি এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হল রথ চালানো।

'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।' নিজের আত্মাকে রথী বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ রথ যাঁর আছে। আমাদের অন্তরাত্মা, যিনি ভিতরে রয়েছেন, তা হচ্ছে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ। অর্থাৎ সেই অন্তর্যামী, যিনি সমস্ত কিছুর সাক্ষী থাকেন কিন্তু কোনও কিছুর সঙ্গে জড়ান না। তবে তিনি চেতন এবং আত্মা। তাঁর সঙ্গেই তো পরমাত্মার মিল হয়। তিনিই আমি। এই যে বোধ, যেখানে আত্মাকে-অন্তর্যামীকে ধরে রাখা হয়, সেটিই হল রথ। সেই রথকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় মোক্ষের দিকে।

আমাদের সকলের মধ্যে আত্মা বিরাজমান। জগন্নাথের রথ চালনাকারীর মধ্যেও সেই আত্মা। আত্মা যে অন্তরে রয়েছে তার খোলস হচ্ছে রথ। শরীর হচ্ছে রথ। শরীরটা যাঁর, যে আত্মা শরীরকে অবলম্বন করে বসে আছেন, তিনি হচ্ছেন রথী। গুণ আছে যাঁর গুণী। ধন আছে যাঁর ধনী। তেমনি রথ আছে যাঁর তিনি রথী। শরীরটাকে রথ হিসেবে ধরে যদি আমরা জগন্নাথের রথ চালাই, তাহলে মুক্তির দিকে, মোক্ষলাভের উদ্দেশে আমরা নিজেদের চালনা করব। এখানেই রশের রথির গুরুত্ব।

ঠিক যেমন আত্মাকে আমরা স্পর্শ করতে পারি না, তেমনই জগন্নাথের বিগ্রহকেও আমরা স্পর্শ করতে পারি না। তার মানে আমরা যে কর্ম করি, সেটাই হচ্ছে রথের রশি। আমরা যদি ভালো কর্ম করতে পারি, তাহলে মোক্ষলাভ করতে পারব। আমরা জগন্নাথকে চালনা করছি মানে সুকর্ম করার চেষ্টা করছি। রথের রশি টেনে চালানোর চেষ্টা করছি। পুরীতে ওই গুণ্ডিচা মন্দিরে মোক্ষ লুকিয়ে রয়েছে।

'রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি, মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসেন অন্তর্যামী।' রথ যে দেবতা নয়, তা রবীন্দ্রনাথের কথার মধ্যেই স্পষ্ট। 'হাসেন অন্তর্যামী' অর্থাৎ তাঁকেই আমরা মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে চালাচ্ছি। রথের রশি ধরে টানার সময়ে তাঁর কথাই ভাবছি। তাঁর দেখানো পথেই আমরা হাঁটছি।

জনমত

মেয়রের কাছে অনুরোধ

শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের চারটে ভবন এখন অনলাইনে বুক করা যাবে। খবরে প্রকাশ, মেয়র এই অর্ডার কার্যকরী করতে অনুমতিও দিয়ে দিয়েছেন। নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্ত রাজ্যবাসী বিশেষ করে উত্তরবঙ্গবাসীর জন্য ভালো হবে। অনেকে উপকৃতও হবেন। তবে, এই বিষয়ে শিলিগুড়িবাসী এতদিন যে সুযোগসুবিধা পেয়ে আসছিলেন সেই সুযোগ থেকে যে বঞ্চিত হবে তা আর বলার অবকাশ রাখে না।

ভালো পরিবেশে থাকতে সবাই পছন্দ করেন। উত্তরবঙ্গের উত্তরের দিকের প্রায় সব জেলার মানুষ শিলিগুড়ি অতিথিনিবাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। ফলে অনলাইনের সুযোগ নিয়ে তাঁরা নিজেদের জেলার ভবন বুক না করে বেলেঘেটার শিলিগুড়ি অতিথিনিবাস বুক করতে ইচ্ছা প্রকাশ করবেন এটা বলাই যায়। ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ নীতিতে যা হওয়ার তাই হবে।

দুটো ভিআইপি সুট রুম ও ডর্মিটরি রুমটি বাদ দিলে ১৪/১৫টা রুম অবশিষ্ট থাকে। সেখানে এই প্রক্রিয়ায় শিলিগুড়ির কতজন রুম বুক করার সুযোগ পাবেন? এতদিন প্রয়োজনে কর্পোরেশনের উলটো দিকে পান্থনিবাসের অফিসে গিয়ে ম্যানুয়ালি বুক করার যে সুযোগটা পেতাম সেটা আর পাওয়া যাবে না।

এই অবস্থায় মেয়রের কাছে অনুরোধ, অন্তত কয়েকটা রুম শিলিগুড়িবাসীর জন্য বরাদ্দ রাখুন। সেটা কীভাবে করা যাবে তা আপনি, আপনার টিম ও বিশেষজ্ঞরা ঠিক করবেন। আশা করি আপনি এই অনুরোধ রাখবেন।

অসীম অধিকারী
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

অন্য কাজ বেশি, পড়ানোর সময় কম শিক্ষকদের

হঠাৎ সেদিন সব অস্থায়ী কর্মীকে সরিয়ে দিয়ে, শিক্ষকদের দ্বারা সারা বছর ধরে নির্বাচন কমিশনের কাজ করিয়ে নেওয়ার নির্দেশিকা এসেছে। উভয় সরকার পণ করেছে, কোনও দপ্তরের শূন্যপদ সহজে পূরণ করা হবে না, বরং যেসব সরকারি দপ্তর আছে সেগুলোও ধ্বংস করে দেওয়া হবে। বরাবরের মতোই, শিক্ষাক্ষেত্রটা সবার আগে চোখে পড়ে।

জনগণের চোখে পট্টি দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্র নিয়ে সরকারের প্রহসন, সত্যিই নিন্দনীয়। প্রতি বছর হাজার হাজার শূন্যপদ তৈরি হলেও শিক্ষক নিয়োগ নেই। নিয়োগ হলেও তাতে দুর্নীতি। বেশিরভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় দুই-তিনজন শিক্ষক দিয়ে চলছে। গাঁজাখুঁড়ি সিলেবাস। নেই শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষক। নেই বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক। প্রাথমিকে তো কেরানি বা গ্রুপ-ডি পদটাই নেই। স্কুল গ্র্যান্ট বলতে এখন বছরে শুধু কয়েক হাজার টাকা। তবুও দীর্ঘদিন যাবৎ, মিড-ডে মিল দপ্তরের দায়িত্ব পালন শিক্ষকদের উপরেই চাপিয়ে দেওয়া আছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের একটা কর্মসূচি, শিশুরা যেন সদা সুস্থ থাকে। সেজন্য আয়রন ট্যাবলেটের দায়িত্বও শিক্ষকদের ওপর। তাছাড়া বিভিন্ন স্কলারশিপ, যোজনা, জনমুখী প্রকল্প, বই, জামা, জুতো ইত্যাদি সবকিছুর দায়ভার শিক্ষকদের ওপরেই।

বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন অভিযানও যেমন করতে হয়, জনগণনার দায়িত্বও থাকে। এককালে তো গ্রাম-শহরের টয়লেট গোনার কাজও করতে হত শিক্ষকদের। এখন গ্রামবাসীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা, শিশু সুরক্ষা, নারী সুরক্ষার দায়িত্ব শিক্ষকদের হাতে। হুটহাট করে স্কুল বন্ধ করে দিয়ে র‍্যাশন পর্যন্ত বিতরণ করতে হয়। ইদানীং দেখা যাচ্ছে, পশুপ্রেমের মতো মহান একটা কাজ, 'পথকুকুরদের ভোজন', সেটা পর্যন্ত সারাবছর শিক্ষকদের দ্বারাই করিয়ে নেওয়ার নির্দেশিকা এসেছে। এভাবেই যদি শিক্ষকরা সারাবছর সারাদিন শিক্ষাদান ব্যতীত অন্য দপ্তরের কাজ করতে থাকেন, স্কুলে পড়াবে কে?

ষড়যন্ত্রটা বহুমুখী। শিক্ষকদের দিয়ে কাজগুলো করিয়ে নিলে শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন দ্রুত ভেঙে পড়বে, তেমনই অন্য দপ্তরে খুব বেশি কর্মী পুষতে হবে না। নিয়োগ বন্ধ রাখলেও চলবে। শিক্ষাদান নিম্নমানের হবে। একটা প্রজন্ম অশিক্ষিত থাকবে। দেশের অন্দরেই দুর্নীতি চালানো সহজ হবে।

শুধু পুঁথিগত শিক্ষায় যেমন কিছু হয় না। ঘরে বসে হাপিত্যেশ করলেও দেশের উন্নতি হয় না। তরুণসমাজকে শুধু পড়াশোনা করলে চলবে না, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রও বুঝতে হবে। মিড-ডে মিল, খাদ্য দপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তর, শিক্ষাক্ষেত্র এমনকি নির্বাচন কমিশনের মতো দপ্তরের অধীনে সরকারিভাবে বিএলও'র মতো স্থায়ী পদে নিয়োগের দাবি তুলতে হবে।

শিক্ষকরা আছেন। থাকবেন। সমাজের জন্য লড়াই করছেন। করবেন। শিক্ষকদের এভাবে শিক্ষাবহির্ভূত কাজে নিযুক্ত করা যাবে না। এটাই সকলের দাবি হোক।

দীপঙ্কর বর্মন
পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার।

গ্রন্থাগারগুলো সচল করা দরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিষেবা দিনদিন তলানিতে এসে ঠেকেছে। প্রতিদিন সময়মতো খোলা ও বন্ধ করা হয় না। ফলে দুই-এক জন পাঠক থাকলেও তাঁরা এসে ফিরে যেতে বাধ্য হন। সম্ভবত গ্রন্থাগারকর্মীর অভাবে গ্রন্থাগারগুলোর এই অচলাবস্থা। এক গ্রন্থাগারিক দুই-তিনটি গ্রন্থাগারের দায়িত্বে আছেন বলে শোনা যায়। সমস্যা বা সমালোচনা থাকলেও কীভাবে গ্রন্থাগারগুলো সচল করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

আমার মনে হয়, গ্রন্থাগারে যেসব পরিষেবা সচল রয়েছে তার পাশাপাশি 'সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র' গড়ে তোলা যেতে পারে। স্থানীয় কবি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে মাসে একদিন সাহিত্য পাঠের আসর বসানো যেতে পারে। সেখানে প্রখ্যাত কবি বা সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। গ্রন্থাগারিকরা এব্যাপারে উদ্যোগ নিক। ফলে যাঁরা সাহিত্যচর্চায় আগ্রহী তাঁদের গ্রন্থাগারে আসার প্রবণতা বাড়বে। জেলা বইমেলা থেকে প্রাপ্ত নতুন বইগুলি তাঁদের নজরে আসবে। ধীরে ধীরে কবি, সাহিত্যিক ও পাঠকের সংখ্যা বাড়বে। নতুন কবিদের সন্ধান পাওয়া যাবে। গ্রন্থাগার কবি, সাহিত্যিক ও পাঠকের মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করুক। নতুন কবিদের কবিতার বই প্রকাশে পরামর্শ দিলে ও সহযোগিতা করলে উপকৃত হবে। গ্রন্থাগার একটি সাহিত্যের আড্ডাখানায় পরিণত হবে।

জেলা গ্রন্থাগার দপ্তর এব্যাপারে উদ্যোগ নিলে সাহিত্যচর্চা নতুন দিশা পাবে। কবি, সাহিত্যিক ও পাঠকদের হাত ধরে এগিয়ে চলুক গ্রন্থাগার পরিষেবা।

অমিয়কুমার চৌধুরী
ওয়ার্ড নম্বর ১০, বুনিয়াদপুর।

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮১

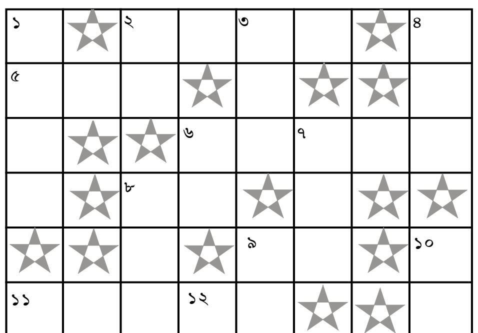

পাশাপাশি : ২। হিমালয়পত্নী, মেনকা ৫। দিব্যিসূচক উক্তিবিশেষ ৬। লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী দল ৮। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে বসা বাজার ৯। বিয়ের পাত্রপাত্রীর অন্যতম, আশীর্বাদ, স্বামী ১১। যে বন বাংলাদেশে আছে, পশ্চিমবঙ্গেও আছে ১৩। কান্না, বিলাপ, কাতরোক্তি ১৪। বাহুর অলংকারবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। তোষামুদে ২। দশনামী সম্প্রদায়ের তান্ত্রিকবিশেষ ৩। জমির আল, পতিত জমি ৪। একবার, মাত্র একবার ৬। সুবৃহৎ ও দীর্ঘজীবী গাছবিশেষ, ন্যগ্রোধ ৭। কিরীট, মুকুট, শিরোনাম, চূড়া ৮। মাছজাতীয় হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণী ৯। জঙ্গল, অরণ্য, কানন ১০। চাঁদ ১১। বন্ধু, মিত্র, সখা, হিতৈষী ১২। মুখ, বর্ণনা, বিবরণ ১৩। মিশ্র ধাতুবিশেষ, রাং ও তামার মিশ্রণে তৈরি ধাতু।

সমাধান ■ ৪১৮০

পাশাপাশি : ১। দবদবা ৩। সুশ্রুত ৫। পতিতপাবন ৬। কলঙ্ক ৭। পাইক ৯। ধানাইপানাই ১২। কিনার ১৩। করপাল।

উপর-নীচ : ১। দণ্ডকাক ২। বাইতি ৩। সুতপা ৪। তপন ৫। পঙ্ক ৭। পাই ৮। কপিঞ্জল ৯। ধানুকি ১০। ইয়ার ১১। নালিক।

বিন্দুবিসর্গ

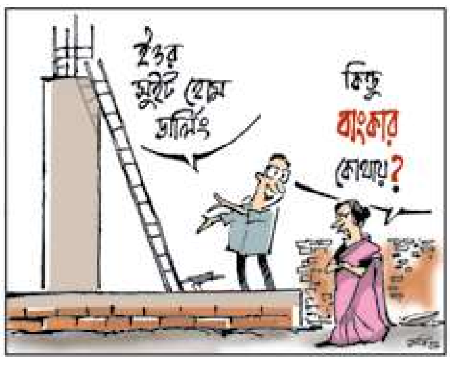

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

তেলেঙ্গানায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৪

১ কোটি করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা রাজ্যের

হায়দরাবাদ, ১ জুলাই : মঙ্গলবার ইট-লোহা-টিনের স্তূপের মধ্যে থেকে একের পর এক দেহ বার করে আনছিলেন উদ্ধারকারীরা। অধিকাংশ দেহ এমনভাবে পুড়ে গিয়েছে যে চেনা দায়। ডিএনএ পরীক্ষা না করে যে সেগুলির পরিচয় জানা কঠিন, তা স্বীকার করে নিয়েছেন তেলেঙ্গানার স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। তবে কেউ প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে রাজি হননি।

সরকারি হিসাব বলছে, সাঙ্গারেড্ডি জেলার বিস্ফোরণে কার্যত ধ্বংস হয়ে যাওয়া ওষুধ কারখানা থেকে ১৩টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। মঙ্গলবার সেই সংখ্যাটা ৪৪-এ পৌঁছে গিয়েছে। বিস্ফোরণের সময় কারখানায় অন্তত ৯০ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। তাঁদের অনেকের খোঁজ মেলেনি। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছেন উদ্ধারকর্মীরা। হতাহতদের বড় অংশ ভিনরাজ্য থেকে আসা শ্রমিক। মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকজন শ্রমিক কারখানায় কাজ করতেন। এরাজ্যের শ্রমিকদের বেশিরভাগ পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থেকে গিয়েছিলেন। দাসপুরের হরিরাজপুরের অন্তত ৪ জন কারখানাটিতে কাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে অসীম টুডু এবং শ্যামসুন্দর টুডুর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। বাকি ২ জনের একজনের সোমবার ছুটি ছিল। অপরজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তাঁদের অবস্থা জানতে পশ্চিম মেদিনীপুর পুলিশের তরফে তেলেঙ্গানা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। মঙ্গলবারই তেলেঙ্গানার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন ৪ শ্রমিকের পরিজনেরা।

এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজের গতিপ্রকৃতি খতিয়ে দেখেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। মৃতদের পরিবার পিছু ১ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন তিনি। প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত, কারখানার রিঅ্যাক্টরে প্রথমে বিস্ফোরণ ঘটে। তার জেরে কেন্দ্রটির বড় অংশে আগুন ধরে যায়। উড়ে যায় ছাদ। ধসে পড়ে দেওয়াল। তেলেঙ্গানা রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা ও অগ্নিনির্বাপণ পরিষেবার ডিরেক্টর ওয়াই নাগি রেড্ডির বক্তব্য, 'শিল্প বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মাইক্রোক্রিস্টালাইন সেলুলোজ বাতাসে শুকনো করার সময় এই ঘটনা ঘটেছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে কতজন লোক আছে সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই।'

একনজরে

- বিস্ফোরণের সময় কারখানায় ৯০ শ্রমিক কাজ করছিলেন
- অনেকের খোঁজ মেলেনি, মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে
- হতাহতদের অনেকে মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা
- এরাজ্য থেকে যাওয়া শ্রমিকদের বেশিরভাগ পশ্চিম মেদিনীপুরের

প্রশাসনের অপর একটি সূত্রে আবার কারখানার 'স্প্রে ড্রায়ার'-এ তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে দুর্ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। দুর্ঘটনার মুহূর্তে সেটির তাপমাত্রা সম্ভবত ৮০০ ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেডে পৌঁছে গিয়েছিল। যার জেরে বিস্ফোরণের তীব্রতা এত বেশি হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী দামোদর রাজনারসীমা জানান, ঘটনার সময় ৯০ জন কর্মী সেখানে কাজ করছিলেন। তাঁদের বেশিরভাগ নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়ার সুযোগ পাননি। ধ্বংসস্তূপের নীচে বেশ কয়েকজন চাপা পড়েছেন। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত একাধিক শ্রমিক ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ বলে মনে করছেন বিপর্যয় মোকাবিলা দলের কর্মীরা।

তেলেঙ্গানা প্রশাসনের তথ্য বলছে, বিস্ফোরণে উড়ে যাওয়া কারখানাটি সিগাচি ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেডের মালিকানাধীন। ওষুধ ছাড়াও কারখানাটিতে মাইক্রোক্রিস্টোলাইন সেলুলোজ (এমসিসি), খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রসাধনী দ্রব্য তৈরি হত। তেলেঙ্গানা ছাড়াও গুজরাটে সিগাচি ইন্ডাস্ট্রিজের ২টি কারখানা রয়েছে। স্টক এক্সচেঞ্জকে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, শ্রমিকদের হতাহত হওয়ার পাশাপাশি তেলেঙ্গানার উৎপাদনকেন্দ্রের পরিকাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিস্ফোরণের কারণে কারখানাটি আপাতত ৯০ দিনের জন্য বন্ধ রাখা হবে।

বিস্ফোরণের ঘটনায় সুর চড়াতে শুরু করেছে বিরোধীরা। দুর্ঘটনার স্বচ্ছ তদন্তের দাবিতে দীর্ঘদিন পর পথে নেমেছে বিরোধী দল ভারত রাষ্ট্র সমিতির নেতা-কর্মীদের। বিস্ফোরণের জন্য রাজ্য সরকারের নজরদারির অভাবকে দায়ী করেছে বিজেপি।

স্বজনহারার কান্না...তেলেঙ্গানা ওষুধ কারখানার বিস্ফোরণে স্বজন হারানোর শোক (ওপরে)। হাসপাতালে মহিলাকে সান্ত্বনা কে কবিতার।

বাতাসে উড়ছিল শ্রমিকদের দেহ

হায়দরাবাদ, ১ জুলাই : তেলেঙ্গানার সাঙ্গারেড্ডি জেলায় একটি ওষুধ কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃত্যের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ শেষ হয়নি। মঙ্গলবারও কারখানা ও তার আশপাশের এলাকা বিস্ফোরণের তীব্রতার সাক্ষ্য বহন করছে। ধসে পড়া দেওয়াল, বেঁকেচুরে যাওয়া মোটা লোহার বিম, কয়েক মুহূর্তে ধ্বংস হওয়া বিরাট শক্তপোক্ত চুল্লির অবশিষ্টাংশ নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, ওষুধ তৈরির কারখানায় কী ধরনের রাসায়নিক জড়ো করা হয়েছিল যা থেকে এত তীব্র বিস্ফোরণ ঘটেছে? সেই রাসয়নিকের পরিমাণ নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ানে নতুন প্রশ্ন

একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে কয়েকজন শ্রমিকের দেহ শূন্যে উড়ে গিয়েছিল। একাধিক দেহ ছিটকে পড়েছিল প্রায় ১০০ মিটার দূরে। ওযুধের কারখানায় বিস্ফোরণের এহেন পরিণতির কারণ কী? এদিন পর্যন্ত কোনও প্রশ্নের জবাব মেলেনি। হতাহত শ্রমিক পরিবারগুলির আর্তনাদ আর কান্নায় এলাকার বাতাস ভারী হয়ে রয়েছে। তেলেঙ্গানার স্বাস্থ্যমন্ত্রী দামোদর রাজনারসীমার কথায়, 'সোমবার কারখানায় ৯০ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। বিস্ফোরণের ফলে কারখানার শেড উড়ে যায়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে কয়েকজন শ্রমিক ১০০ মিটার দূরে গিয়েছে পড়েছেন।'

কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মৃতের সংখ্যা গোপনের অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বিধায়ক মহীপাল রেড্ডি। তিনি বলেন, 'সংস্থাটি কোনও ধরনের নিরাপত্তাবিধি না মেনে কাজ করছিল। বহু মানুষ মারা গিয়েছেন। হতাহতের সংখ্যা গোপন করা হচ্ছে।'

কমিশনের কাছে দরবার তৃণমূলের

ভোটার তালিকা সংশোধন

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই : বিহারে বিধানসভা ভোটের আগে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিসন বা এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দ্বৈরথ ক্রমশ বাড়ছে তৃণমূল-আরজেডির। চাপের মুখে কমিশন পিছু হটেছে ঠিকই। কিন্তু তাতে প্রতিবাদ থামাতে নারাজ জোড়াফুল এবং লণ্ঠন শিবির। মঙ্গলবার তৃণমূলের মুখ্য সচেতক তথা শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসে। ওই প্রতিনিধিদলে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস এবং রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বরাইক।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে একাধিক বিষয় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছি। কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যাঁদের জন্ম ১৯৮৭ সালের পরে, তাঁদের অভিভাবকদের জন্ম তারিখ ও জন্মস্থান সংক্রান্ত তথ্য দিতে হবে। অথচ যাঁরা ইতিমধ্যেই বৈধ ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত, তাঁদের ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত নয়।' কল্যাণ জানান, জন্ম শংসাপত্রের ভিত্তিতেই কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না এবং আগে থেকে তালিকাভুক্ত ভোটাররা তালিকাতেই থাকবেন বলে কমিশন আশ্বাস দিয়েছে।

তাঁর সাফ কথা, '২০২৪ সালের ভোটার তালিকাকে ভিত্তি ধরে এসআইআর করা উচিত। ২০২৪ সালে নির্বাচন হয়েছে। তাহলে ২০০৩ সালকে কেন বেস লেভেল হিসেবে ধরা হবে? গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা থাকা খুবই জরুরি।' মহারাষ্ট্রের ভোটে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগ তুলে দেশজুড়ে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এই ব্যাপারে কল্যাণ বলেন, 'মহারাষ্ট্র, দিল্লি, হরিয়ানার ভোটপ্রক্রিয়া শুরুর দিন কয়েক আগেই প্রচুর সংখ্যক ভোটারকে তালিকাভুক্ত করা হল কীভাবে? কমিশনের সার্কুলার দেখে মনে হয়েছে শর্তাবলি আগে, নাম অন্তর্ভুক্তি পরে।'

> ২০০৩ সালকে কেন বেস লেভেল হিসেবে ধরা হবে? গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা থাকা খুবই জরুরি।
>
> **কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

একই কথা বলেন ফিরহাদ হাকিমও। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে কমিশন। আধার লিংক সংক্রান্ত ইস্যুতে তৃণমূল জানায়, 'আধার বাধ্যতামূলক নয় বললেও, বাস্তবে ছবি ও আধার নম্বর সংগ্রহের নির্দেশে সাধারণ মানুষের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হচ্ছে।'

কমিশনের নির্দেশ প্রসঙ্গে বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবও এদিন সুর চড়ান। একটি সংবাদমাধ্যমকে আরজেডি নেতা বলেন, 'বিহারে শেষবার ভোটার তালিকা সংশোধন হয়েছিল ২০০৩ সালে। তারপর থেকে আর এই কাজটি হয়নি। সেই বার ওই কাজটি শেষ হতে ২ বছর সময় লেগেছিল। তারপরই হয়েছিল বিধানসভা ভোট। এবার ভোট নভেম্বরে হওয়ার কথা। বিজ্ঞপ্তি জারির প্রক্রিয়া শুরু হতে আর মাত্র ২ মাস বাকি। এর অর্থ মাত্র ২৫ দিনের মধ্যে কমিশনকে নতুন তালিকা তৈরি করতে হবে। তাও আবার যখন বিহারের ৭৩ শতাংশ এলাকা বন্যায় জলমগ্ন।'

নির্বাচন সদনে কল্যাণের নেতৃত্বে তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। নয়াদিল্লি।

মোদির ৫ দেশ সফর শুরু আজ

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গত দশ বছরের মধ্যে দীর্ঘতম বিদেশ সফর শুরু হচ্ছে বুধবার। আগামীকাল তিনি আট দিনের সফরে রওনা হচ্ছেন। যাবেন পাঁচটি দেশে। প্রথমে আফ্রিকার ঘানায়। সেখান থেকে ক্যারিবিয়ান দেশ ত্রিনিদাদ ও টোবাগো হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা। সেখান থেকে ব্রাজিলে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান ও গ্লোবাল সাউথের বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের সম্প্রসারণ ঘটাবেন। ব্রাজিল থেকে তিনি যাবেন বিরল খনিজ, ইউরেনিয়াম ও বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সামুদ্রিক হিরের মজুত ভাণ্ডার যে দেশে রয়েছে, সেই নামিবিয়ায়। আফ্রিকার এই দেশে একাধিক ভারতীয় হিরে প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানি রয়েছে। মোদির নামিবিয়া সফরে হিরে শিল্পে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও বাড়তে পারে। বিশ্বের সর্বাধিক সামুদ্রিক হিরের মজুত রয়েছে নামিবিয়ায়। যার আনুমানিক পরিমাণ ৮০ মিলিয়ন ক্যারেটেরও বেশি। নামিবিয়া কিন্তু সরাসরি কাঁচা বা আকরিক হিরে ভারতে পাঠায় না। লন্ডন হয়ে তা ভারতে আসে।

অতিরিক্ত কাজের প্রয়োজন নেই

কর্মীদের বার্তা ইনফোসিসের

বেঙ্গালুরু, ১ জুলাই : স্বাস্থ্যই সম্পদ। তাই অতিরিক্ত কাজ না করে নিজের স্বাস্থ্যকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। ইনফোসিস চায় কর্মীদের কাজ ও জীবনযাপনের মধ্যে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্য বজায় রাখতে। সংস্থার সর্বস্তরের কর্মীদের উদ্দেশে এমনই বার্তা দিল তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা 'ইনফোসিস'।

এক সময় যখন ইনফোসিসের সহ প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ মূর্তি দেশের তরুণসমাজকে প্রতি সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তখনই বিস্তর বিতর্ক হয়। কিন্তু এখন ইনফোসিস নিজেই চাইছে, তাদের কর্মীরা যেন বেশি কাজ না করে নিয়মিত সময় মেনে কাজ করেন এবং নিজের স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবনের যত্ন নেন।

সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন বলছে, যে সমস্ত কর্মী নির্ধারিত সময়ের পরেও অফিসের কাজ করছেন, সংস্থার তরফে তাঁদের কাছে মেল পাঠানো হচ্ছে। সেই মেলে শরীরের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইনফোসিস-এর এই বার্তা ফের আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে সংস্থার কর্ণধার নারায়ণ মূর্তির সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা করে কাজ করার পরামর্শ।

ইনফোসিস কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, সপ্তাহে ৫ দিন কাজ করবেন কর্মীরা। প্রতিদিন সর্বাধিক ৯ ঘণ্টা ১৫ মিনিট কাজ করবেন তাঁরা। বাড়িতে থেকে কিংবা অফিসে এসে— নির্ধারিত এই সময়ের বাইরে অফিস করলেই সংশ্লিষ্ট কর্মীকে স্বাস্থ্যবার্তা পাঠিয়ে দেবে সংস্থাটি। বাড়িতে থেকে যাঁরা কাজ করবেন, বিশেষভাবে নজর রাখা হবে তাঁদের ওপর। তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার নির্দেশ মোতাবেক, সপ্তাহে ৪৬ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের বেশি কাজ করবেন না কর্মীরা।

সংস্থার অন্দরের খবর, অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য অনেক কর্মী প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। অনেকে পরিবারকে সময় দিতে পারছেন না বলে সমস্যা হচ্ছে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনেও। এর প্রভাব পড়ছে অফিসের কাজে। ফলে কর্মীদের মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে এই তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় ৩ লক্ষ ২৩ হাজারেরও বেশি কর্মী কাজ করেন।

২০২৩ সালে ইনফোসিস কর্তা নারায়ণ মূর্তি অবশ্য সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজের পক্ষে সওয়াল করে বলেছিলেন, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি এবং জাপানের মানুষেরা দেশের উন্নতি করতে অতিরিক্ত সময় কাজ করেছিলেন। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তরুণ প্রজন্মের আরও কঠিন পরিশ্রম করা উচিত।' ইনফোসিস স্বয়ং কর্ণধারের সেই প্রস্তাবের উলটো পথে হেঁটে তা কার্যত খারিজ করে দিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

শিবকাশীর বাজি কারখানায় আগুন, মৃত ৬

চেন্নাই, ১ জুলাই : ফের বিস্ফোরণ। তেলেঙ্গানার পর তামিলনাড়ুতে। ভারতে বাজি তৈরির পীঠস্থান তামিলনাড়ুর শিবকাশী। মঙ্গলবার সেখানকার একটি বাজি কারখানায় ঘটেছে ভয়ংকর বিস্ফোরণ। ঘটনায় কমপক্ষে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৫ জন গুরুতর আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিখোঁজ একাধিক শ্রমিক। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বিস্ফোরণের পরেই কারখানাটিতে আগুন লেগে যায়। ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল গোটা এলাকা।

বিরুদ্ধনগর জেলার পুলিশ সুপার কান্নান জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে শিবকাশীর চিন্নাকামানপট্টিতে অবস্থিত একটি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটেছে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে তার শব্দ শোনা গিয়েছে। কারখানার আশপাশের বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে পুলিশ ও দমকল। তবে কারখানার ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও বেশ কয়েকজন শ্রমিক আটকে রয়েছেন বলে উদ্ধারকর্মীদের ধারণা। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

গত বছরও শিবকাশীতে একটি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। তারপর আবার একই ঘটনার জেরে এলাকার বাজি কারখানাগুলির নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পদপিষ্টের ঘটনায় দায়ী আরসিবি

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই : বেঙ্গালুরুতে পদপিষ্ট হয়ে গণমৃত্যুর জন্য রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকেই প্রাথমিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করল সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবিউনাল (ক্যাট)। তাদের মতে, আরসিবি সেদিনের অঘটনের জন্য দায়ী। পুলিশ তো আর জাদুকর কিংবা ভগবান নয় যে, সবার সব দোষ ঢেকে দেবে। ক্যাটের পর্যবেক্ষণ বলছে, প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত গত ৪ জুন বেঙ্গালুরুতে যে বিশাল জনসমাবেশ ঘটানো হয়েছিল, তার দায় মূলত আরসিবি কর্তৃপক্ষের।

ট্রাইবিউনালের রায়ে বলা হয়েছে, আরসিবি পুলিশের অনুমতি ছাড়াই সমাজমাধ্যমে জয় উদযাপনের ঘোষণা করেছিল। ফলে বাঁধভাঙা স্রোতের মতো অত্যুৎসাহী মানুষ বিপুল সংখ্যায় জড়ো হয়েছিলেন স্টেডিয়ামের বাইরে। এমন বড় জমায়েত নিয়ে অবশ্যই আগে থেকে পুলিশকে জানানো প্রয়োজন ছিল আরসিবি'র। সেটা না করে তারা বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। পুলিশ যে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারেনি, এটা ঠিক। কিন্তু পুলিশের কাছে এত কম সময় ছিল যে, তারা উপযুক্ত নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করে উঠতে পারেনি। রায়ে আরও বলা হয়, 'পুলিশও মানুষ। তারা ভগবান বা জাদুকর নয়। তাদের কাছে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ নেই, যাতে ঘষলেই সব ইচ্ছাপূরণ হয়ে যায়।'

পদপিষ্ট হয়ে বহু হতাহতের ঘটনায় রাজ্য সরকার যেসব পুলিশ আধিকারিককে বরখাস্ত করেছিল, তাঁদের মধ্যে আইপিএস অফিসার বিকাশকুমার বিকাশ ট্রাইবিউনালে মামলা করেছিলেন। ট্রাইবিউনাল সেই বরখাস্তের আদেশ খারিজ করে দিয়েছে। সেইসঙ্গে বেঙ্গালুরু পুলিশের তৎকালীন কমিশনার বি দয়ানন্দ ও ডেপুটি কমিশনার শেখর তেক্কান্নাভারের সাসপেনশনের বিষয়টিও পুনর্বিবেচনার নির্দেশ দিয়েছে তারা।

মনে করছে ট্রাইবিউনাল

ট্রাইবিউনালের রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার কথা ভাবছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। তবে তিনি আরও জানিয়েছেন, ওই তিন আইপিএস অফিসারের সাসপেনশন নিয়ে পুনর্বিবেচনা করছে সরকার।

অবোলাদের বাঁচাতে মৃত্যু প্রৌঢ়ের

পাটনা, ১ জুলাই : অবোলা প্রাণীদের বাঁচাতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। বিহারের শেখপুরা এলাকায় রেললাইনে চলে গিয়েছিল দুটি মহিষ। উলটো দিক থেকে ছুটে আসছিল বারাণসী-দেওঘর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। তাদের বাঁচাতে ছুটে গিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা গোপাল যাদব (৫০)। কিন্তু চালক আপৎকালীন ব্রেক কষলেও শেষরক্ষা হয়নি। ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয় দুটি মোষ সহ ওই ব্যক্তির। কয়েক মিটার দূরে ছিটকে পড়ে দেহগুলি। ঘটনায় বিক্ষোভ দেখিয়েছে স্থানীয়রা।

আদানির পাওনা মেটাল বাংলাদেশ

ঢাকা, ১ জুলাই : বিদ্যুৎ সরবরাহ বাবদ আদানি পাওয়ারের পাওনার বড় অংশ মিটিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। ২৭ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের কাছে আদানিদের পাওনার পরিমাণ ছিল ৪৩৭ মিলিয়ন ডলার (৩.৭ হাজার কোটি টাকা)। তার মধ্যে ৩৮৪ মিলিয়ন ডলার (৩.২ হাজার কোটি টাকা) শোধ করতে পেরেছে মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। তবে এখনও বাংলাদেশের কাছে ভারতীয় সংস্থাটির বকেয়া ও সারচার্জ বাবদ ৫০০ মিলিয়ন ডলার (৪.২ হাজার কোটি টাকা) পাওনা রয়েছে। কয়েক মাস আগে যা ২ বিলিয়ন ডলার ছিল। অর্থাৎ ৩৮৪ মিলিয়ন ডলার যোগ করলে বকেয়া বাবদ আদানি পাওয়ারকে প্রায় দেড় বিলিয়ন ডলার প্রদান করেছে ঢাকা। বকেয়ার বড় অংশ পেয়ে যাওয়ায় ২০২৫-এর মার্চ থেকে বাংলাদেশে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করেছে আদানি পাওয়ার।

ট্রাম্প-দাবি উড়িয়ে বার্তা

ওয়াশিংটন, ১ জুলাই : ভারত-পাকিস্তান সংঘাত বন্ধের কৃতিত্ব দাবিতে ছেদ টানতে নারাজ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য যাই হোক, ট্রাম্প বারবার তার উলটোপথে হেঁটেছেন। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী নিজের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ্যে এনে মার্কিন প্রেসিডেন্টের যাবতীয় বক্তব্য ভোঁতা করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মঙ্গলবার এক সাক্ষাৎকারে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করেন জয়শংকর।

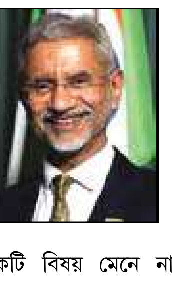

তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে দ্বিপাক্ষিক, সেই ব্যাপারে ভারতে ঐকমত্য আছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষ বিরতির ব্যাপারে আমি বলতে পারি, ৯ মে রাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে যখন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স ফোন করেছিলেন তখন আমি ঘরের মধ্যেই ছিলাম। ভান্স বলেছিলেন, আমরা যদি কয়েকটি বিষয় মেনে না নিই তাহলে পাকিস্তানিরা ভারতের ওপর বড়সড়ো হামলা চালাবে।'

বিদেশমন্ত্রীর কথায়, পাকিস্তানের হামলার কথায় খুব একটা বিচলিত হননি প্রধানমন্ত্রী। বদলে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, 'পাকিস্তানি হামলার যথাযথ জবাব দেওয়া হবে। পাকিস্তান ওই রাতেই আমাদের ওপর নির্বিচারে হামলা চালিয়েছিল। আমরা পালটা জবাব দিয়েছিলাম। তার পরদিন সকালেই মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও আমাকে ফোন করে বলেছিলেন, পাকিস্তানিরা আলোচনায় আগ্রহী। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এটা আমি বলতে পারি। বাকিটা আপনাদের ওপরই ছাড়ছি।'

বাণিজ্য অস্ত্রে তিনি ভারত ও পাকিস্তানকে ঠান্ডা করেছিলেন বলে দাবি করেছিলেন ট্রাম্প। যদিও তা মানতে চাননি বিদেশমন্ত্রী।

পহলগাম ইস্যুতেও পাকিস্তানকে কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি। তাঁর দাবি, কাশ্মীরের অর্থনীতিকে ধ্বংস করতেই পহলগামে পর্যটকদের ওপর হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা।

যত কাণ্ড এয়ার ইন্ডিয়ায়

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই : এয়ার ইন্ডিয়ার ফাঁড়া যেন কাটতেই চাইছে না। মাত্র ৩৮ ঘণ্টার ব্যবধানে আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনের গ্যাটউইকগামী অভিশপ্ত এআই-১৭১-এর মতো দশা হতে পারত নয়াদিল্লি-ভিয়েনা এআই-১৮৭-র। ১২ জুন আহমেদাবাদ বিপর্যয় হয়েছিল। ১৪ জুন নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রাত ২টো ৫৬ মিনিটে ভিয়েনার উদ্দেশে রওনা দেয় এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৭৭ বিমানটি। জানা গিয়েছে, বিমানটি আকাশে ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ৯০০ মিটার নীচে নেমে আসে। বারবার 'ডোন্ট সিংক' সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। শেষমেশ পাইলটদের তৎপরতায় পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয় এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই ৯ ঘণ্টা ৮ মিনিটের সফর অতিক্রম করে ভিয়েনায় অবতরণ করে এআই-১৮৭।

এই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওই বিমানের দুই পাইলটকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার এক মুখপাত্র বলেন, পাইলটের রিপোর্ট পাওয়ার পর বিষয়টি নিয়ম মেনে ডিজিসিএ-কে জানানো হয়েছে। ওই বিমানের রেকর্ডার থেকে উদ্ধার হওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে এয়ার ইন্ডিয়ার হেড অফ সেফটিকে সমন পাঠানো হয়েছে। এদিকে আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট ১১ জুলাইয়ের মধ্যে প্রকাশ করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। বিমানের একজন বাদে ২৪১ জন যাত্রীই মারা গিয়েছেন।

আরও চাপে 'মহারাজা' : আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার পর এয়ার ইন্ডিয়ার কাজকর্ম নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। এবার দুর্ঘটনায় মৃতদের যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তা নিয়ে এয়ার ইন্ডিয়া এবং এবং অভিশপ্ত ড্রিমলাইনারের নির্মাতা বোয়িংয়ের বিরুদ্ধে মামলার চিন্তাভাবনা করছে ব্রিটেনের একটি পরিবার। ওই পরিবারের কিছু সদস্য বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। ব্রিটেনের আদালতে এয়ার ইন্ডিয়া ও বোয়িংয়ের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

বিমান ভেঙে মৃত ৬

ওয়াশিংটন, ১ জুলাই : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহায়ো প্রদেশে একটি বেসরকারি জেট বিমান ওড়ার কিছুক্ষণ পরই ভেঙে পড়ায় মারা গেলেন পাইলট সহ ছয়জন। মন্টানা প্রদেশের বোজম্যানগামী সেসনা ৪৪১ বিমানটি উড়েছিল ইয়ংসটাউন ওয়ারেন থেকে। ওড়ার পরই বিমানটি একটি বাড়ির পিছন দিকের ভেঙে পড়ে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

তাপপ্রবাহে পুড়ছে গোটা ইউরোপ

প্যারিস, ১ জুলাই : দক্ষিণ ইউরোপজুড়ে তীব্র গরমে নাভিশ্বাস উঠেছে মানুষের। ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, ইতালি, তুরস্ক সহ একাধিক দেশে একযোগে গরমে লাল সতর্কতা জারি হয়েছে। প্যারিসে তাপমাত্রা পৌঁছেছে ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। স্পেন ও পর্তুগালে জুন মাসের রেকর্ড গরম ধরা পড়েছে— কোথাও কোথাও তাপমাত্রা ছুঁয়েছে ৪৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তুরস্ক, ইতালি ও ফ্রান্সে দাবানল ছড়িয়েছে। তাপপ্রবাহে পুড়ছে স্পেনও। সে দেশের বার্সেলোনা শহরে চলতি বছর জুন মাসে তাপমাত্রা যে জায়গায় পৌঁছোয়, তা গত একশো বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

চলতি গ্রীষ্মের প্রথম বড় ধরনের তাপপ্রবাহ উত্তর ভূমধ্যসাগর উপকূলজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু স্থলভাগেই নয়, সাগরের জলের তাপমাত্রাও জুন মাসে রেকর্ড ছুঁয়েছে—২৬.০১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

মিলানে প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতে পুলে মাথা ডোবালেন যাত্রী। (ডানদিকে) তুরস্কের আকিসারের জঙ্গলে দাবানল।

ফ্রান্সের ১৬টি এলাকায় 'রেড অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে। প্যারিস অঞ্চলে সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত দূষণ ছড়াতে পারে এমন যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ১,৩৫০টি স্কুল আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার ঘোষণা করেছে সে দেশের শিক্ষামন্ত্রক। মঙ্গলবার আইফেল টাওয়ার সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার ঘোষণাও করা হয়েছে।

বিভিন্ন শহরে গরম সামলাতে নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ— মার্সেইতে সুইমিং পুলে অবাধ প্রবেশাধিকার, বোর্দো শহরে রাত ১১টা পর্যন্ত পার্ক খুলে রাখা, ভেনিসে বয়স্কদের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মিউজিয়ামে নিখরচায় ঘুরে বেড়ানোর ব্যবস্থা ইত্যাদি।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এমন তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী তাপপ্রবাহের ঘটনা আরও বাড়বে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

মাদ্রিদের পর্যটক আগাথ লাকঁ বলেন, 'এই গরমে দিনের পরিকল্পনা বদলে ফেলতে হচ্ছে— সকালেই ঘোরাঘুরি সারতে হয়, দুপুরে ঘরে ফিরতে হয় ঠান্ডা আমেজ পেতে।' স্থানীয় এক বাসিন্দার কথায়, 'এটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। বছরের পর বছর মাদ্রিদ আরও গরম হয়ে উঠছে।'

নতুন ছবি মালিক-এর ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে রাজকুমার রাও এবং প্রসেনজিৎ। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে। -এএফপি

মেট্রো ইন দিনো-র প্রচারে

আদিত্য-সারার মেট্রো ভ্রমণ

'মেট্রো ইন দিনো'র প্রচারে মেট্রো চড়লেন আদিত্য রায় কাপুর ও সারা আলি খান। মুম্বাইয়ে তাঁদের ভ্রমণের ছবি নেটে ঘুরেই চলেছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, আদিত্য ও সারা সেলফি তুলছেন, সারার হাত আদিত্যর কাঁধে। এক ভক্ত ওঁদের সঙ্গে সেলফি তোলার ইচ্ছাপ্রকাশ করলে সে ইচ্ছাও পূরণ হয়। সারা মেয়েটিকে তাঁর পাশে ডেকে নেন, তারপর ক্যামেরায় সকলের হাসিমুখ। দুজনের একসঙ্গে কথোপকথন ও মেট্রো ভ্রমণের ছবিও তার একটি ক্লিপে দেখা যায়। সারা পরেছিলেন স্লিভলেস টপ, ম্যাটিং প্যান্ট, দুটোই নেভি ব্লু রঙের। আদিত্য নীল প্যান্ট, নেভি ব্লু ও সাদা চেক শার্ট পরেছিলেন। ভিডিও ইন্সটায় শেয়ার করে সারা ক্যাপশন করেন, 'মেট্রো মে মস্তি'। ছবিতে এছাড়া আছেন অনুপম খের, নীনা গুপ্তা, কঙ্কনা সেনশর্মা, পঙ্কজ ত্রিপাঠী, আলি ফজল, ফতিমা সানা শেখ প্রমুখ। পরিচালক অনুরাগ বসু বলেছেন, 'সব অভিনেতারাই এককথায় রাজি হয়েছেন এই ছবি করতে। তাঁরা আমার ওপর ভরসা করেছেন। ওঁরা যেভাবে অভিনয় করেছেন, আর কেউ করতে পারত না বলে আমি মনে করি।'

ছেলের ধর্ম জানালেন না বিক্রান্ত

ছেলে বর্ধন মাসের জন্মের শংসাপত্রে ধর্মের জায়গাটা ফাঁকা রেখেছেন বিক্রান্ত মাসে। গত বছর পুত্রসন্তানের বাবা হয়েছেন তিনি। তার আগে বলেছিলেন, তাঁর পরিবারে বহু ধর্মের মিলন হয়েছে যেমন, তাঁর মা শিখ, বাবা খ্রিশ্চান, ভাই মুসলিম এবং তাঁর পরিবার কোনও নির্দিষ্ট ধর্ম পালন করে না। এখন ছেলের শংসাপত্রে নিজের ধর্মবিশ্বাসের কথা জানাবার সুযোগ পেয়ে তাকে কাজে লাগিয়েছেন বিক্রান্ত। তাঁর বক্তব্য, 'আমি মনে করি, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ। ধর্ম বেছে নেবার অধিকার সকলের আছে। আমাদের বড়িতে সব ধর্মের অস্তিত্ব আছে। আমি পুজো করি, গুরুদ্বারে যাই। তাই ছেলের শংসাপত্রে এই কলাম ফাঁকা রেখেছি। সরকার থেকে দেওয়া শংসাপত্রে ধর্মের উল্লখ করতে বলা হয়নি, সরকার কারও ধর্মের কথা জানতে চায় না। আমার খারাপ লাগবে যদি আমার ছেলে ধর্মপালনের ভিত্তিতে কাউকে মান্যতা দেয়। আমি সেভাবে ওকে বড় করব না।'

এর আগে বিক্রান্ত বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি কেউ একজন আছেন যিনি আমার দেখাশোনা করছেন, আমার সঙ্গে আছেন। আমাকে সুস্থ রাখছেন। তাঁকেই আমি ঈশ্বর মানি। কোনও পূজাপদ্ধতি মানি না।' তাঁর এই কথায় সে সময় তাঁর সমালোচনা হয়। ছেলের নাম ঠিক হলেও নামকরণের একটি অনুষ্ঠান হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

শেফালির ওষুধ নিয়ে মুখ খুললেন বন্ধু

শেফালি জারিওয়ালা মৃত্যুর আগে ঠিক কী ওষুধ নিয়েছিলেন? পুলিশ জেনেছে, ভিটামিন সি ড্রিপ। শেফালির বন্ধু পূজা ঘাইও সে কথাই জানিয়েছেন। তবে এই ভিটামিন সি ড্রিপে কোনও ভুল কিছু দেখছেন না তিনি। পূজা স্পষ্ট জানিয়েছেন, কোভিডের পর থেকে এই ভিটামিন সি খুবই প্রয়োজনীয় ওষুধ। দুবাইয়ের সবকটা স্পা, স্যালোন, পার্লারেও এই ড্রিপ চলে। সুতরাং এই ড্রিপে ভয়াবহ কিছু নেই বলে জানিয়েছেন পূজা।

শুধু তাই নয়, পূজা ঘাই আরও জানান, অ্যান্টি এজেইং চিকিৎসা শেফালির পক্ষে খুব জরুরি ছিল। যে পেশায় তিনি আছেন, সেই পেশায় সবসময় নিজের সেরাটা দিয়ে হয়। শেফালিও তাই দিতেন। কিন্তু বয়সকে ধরে রাখা না গেলে, সব দেওয়াই ফাঁকি থেকে যাবে। তাই এই চিকিৎসাটা জরুরি। দোষের মধ্যে প্রেস্ক্রিপশন অনুযায়ী সাম্প্রতিক ইঞ্জেকশনটা নেওয়ার দিনে উপোস করেছিলেন শেফালি। সেটাই হয়তো তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকতে পারে বলে জানাচ্ছেন তাঁর বন্ধু।

শুটিং শেষে আবেগতাড়িত রণবীর

নীতেশ তিওয়ারি পরিচালিত রামায়ণ ছবির প্রথম অংশ রামায়ণ পার্ট ১-এর শুটিং শেষ হল। এই দিনের ক্যামেরার পিছনের ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা হয়েছে। তাতে ছবির নায়ক রাম মানে রণবীর কাপুর ও লক্ষণ বা রবি দুবে নিজের বক্তব্য রেখেছেন। রণবীরকে দৃশ্যতই আবেগতাড়িত দেখিয়েছে। সাই পল্লবী, যশ, রবি সবাইকে নিয়ে এইরকম একটি প্রোজেক্টে কাজ করেছেন বলে তার জন্য সবাইকে কৃতজ্ঞত জানিয়েছেন । বক্তব্যের সময় রবি রণবীরের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আর একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে রণবীর ও রবি এবং অন্য সবাই কেক কাটছেন। নীতেশও সেখানে হাজির। সবাই চিৎকার করে, হাততালি দিয়ে মুহূর্তটিকে সজীব করেছেন। নিঃসন্দেহে খুবই আনন্দের দিন। অনুষ্ঠান আরও আবেগতাড়িত হয় যখন রণবীর রবিকে জড়িয়ে ধরেন। লক্ষ্মণ রামের সোহদর, যিনি শ্রীরামের ছায়া হয়ে সারাজীবন কাটিয়েছেন। রবি লক্ষ্মণ হয়েছেন। এই মুহূর্তে রণবীর ও রবিকে সেই মহাকাব্যের রাম ও লক্ষ্মণ বলেই মনে হয়েছে। ছবিতে সাই পল্লবী হয়েছেন সীতা, সানি দেওল শ্রী হনুমান, যশ রাবণ, কাজল আগরওয়াল মন্দোদরী হয়েছেন। অস্কারজয়ী ভিএফএক্স স্টুডিও ডিএনইজি দেখছে ছবির ভিশ্যুয়াল এফেক্টসের দিকটা। রামায়ণের প্রথম ভাগ মুক্তি পাবে ২০২৬-এর দিওয়ালিতে, পরের ভাগ আসবে ২০২৭ সালের দিওয়ালিতে।

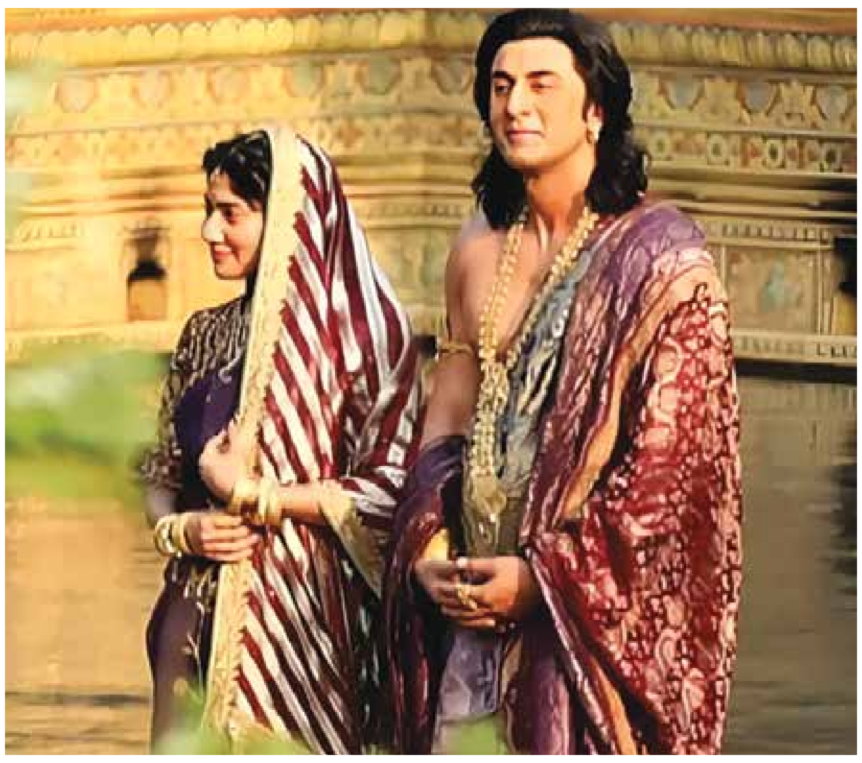

দিলজিৎকে সমর্থন করেও সরে গেলেন নাসির

সর্দার জি ৩-এ পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমিরের সঙ্গে কাজ করার জন্য নায়ক দিলজিৎ দোসাঞ্জ ভারতে বিরোধিতার মুখে পড়েছেন এবং তার জেরে ছবি এ দেশে মুক্তি পায়নি। পাকিস্তানে অবশ্য ছবি জমকালো ব্যবসা করেছে। দিলজিতের বিরোধিতার মুখে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে এক জ্বালাময়ী পোস্ট করেছিসেন নাসিরুদ্দিন শাহ। তাতে তিনি লেখেন, কাস্টিং দিলজিৎ করেননি। তাঁর বিরুদ্ধে জুমলা পার্টি মুখ খোলার সুযোগ খুঁজছিল, এবার সেটা পেয়েছে। যারা আমাকে বলছে পাকিস্তানে যাও, আমি তাদের বলছি, তোমরা কৈলাসে যাও।'এই পোস্টের পর নাসিরুদ্দনের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও নিন্দা শুরু হয়। তারপরই তিনি তাঁর পোস্ট ডিলিট করে দেন। তাঁর পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় পরিচালক অশোক পণ্ডিত বলেছেন, আমরা ওঁর কথায় বিস্মিত নই। উনি আমাদের গুণ্ডা বলেন—ওঁর কথা প্রমাণ করে উনি হতাশায় ভুগছেন। নাসিরের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন বিশিষ্ট কবি কুমার বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'আমরা ভালোবাসার কথা বলব, তোমরা শত্রুতা করবে, তাহলে শান্তির বার্তা নিয়ে তোমাদের পায়রা আমাদের দরজায় পাঠিও না। এত অহংকার ঠিক নয়। তোমাকে কে তৈরি করেছে? যে তোমার দেশ সম্বন্ধে এত খারাপ কথা বলল, তুমি বলছ তার সঙ্গে কাজ করবে, গান গাইবে। গাও, আমি তোমার জন্য গান লিখব, কিন্তু তার আগে তুমি বলো এই যুদ্ধ ঠিক নয়, কারণ তুমি জানো, কে শুরু করে, আর কে শেষ করছে।

হেরা ফেরি-তে ফেরার পর পরেশের কথা

হেরা ফেরি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ফিরেছেন পরেশ রাওয়াল। সেই বাবুভাইয়ার চরিত্রেই আবার তাঁকে দেখা যাবে। তিনি আর এই চরিত্র করবেন না---এই খবরে তাঁর অনুরাগীরা হতাশ এবং দুঃখিত হয়েছিলেন। ফিরে আসার জন্য বহু অনুরোধ আসে তাঁর কাছে। এবার তিনি সত্যিই ফিরেছেন। এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'পুরোনো পরিবারে ফিরে খুব আনন্দ হচ্ছে। এত লোকের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়েছি, তার জন্য কৃতজ্ঞ।'

যাবতীয় বিতর্ক কাটিয়ে পরেশ বলেছেন, 'কোথাও কোনও বিতর্ক ছিল না। মানুষ যাকে খুব ভালোবেসেছে, তার প্রতি বাড়তি দায়িত্ব থেকে যায় আমাদের। পরিশ্রম করো, সবাই মিলে কাজ করো—এটাই চেয়েছিলাম, কোনওকিছুকে সহজলভ্য ভাবা ঠিক নয়। এখন সব ঠিক হয়ে গিয়েছে।' আগের হেরা ফেরি-র অভিনেতারাই কি থাকবেন? উত্তরে হেসে পরেশ বলেছেন, 'আগেও তাইই আসত, এখন শুধু সবার সঙ্গে সুরটা বাঁধতে হবে ভালো করে। কি প্রিয়দর্শন, কি অক্ষয় বা সুনীল, সকলেই সৃজনশীল। আর ওরা অনেক অনেক দিনের বন্ধু, সুতরাং...!'

ছবির প্রযোজক ফিরোজ নাডিয়াডওয়ালাও তাঁর ফেরাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

একনজরে সেরা ৫

আনিস বললেন

পরিচালক আনিস বাজমি বলেছেন, 'নো এন্ট্রি ২-এর শুটিং খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে। ভুল ভুলাইয়া ৪-এর গল্প নিয়ে ভাবনা চলছে। অক্ষয় ও কার্তিক আরিয়ান রুহ বাবা হয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। চার নম্বরটির কাছ থেকেও দর্শকদের প্রত্যাশা থাকবে। তাই সব প্রস্তুতি নিয়েই এগোতে চাই। এর শুটিং এখনই হবে না।'

কষ্টের কথা

বনি কাপুর-কন্যা অনশুলা কাপুর এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'বাবা শ্রীদেবীর মতো পাবলিক ফিগারকে বিয়ে করায় আমাদের জীবনে সমস্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তখন ডিভোর্স খুব সাধারণ ঘটনা ছিল না। ফলে সকলেই আমাদের দিকে মনোযোগ দিত। অনেকে তাদের ছেলেমেয়েকে আমাদের বাড়িতে আসতে দিত না। স্কুলেও সহপাঠীরা আমাদের সঙ্গে অদ্ভুত আচরণ করত।

টাইটেল ট্র্যাক

সন অফ সর্দার ২-এর টাইটেল ট্র্যাক মুক্তি পেল। ছবির নায়ক অজয় দেবগণ তাঁর ইন্সটায় এই ট্র্যাকের একটি ভিডিও শেয়ার করছেন। তাতে ট্র্যাকের লিংক দেওয়া আছে। অনুগামীরা খুশি, তারা বলছে, পাজি ফিরে এল। ছবির মুক্তি ২৫ জুলাই। এদিন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও জাহ্নবী কাপুরের পরম সুন্দরীরও মুক্তি।

মৌনী, চিরঞ্জীবী

বিম্বিসার পরিচালিত চিরঞ্জীবী অভিনীত তেলুগু ছবি বিশ্বম্ভরা। ছবিতে একটি আইটেম ডান্সে তাঁর সঙ্গে দেখা যাবে মৌনী রায়কে। নাচের জন্য বিশেষ কাউকে খুঁজছিলেন নির্মাতারা। তাই মৌনীর আগমন। এই প্রথম তিনি দক্ষিণী ছবিতে পা রাখলেন। নায়িকা তৃষা কৃষ্ণন। ছবির ভিস্যুয়াল এফেক্টস একটু স্পেশাল, যা তেলুগু ছবিতে প্রথম দেখা যাবে।

ট্রেলারে মালিক

রাজকুমার রাও অভিনীত মালিক-এর ট্রেলার বেরোল। এরকম রাফ-টাফ, গ্যাংস্টারের চরিত্রে তিনি এই প্রথম। তাঁর সঙ্গে আছেন মানুষি চিল্লার, সৌরভ শুক্লা ও সৈরভ সচদেব। ১৯৮০-র এলাহাবাদের প্রেক্ষাপটে বন্দুকের নলের নীচে থাকা লোভ, প্রতারণা, ক্ষমতার চারপাশে থাকা অন্ধকারের জীবন উঠে এসেছে ছবিতে। পরিচালক পুলকিত। মুক্তি ১১ জুলাই, ২০২৫।

ছোট্ট তারা

আনন্দমেলা নাসারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র অঙ্কুশ দাস পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলোয় দক্ষ। অঙ্কনেও সে পারদর্শী।

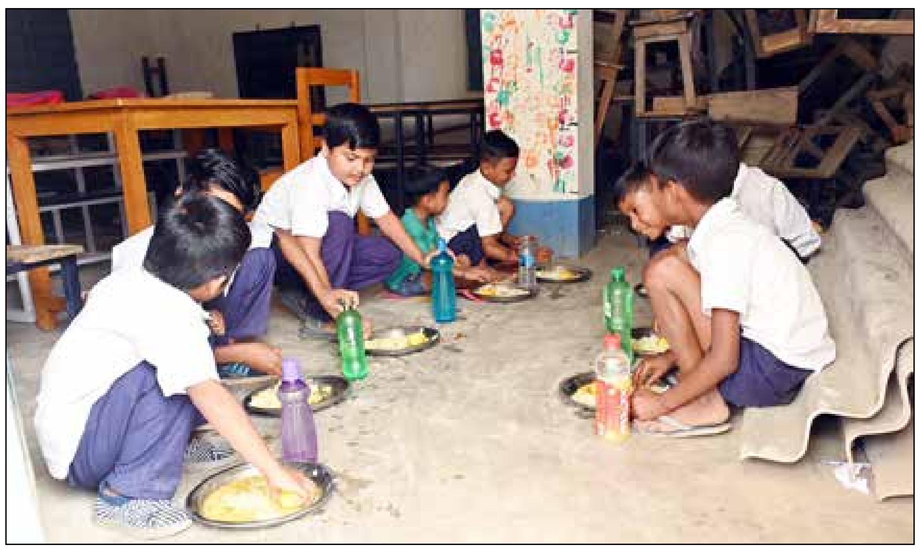

বারান্দায় বসে খাচ্ছে পড়ুয়ারা, ম্যাটও নেই। আলিপুরদুয়ারের একটি স্কুলে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ধুলোমাখা বারান্দায় বসে মিড-ডে মিল

প্রশ্নের মুখে পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১ জুলাই : মিড-ডে মিল প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টি নিশ্চিত করা। কিন্তু আলিপুরদুয়ার শহরের বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সেই খাবার খাওয়ার পরিবেশই নেই। অধিকাংশ স্কুলেই নেই কোনও নির্দিষ্ট ডাইনিং হল বা বসার ব্যবস্থা। ফলে কোথাও ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসরুমের বেঞ্চেই বসে খায়, কোথাও আবার স্কুলের বারান্দায় ম্যাট পেতে বসে খেতে হয়। এর ফলস্বরূপ স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা প্রশ্নের মুখে।

সাধারণত দুপুর দেড়টা থেকে আড়াইটার মধ্যে মিড-ডে মিল পরিবেশন করা হয়। কিন্তু যেসব স্কুলে বেঞ্চেই বসে খেতে হয়, সেখানে খাবার পর সেই বেঞ্চ পরিষ্কার করতে সময় লেগে যায় কর্মীদের। ফলে দুপুরের পরের ক্লাসগুলোর সময় নষ্ট হয়, পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটে। অনেক শিক্ষক স্বীকার করেছেন, কখনো-কখনো তাই নির্ধারিত দুই ক্লাসের বদলে মাত্র একটি ক্লাসই নেওয়া যায়।

অন্যদিকে, যেসব স্কুলে ছাত্ররা বারান্দায় খায়, সেখানেও সমস্যার শেষ নেই। আলিপুরদুয়ারের বেশ কিছু স্কুলে এখনও বাউন্ডারি ওয়াল নেই। ফলত, খাবার খাওয়ার সময় আশপাশের কুকুর ঢুকে পড়ে এবং ছাত্রছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করে। এই পরিস্থিতিতে বড়দের নজর রাখতে হয়।

১৮ নম্বর ওয়ার্ডের আলিপুরদুয়ার হিন্দি বিএফপি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা গ্রেস টোপ্পো বলেন, 'আমাদের স্কুলে ৮৩ ছাত্রছাত্রী। তারা প্রত্যেকেই নিজেদের বাড়ি থেকে ম্যাট নিয়ে আসে। বারান্দায় সেটি পেতে বসে খায়। তবে কুকুর ঢুকে পড়ার সমস্যা আমাদেরও আছে, কারণ এখনও বাউন্ডারি ওয়াল নেই।'

৯ নম্বর ওয়ার্ডের লেবুবাগান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরূপবরণ দত্তের কথায়, 'ক্লাসরুমেই খাবার পরিবেশন করি। বেঞ্চে বসে সকলে খায়। তারপর কর্মীরা বেঞ্চ পরিষ্কার করে। এটা একটা অস্বস্তিকর প্রক্রিয়া, কারণ পড়ার পরিবেশ ঠিক থাকে না।'

১৬ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ইলা দাস সেন বলেন, 'আমরা শিক্ষা দপ্তরে বিষয়টি জানিয়েছি। আধিকারিকরা এসেও দেখেছেন। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি।'

এক অভিভাবক রূপা মণ্ডল, যাঁর মেয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে, বলেন, 'মেয়ের মুখে শুনি, খাওয়ার সময় কুকুর এসে খাবার টেনে নেওয়ার চেষ্টা করে। এই দৃশ্য মানসিকভাবেও শিশুদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। শুধু খাবার দেওয়া নয়, খাওয়ার পরিবেশও তো নিশ্চিত করা দরকার।'

আরেক অভিভাবক, অনিরুদ্ধ ঘোষের কথায়, 'খাওয়ার সময়টুকু তো বিশ্রামেরও সময়। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীরা খাওয়ার পরও দ্রুত বেঞ্চ পরিষ্কারের জন্য তাড়াহুড়ো করতে হয়।'

অভিভাবক মহলের দাবি, মিড-ডে মিল প্রকল্পের সুফল পুরোপুরি পেতে হলে শুধু খাবার নয়, খাওয়ার পরিবেশকেও গুরুত্ব দিতে হবে। শিশুদের স্বাস্থ্যবিধি মানা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিরাপত্তা, এসব তো শিক্ষারই অংশ।

নেশার অন্ধকারে ডুবছে নয়া প্রজন্ম

নজরদারি সত্ত্বেও বাড়বাড়ন্ত

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১ জুলাই : বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের অভিযান হচ্ছে লাগাতার। তবুও থামছে না মদ-গাঁজার বাড়বাড়ন্ত। এমনই অভিযোগ শহরবাসীর। আলিপুরদুয়ার শহর ও শহরতলির একাধিক জায়গায় গাঁজার ঠেক বসায় সমাজের ওপর খারাপ প্রভাব পড়ছে। এবিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী মহল সরব হয়েছেন। আলিপুরদুয়ার শহরে বিশেষ করে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকায় মদ, গাঁজার কারবারির অভিযোগ উঠছে। একই সঙ্গে দ্বীপচর সহ ১৫ ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কালজানি নদীর চর এলাকায় একইরকম অভিযোগ রয়েছে।

সম্প্রতি ১১ নম্বর ওয়ার্ডের পলাশবাড়ি চর সহ সংলগ্ন এলাকায় একাধিক মদ-গাঁজার ঠেকের অভিযোগ সামনে এসেছে। এছাড়াও অরবিন্দনগর, আলিপুরদুয়ার জংশন ও নর্থপয়েন্ট এলাকাতেও একই পরিস্থিতি। পুলিশ নিয়মিত টহল দিক কিংবা হাতেনাতে কারবারিদের ধরে ফেলুক, তবুও লাভের লাভ কিছুই হচ্ছে না। থামানো যাচ্ছে না গাঁজার কারবার। আর এতেই অস্বস্তি বাড়ছে এলাকায়। অপরাধমূলক কাজের আতঙ্কও বাড়ছে।

আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'নিয়মিত পুলিশি অভিযান চলে। তবে নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে সেখানে অভিযান চলবে।'

স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, চা, পানের দোকানের আড়ালেও মাদক ও গাঁজা বিক্রি হয়। অতিরিক্ত আয়ের লোভে এই পথ অবলম্বন করে অসাধু ব্যবসায়ীরা। কোচবিহার সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে বিক্রেতারা

মাদক ও গাঁজা সরবরাহ করে বলে অভিযোগ। আর সেই সব জায়গাতে দূরদূরান্তের অল্পবয়সিদের ভিড় লেগেই থাকে। আর তাতেই অভিভাবকরা দুশ্চিন্তায় রয়েছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ী বলেন, 'নর্থপয়েন্ট, আলিপুরদুয়ার জংশন সহ শহরের একাধিক জায়গায় মদ-গাঁজার ঠেকে অল্পবয়সিদের ভিড় লেগেই থাকে। পুলিশের নজরদারি চললেও সমস্যা মিটছে না।'

পুলিশ পেট্রলিং ভ্যান টহল দিলেও সমস্যা সেই তিমিরেই বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। বিশেষ করে নির্দিষ্ট দোকান বা বাড়িতে বসেই সেসব বিক্রি হয় বলে অভিযোগ। এদিকে শহর সহ স্থানীয় এলাকার স্কুল পড়ুয়ারাও সেখানে হাজির হচ্ছে। মদ ও গাঁজার নেশায় বুঁদ হয়ে ঘটিয়ে ফেলছে অপরাধমূলক কাজ। তাছাড়া পড়ুয়াদের মানসিকতা বদলে যেতেই পারিবারিক বিবাদ বড় আকার নিচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে। ফলে বিভিন্ন জায়গায় মদ-গাঁজার ঠেক নিয়ে জনমানসে ক্ষোভ বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনের পর দিন।

যদিও পুলিশ অবশ্য মদ, গাঁজার ঠেক বারবারন্তের অভিযোগ মানতে নারাজ। নিয়মিত টহলদারি চলায় তেমন সমস্যা নেই বলেই দাবি পুলিশের।

টাকা জোগাড় করতে চুরি

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১ জুলাই : ব্রাউন সুগার সহ মাঝেমধ্যেই পুলিশের জালে ধরা পড়ছে অনেকে। তার মধ্যে যেমন বিক্রেতা আছে, তেমনই আবার ক্রেতা। কিন্তু এই 'নেশা'র যা দাম, তা এই অল্পবয়সি ক্রেতারা সহজে জোগাড় করতে পারে না। তাই বেছে নিতে হচ্ছে চুরির পথ। এদের মধ্যে ফালাকাটা শহরের 'আর্লি ইয়াং গ্রুপ'-এর সদস্যরাই এই কাজে যুক্ত হয়ে পড়ছে। এদের বয়স মূলত ১৬ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। ছোটখাটো চুরি করে নেশার জন্য টাকা জোগাড় করছে নিত্যদিন। শহরের ৫, ৬ এবং ১২ নম্বর ওয়ার্ডে এই সংখ্যাটা দিন-দিন বেড়েই চলেছে। চিন্তিত পুলিশ থেকে সাধারণ মানুষ।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'এসপি স্যারের নির্দেশে নেশার বিরুদ্ধে আমরা জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলি। ধারাবাহিক মাদকের বিরুদ্ধে অভিযানে সাফল্যও মিলছে। এমনকি নেশাদ্রব্যের বিরুদ্ধে আমরা লাগাতার সচেতনতা প্রচার করছি। এই কাজে অভিভাবকদেরও এগিয়ে আসতে হবে।'

ফালাকাটা শহর এবং সংলগ্ন এলাকায় ব্রাউন সুগার এখন সহজলভ্য। জানা গিয়েছে, ফালাকাটা পুরসভার ৫, ৬, ১২ এবং ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে বিভিন্ন জায়গায় এই ব্রাউন সুগার পাওয়া যায়। এইসব এলাকায় এজেন্টরাই চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ঠিকানায় ব্রাউন সুগার পৌঁছে দেয়। অনেক সময়ে ফোন করলে পেডলার এসে দিয়ে যায়। এক গ্রাম ব্রাউন সুগারের দাম পড়ে সাড়ে তিন হাজার টাকা। এক গ্রামকে দশটি পুরিয়া করে ৬০০-৭০০ টাকায় বিক্রি করা হয়। এইসব নেশার দ্রব্যই যাদের গড় বয়স ১৬-২৪ বছর তারা কিনছে। এরা আবার বেশিরভাগ কেউ স্কুল তো কেউ কলেজ পড়ুয়া। আবার অনেকেই স্কুলছুট।

বিশেষ করে বাগানবাড়ি, যুব সংঘ, বটতলা প্রভৃতি এলাকায় মাঝেমধ্যেই ছোটখাটো চুরি হচ্ছে। স্থানীয়রা চোরদের ধরেও ফেলছেন। তখনই ব্রাউন সুগার ও চুরির যোগের বিষয়টি সামনে আসছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কারও বাড়ির লোহার রড, কারও কল তো কারও টোটোর ব্যাটারি চুরি হচ্ছে। যারা চুরি করছে ধরা পড়ার পর নাকি তারা স্বীকারও করছে। এমনকি নেশার টাকা জোগাড় করতে গিয়েই যে তারা এই পথ বেছে নিয়েছে তা খোদ ছিঁচকে চোররাই জানিয়েছে।

বাগানবাড়ির বাসিন্দা সঞ্জয় বিশ্বাসের কথায়, 'বাড়ি তৈরির জন্য রড এনে রেখেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন বেশ কিছু রড চুরি হয়ে যায়। পরে বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়ে এলাকার এক তরুণ। পরে অবশ্য সে স্বীকার করে যে, নেশার টাকা জোগাড় করতেই এমনটা করেছিল।' ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিনয়কুমার গোপের কথায়, 'এই এলাকায় ব্রাউন সুগারের নেশা করার জন্য একটি গ্রুপ কাজ করে। তারাই এলাকায় ছোটখাটো চুরি করে। আবার এলাকার অন্য তরুণদেরও দলে ঢোকায়। ইতিমধ্যেই পুলিশকে সব জানিয়েছি।'

ফালাকাটা শহরের সমাজকর্মী শুভজিৎ সাহার কথায়, 'গত কয়েক বছরে ফালাকাটায় ব্রাউন সুগারের বেশ রমরমা হয়েছে। ফলে বাড়ছে আসক্তের সংখ্যাও। বহুবার পুলিশ পদক্ষেপ করছে। কিন্তু নেশাগ্রস্তরা নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করছে। পুলিশ এবং এলাকার জনপ্রতিনিধিদের এ বিষয়ে আরও কড়া হতে হবে।'

> এসপি স্যারের নির্দেশে নেশার বিরুদ্ধে আমরা জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলি। ধারাবাহিক মাদকের বিরুদ্ধে অভিযানে সাফল্যও মিলছে। এমনকি নেশাদ্রব্যের বিরুদ্ধে আমরা লাগাতার সচেতনতা প্রচার করছি। এই কাজে অভিভাবকদেরও এগিয়ে আসতে হবে।
>
> **- অভিষেক ভট্টাচার্য**
> *আইসি, ফালাকাটা থানা*

বাড়ছে অপরাধ

নেশার রমরমা কারবার আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটায়

কমবয়সীরা নেশার টাকার জোগাড় করার জন্য করে ফেলছে নানা অপরাধমূলক কাজ

পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন

আলিপুরদুয়ার ও বীরপাড়া, ১ জুলাই : মঙ্গলবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন কর্মসূচি। আলিপুরদুয়ার ও বীরপাড়ায় এদিন পালিত হল পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ। এই কর্মসূচি চলবে ৮ জুলাই পর্যন্ত। ট্রাফিক পুলিশ ও জেলা পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে এদিন আলিপুরদুয়ার শহরে পালিত হয় এই কর্মসূচি। মূলত পথচলতি মানুষকে ট্রাফিক সম্পর্কিত সচেতন ও সুরক্ষা প্রদান করাই কর্মসূচির লক্ষ্য বলে জানিয়েছে পুলিশ। এদিন কর্মসূচি উপলক্ষ্যে প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। যেখানে স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীরা মিলে শতাধিক বাসিন্দা অংশগ্রহণ করেন। এবিষয়ে আলিপুরদুয়ারের ট্রাফিক ওসি মনজয় দত্ত বলেন, 'বছরভর মানুষের সুরক্ষার্থে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা কর্মসূচি করে থাকি।'

অন্যদিকে, এদিন বিকেলবেলা বীরপাড়া থানার পুলিশ বীরপাড়া চৌপথিতে হেলমেট ব্যবহারে সচেতনতা প্রচার করে। পাশাপাশি ট্রাফিক আইন মেনে চলতে গাড়িচালক, মোটরবাইকচালকদের প্রতি বার্তা দেওয়া হয়।

মদ্যপ গ্রেপ্তার

কামাখ্যাগুড়ি, ১ জুলাই : সোমবার রাতে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির কামাখ্যাগুড়ি, খোয়ারডাঙ্গা সহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৮ জন মদ্যপ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেই অভিযানের নেতৃত্ব দেন কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল। এছাড়াও কামাখ্যাগুড়ি দেবেনবাবু চৌপথি থেকে একটি বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেই বাইকটির কোনও নথিপত্র পাওয়া যায়নি। এছাড়াও পুরোনো মামলায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি জানান, এলাকায় নিয়মিত মদ্যপদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে।

শান্তি বৈঠক

জয়গাঁ, ১ জুলাই : ৬ জুলাই মহরম। এই উপলক্ষ্যে জয়গাঁ থানার পুলিশের তরফে মঙ্গলবার মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষদের নিয়ে একটি শান্তি বৈঠক করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জয়গাঁ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অঞ্জু খাতুন সহ মাইনোরিটি সেলের সদস্যরা। অস্ত্র প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

মাছ ধরার ব্যস্ততা। আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন শোভাগঞ্জ পুকুরে ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

দৈনিক ২০২ টাকা থেকে ৩০২ টাকা

মজুরি বাড়ল সাফাইকর্মীদের

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ১ জুলাই : আলিপুরদুয়ার পুরসভার সাফাইকর্মীদের মুখে অবশেষে হাসি ফুটল। দীর্ঘদিন পর তাঁদের মজুরি ২০২ টাকা থেকে একলাফে বেড়ে হয়েছে ৩০২ টাকা। অর্থাৎ প্রতিদিন ১০০ টাকা করে বৃদ্ধি পেয়ে মাসিক হিসাবে ২৬০০ টাকা অতিরিক্ত পাচ্ছেন তাঁরা। এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হচ্ছেন 'নির্মল বন্ধু' এবং ভিসিডি ওয়ার্কাররা।

পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, আগামী মাস অর্থাৎ অগাস্ট থেকে এই বর্ধিত মজুরি কার্যকর হবে। নির্মল বন্ধু হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে পুরসভার অধীনে কাজ করছেন পাপ্পু পাসোয়ান ও আরমান বাসফোর। খুশির সুরে পাপ্পু বলেন, 'আমরা সকাল বেলায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে বর্জ্য সংগ্রহ করি। ২০২ টাকায় সংসার চালানো কঠিন ছিল। এখন ১০০ টাকা করে বেড়েছে, এটা আমাদের কাছে অনেক বড় পাওয়া।' আরমান জানালেন, 'মাসে ২৬০০ টাকা বাড়তি পাওয়া মানে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা কিংবা ঘর খরচে কিছুটা সুরাহা হবে।

শুধু নির্মল বন্ধুরাই নন, ভিসিডি ওয়ার্কাররাও একইভাবে উপকৃত হবেন। যাঁরা শহরের জঙ্গল পরিষ্কার, নর্দমা সাফাই এবং নানা কঠিন পরিষেবামূলক কাজে যুক্ত- তাঁদের ক্ষেত্রেও এই ১০০ টাকা বৃদ্ধির ঘোষণা কার্যকর হবে।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'আমরা সাফাইকর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবি ও বর্তমান বাজারদরের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অগাস্ট মাস থেকেই এই নতুন মজুরি তাঁরা পেতে শুরু করবেন। সাফাইকর্মীদের অবদান অনস্বীকার্য।'

তবে বিরোধী শিবির এখানেই থেমে থাকছে না। কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ও পুরসভার বিরোধী দলনেতা শান্তনু দেবনাথ বলেন, 'গত মাসে আমরা পুরসভায় স্মারকলিপি দিয়েছিলাম। আমাদের দাবি ছিল দৈনিক মজুরি ৩৮৩ টাকা করা হোক। সেটা এখনই হয়নি। যতদিন না সেই দাবি পূরণ হচ্ছে, ততদিন আমাদের আন্দোলন চলবে। তবে এটা সত্যি, ২০২ টাকা থেকে ৩০২ টাকা হওয়া একধরনের অগ্রগতি। এতে শ্রমিকদের সাময়িকভাবে উপকার হবে।'

মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে শহরে এখন আলোচনা তুঙ্গে। একদিকে নির্মল বন্ধু ও ভিসিডি ওয়ার্কারদের মুখে স্বস্তির হাসি, অন্যদিকে বিরোধীদের দাবিও রয়েছে আগের মতোই জোরালো। পুরসভার এই সিদ্ধান্তে কিছুটা হলেও ঘুরে দাঁড়ানোর আশা দেখছেন বহু কর্মী, যাঁরা প্রতিদিন সকাল থেকে শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে নীরবে কাজ করে চলেছেন।

আলিপুরদুয়ার পুরসভা।

প্রতিবাদ

আলিপুরদুয়ার, ১ জুলাই : তৃণমূলের বিজয় মিছিলে বোমাবাজিতে খুন হওয়া চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী তামান্না খাতুন এবং কসবার ল' কলেজে নির্যাতিতা তরুণীর ন্যায়বিচারের দাবিতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রতিবাদে মুখর হলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এদিন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আলিপুরদুয়ার জেলা শাখার উদ্যোগে কলেজ হল্টে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ সভা। ছিলেন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সংগঠনের প্রতিনিধিরা। সংগঠনের জেলা সম্পাদক জয়ন্ত সাহা বলেন, 'এই ঘটনা দুটি মনুষ্যত্বকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। আমরা এর পূর্ণ তদন্ত চাই এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দাবি করছি।'

সচেতনতা

ফালাকাটা, ১ জুলাই : ডেঙ্গি নিয়ে ধারাবাহিক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন শুরু করল ফালাকাটা পুরসভা। সোমবার থেকে পুরসভার ১৮টি ওয়ার্ডেই এই সচেতনতা শিবির শুরু হল। পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার সুবলকুমার দাস বলেন, 'এখন বৃষ্টি হচ্ছে। ফলে জল জমে তা থেকে মশাবাহিত নানা রোগ ছড়াতে পারে। আমরা তাই আগাম ডেঙ্গি নিয়ে সচেতনতা শিবির করছি। বাসিন্দাদের বোঝাচ্ছি। আগামী কয়েকদিন ধরেই এমন কর্মসূচি আমাদের চলবে।' পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ৬ নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিকদের নিয়ে সচেতনতা শিবির করা হয়। সেখানে ওয়ার্ডের মহিলারাও উপস্থিত ছিলেন। এমন কর্মসূচি আগামী ২২ তারিখ পর্যন্ত চলবে।

নৃত্যে সম্মান

আলিপুরদুয়ার, ১ জুলাই : ইন্টারন্যাশনাল মেগা সুপার ক্লাস ডান্স ও মিউজিক ফেস্টিভাল বঙ্গশ্রী কলকাতার আইসিসিআরএ অডিটোরিয়ামে ২৮ জুন ও ২৯ জুন অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্যোক্তা ছিল ভারত সরকারের অধীন কালচারাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন। আলিপুরদুয়ারের একটি সংগীত বিদ্যালয়ের নৃত্যশিল্পীরা সেখানে অংশ নিয়েছিলেন। ওই অনুষ্ঠানে তাঁরা বিশেষ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন দ্বিধিতি পান্ডে, সৃজা গুহ, প্রত্যুষা কুণ্ডু ও অর্পিতা কুণ্ডু।

কালভার্ট সংস্কার নিয়ে চাপানউতোর

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ১ জুলাই : কালভার্ট তুমি কার? আলিপুরদুয়ার পুরসভার? নাকি চাপরেরপার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের?

এই প্রশ্নের জবাব মিলছে না। আর জবাব মিলছে না বলেই সেই ভাঙাচোরা কালভার্টের সংস্কার করা হচ্ছে না। স্থানীয়দের ভোগান্তি কমছে না। আলিপুরদুয়ার শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে মনোজিৎ নাগ বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন সুভাষপল্লি দৈনিক বাজার থেকে কিছুটা এগিয়ে গেলেই শোভাগঞ্জ ও দ্বীপচরের সীমানায় রয়েছে সেই কালভার্ট। স্থানীয়রা বলছেন, দীর্ঘদিন থেকেই সেটির বেহাল দশা। তাঁরাই বলছেন, বছর সাতেক আগে সেই কালভার্ট বানানো হয়েছিল। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তা ভেঙে গিয়েছে। আর সংস্কার করা হয়নি। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন ৫০০-৭০০ জন যাতায়াত করেন। সামনে বাজার থাকায় অনেক ব্যবসায়ীও প্রতিনিয়ত এই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করেন। এদিকে কালভার্টটি ভাঙা থাকায় একটু ভারী বৃষ্টি হলেই জল জমে গিয়ে স্থানীয়দের ভোগান্তি বাড়ে। সমস্যার কথা স্থানীয়রা ওয়ার্ডের কাউন্সিলারকে জানিয়েছিলেন। তিনি সংস্কারের আশ্বাস দিলেও কাজ হয়নি।

স্থানীয় ব্যবসায়ী অনুকূল দেবনাথ বলেন, 'প্রতিদিন অনেক লোক এখান দিয়ে যাতায়াত করেন। কালভার্টটি বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, তাতে আমাদের যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে। প্রশাসন সংস্কার করুক।' আরেক বাসিন্দা উত্তম গুহর কথায়, 'আশ্বাস পেলেও কাজের কাজ আজও হয়নি। দ্রুত সংস্কার হোক।'

স্থানীয় কাউন্সিলার পার্থপ্রতিম মণ্ডল সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন। বলেন, 'স্থানীয়রা এবিষয়ে আমাকে আগে জানিয়েছেন। আমি চেয়ারম্যানকে বিষয়টি জানিয়ে দ্রুত সংস্কারের ব্যবস্থা করছি।'

তবে কাউন্সিলার আশ্বাস দিলে কী হবে, পুরসভা কি আদৌ ব্যবস্থা নেবে? কালভার্টটি বর্তমানে যে জায়গায় রয়েছে, তা পুরসভার এলাকাই নয় বলে দাবি করছেন পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর। তাঁর বক্তব্য, 'কালভার্টটি আমাদের পুর এলাকার মধ্যে পড়ছে না। ওটা পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে পড়ছে।'

সত্যিই কি তাই? এব্যাপারে জানতে চাওয়া হয়েছিল লাগোয়া চাপরেরপার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মাধবী রায়ের কাছে। তাঁর কথায়, 'ওই এলাকাটি আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়লেও সেই কালভার্টটার দেখভালের দায়িত্ব আলিপুরদুয়ার পুরসভারই।'

এসব জটে সংস্কার আটকে। আর স্থানীয়রা বলছেন, রাতে কালভার্ট সংলগ্ন এলাকায় অন্ধকার থাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। সুভাষপল্লি দৈনিক বাজারের সম্পাদক তুলসীদাস পণ্ডিত বলেন, 'অনেকদিন ধরে সেটি ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যদি মানুষ ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থে সংস্কার করে দেওয়া হয় তবে সকলেরই সুবিধা হবে।'

তাহলে কে সংস্কার করবে? পুরসভার চেয়ারম্যান সবশেষে আশ্বাস দিয়েছেন, 'স্থানীয় বাসিন্দারা আমাদের কাছে কালভার্ট সংস্কারের জন্য আবেদন করেছিলেন। সেই আবেদন অনুযায়ী মানুষের স্বার্থে আমরা এই কালভার্টটিকে দ্রুত সংস্কারের ব্যবস্থা করছি।'

> প্রতিদিন অনেক লোক এখান দিয়ে যাতায়াত করেন। কালভার্টটি বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, তাতে আমাদের যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে। প্রশাসন সংস্কার করুক।
>
> **- অনুকূল দেবনাথ**

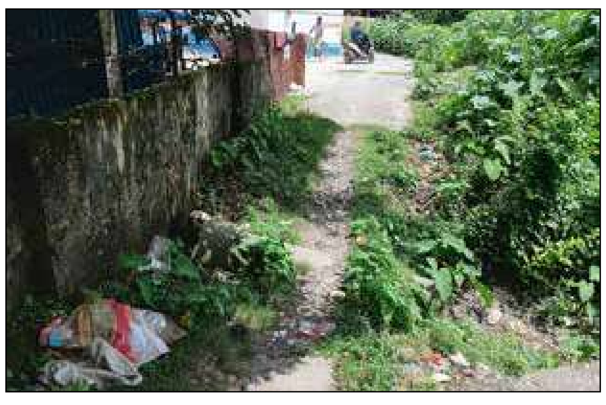

মনোজিৎ নাগ বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন বেহাল কালভার্ট।

রাহুলের দুষ্কর্মে মায়ের আশকারা

শিলিগুড়িতে পৌঁছাল গয়না লুট কাণ্ডের ধৃত ৩

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১ জুলাই : সন্তানরা ভুল পথে হাঁটতে শুরু করলে তো মায়েরই দায়িত্ব তাকে সঠিক দিশা দেখানো। ছোটবেলায় দুষ্টুমি করলে কমবেশি সকলের হাতে-পিঠে বেতের বাড়ি পরে। কড়া শাসন আর মাতৃস্নেহে আগলে রাখেন তাঁরা। অথচ হিলকার্ট রোডে গয়নার দোকানে ডাকাতির অভিযোগে ধৃত রাহুলকে লুটপাটের সামগ্রী সরাতে সাহায্য করলেন তাঁর মা। শিলিগুড়ি থেকে অপারেশন শেষে উত্তরপ্রদেশের দাঁদন থানা এলাকায় নিজের গ্রামের বাড়িতে না ঢুকে কাশগঞ্জে একটি ভাড়াবাড়িতে ঠাঁই নিয়েছিলেন রাহুল। তাঁর কাছে থাকা সোনা নিতে তাঁরই গ্রামের বাসিন্দা শ্যাম সিং সেখানে আসেন। এসেছিলেন রাহুলের মা কমলেশ দেবীও। একটু একটু করে লুটের সামগ্রী সরাচ্ছিলেন তাঁরা। এমনকি কিছু অংশ একটি দোকানে কমলেশ বিক্রিও করে দেন বলে অভিযোগ।

রবিবার সকালে ছেলের কাছ থেকে সোনা নিয়ে গ্রামের বাড়িতে ফেরার জন্য অপেক্ষা করার সময় কাশগঞ্জের বাসস্ট্যান্ডে গ্রেপ্তার হন কমলেশ। মঙ্গলবার আলাদা গাড়িতে রাহুল ও শ্যামের সঙ্গেই শিলিগুড়িতে আনা হয় ওই মহিলাকে। গয়নার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় মহম্মদ সামসাদ, সাফিক খান ও 'প্ল্যানার' মহম্মদ আসাদকে গ্রেপ্তারির পর থেকে তদন্তে উঠে এসেছিল 'রাহুল' প্রসঙ্গ। যাঁর নাম উত্তরবঙ্গ সংবাদ প্রথম প্রকাশ্যে আনে জুনের ২৮ তারিখ। তাঁকে গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসাটাও যে সময়ের অপেক্ষা, তা প্রকাশিত হয়েছিল ওই প্রতিবেদনে। জুনের ৮ ও ১৫ তারিখ সোনার দোকানে ট্রায়াল রানে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি গোটা পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল রাহুলের। ঘটনার দিনও সামনে থেকে অপারেশনে নেতৃত্ব দেন তিনি।

রাহুলের নাম আদতে সুমিত কুমার। দোকানে লুটপাটের পর থেকে এক মহিলা সহ তিনজনের ছবি ভাইরাল হয়েছিল। সেই তিনজনের মধ্যে একজন রাহুল। মহম্মদ সামসাদদের ছবি দেখিয়ে রাহুলকে চিহ্নিত করেন তদন্তকারীরা। পুলিশের হাতে আরও তথ্য আসে। রাহুল এর আগে সোনা লুটের অভিযোগে দীর্ঘদিন বিহারের বেগুসরাই সংশোধনাগারে বন্দি ছিলেন। উত্তরাখণ্ডে তিনি লুট করতে গিয়ে পুলিশের ওপর গুলি চালিয়েছিলেন। রাহুলের বিরুদ্ধে এমন গুচ্ছ তথ্য নিয়ে উত্তরপ্রদেশে শিলিগুড়ি পুলিশের একটি দল যায়। দিল্লিতেও গিয়েছিলে একটি টিম।

গত বৃহস্পতিবার দিল্লি ঘেঁষা উত্তরপ্রদেশের দাঁদনে অভিযুক্তের বাড়িতে যান তদন্তকারীরা। যদিও সেই বাড়ি ফাঁকা থাকায় খালি হাতে ফিরতে হয় তাঁদের। এরমধ্যেই রাহুল দিল্লি হয়ে উত্তরপ্রদেশ যাওয়ার পথে মোবাইলের সিম বদলে সেটা চালু করে দেন। ব্যাস, ফাঁদে পা। ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে পুলিশের নাগালে চলে আসেন তিনি। সূত্র মারফত পুলিশের কাছে খবর আসে, রাহুল মাথা ন্যাড়া করে ফেলেছেন। অবশেষে জুনের ২৮ তারিখ অর্থাৎ শনিবার রাতেই কাশগঞ্জে রাহুলের নেওয়া ভাড়াবাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। হকচকিয়ে যান রাহুল ও শ্যাম। এরপর ওই ভাড়াবাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কিছু পরিমাণ সোনা পায় পুলিশ। অভিযান হতেই ভাড়াবাড়ি থেকে রাহুলের মা কমলেশ পালিয়ে যান। তবে শেষরক্ষা হয়নি। রবিবার ভোরে স্থানীয় একটি বাসস্ট্যান্ডে পাকড়াও করা হয় তাঁকে। ব্যাগ থেকে বাজেয়াপ্ত হয় সোনা। লুটের সামগ্রী কোথায় কীভাবে বিক্রি করা হবে, সেটার রুটম্যাপও নাকি তৈরি করেছিলেন শ্যাম। তাঁর এক আত্মীয় ঘটনার দিন রাহুলের সঙ্গে ছিলেন বলেন সূত্রের খবর।

সেদিনই সিজিএম কাশগঞ্জে তুলে ওই তিনজনকে ট্রানজিট রিমান্ডে নেয় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। মঙ্গলবার ভোরে শহরে পৌঁছানোর কথা থাকলেও বিহার দিয়ে রাতে আসার সময় গাড়ির টায়ার ফেটে যাওয়ায় পথে বিলম্ব হয়। অবশেষে দুপুরে বাজেয়াপ্ত করা সোনা সহ তিনজনকে নিয়ে গাড়ি ঢোকে শিলিগুড়ি থানায়। বুধবার তাঁদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর জানালেন, ধৃতদের পুলিশ হেপাজতে নিয়ে তদন্ত করা হবে।

এবার চর্চায় থাকা আরও একটি নাম 'বাবা'র খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

যা ঘটেছে

- মঙ্গলবার ভোরে শহরে পৌঁছানোর কথা থাকলেও বিহার দিয়ে রাতে আসার সময় গাড়ির টায়ার ফেটে যাওয়ায় পথে বিলম্ব হয়
- অবশেষে দুপুরে বাজেয়াপ্ত করা সোনা সহ তিনজনকে নিয়ে গাড়ি ঢোকে শিলিগুড়ি থানায়
- বুধবার তাঁদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে

মলের দুর্গন্ধে হুলুস্থুল তুফানগঞ্জে

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১ জুলাই : দিনতিনেক ধরে মাঠের মধ্যে খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে মলের স্তূপ। তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানোর ফলে অতিষ্ঠ এলাকার বাসিন্দারা। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, দুর্গন্ধে অসুস্থ হয়ে তুফানগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এলাকার তিনজন। ঘটনাটি ঘটেছে নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিকারপুর এলাকায়। এলাকারই এক পরিবারের হঠকারী কাজের ফলে ওই সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এদিন স্থানীয়দের চরম ক্ষোভের জেরে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির উদ্যোগে অবশ্য সমস্যা মেটে।

স্থানীয়দের ক্ষোভ এমন আকার নেয় যে, পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় যেতে হয় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ও স্থানীয় উপপ্রধান কমলাকান্ত বর্মনকে। পরবর্তীতে উপপ্রধান উদ্যোগ নিলে শান্ত হন বাসিন্দারা। হঠাৎ কেন এই সমস্যা? খোঁজ নিয়ে জানা গেল, শিকারপুরের বাসিন্দা সহিদুল মিয়াঁ গত রবিবার নিজের বাড়ির মলের ট্যাংক সাফ করিয়েছেন সাফাইকর্মীদের দিয়ে। কিন্তু জমে থাকা মল আর মাটিচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করেননি। বরং বাড়ির পিছনে খোলা জায়গায় ফেলে রেখে দিয়েছেন।

গত তিনদিন ধরে সেই মলের স্তূপ সেখানে পড়ে রয়েছে। আর তাতেই বিপত্তি। খোলা জায়গায় মল ফেলে রাখাতেই দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। সেই বাড়ির আশপাশে প্রায় দশটি পরিবার বসবাস করে। তারা প্রথমে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, সহিদুলকে মল মাটিচাপা দিতে বললেই সেই বাড়ির লোকজন নাকি লাঠিসোঁটা নিয়ে মারতে আসেন প্রতিবেশীদের। সেইসঙ্গে চলে গালিগালাজও। তাই বিষয়টি স্থানীয়ভাবে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন এলাকাবাসী। স্থানীয় মোকসেদ আলির কথায়, 'দুর্গন্ধের জেরে বাড়িতে রান্না করতে পারছি না। মাছি ভনভন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' এতটাই দুর্গন্ধ যে, বাড়িতে টিকতে না পেরে দিনেরবেলা রাস্তায় থাকছেন তাঁরা। ঘটনায় ওই এলাকায় শিশু ও বয়স্ক সহ একাধিক বাসিন্দা অসুস্থ হয়েছেন। তুফানগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন মনিরা খাতুন, সাহিদা খাতুন ও মহিমা বিবি।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই মঙ্গলবার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বাসিন্দারা। এলাকাবাসীরা একত্র হয়ে ওই বাড়ি ঘেরাও করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ও উপপ্রধান। পরবর্তীতে উপপ্রধানের উদ্যোগে মাটিচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা হলে শান্ত হন বাসিন্দারা। উপপ্রধান কমলাকান্ত বলেন, 'পরবর্তীতে এরকম ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য পরিবারটিকে সতর্ক করা হয়েছে। আবার তাঁরা এমন কাণ্ড ঘটালে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সাবধান করা হয়েছে।' যদিও সেই পরিবার কেন খোলা অবস্থায় মলের স্তূপ ফেলে রেখেছিল, সে প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে চাননি সহিদুলরা।

মস্কোতে বক্তব্য রাখবেন দেবাদ্রি

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১ জুলাই : 'প্রাকৃতিক আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বিষয়ক' ২৪তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 'ডার্ক এনার্জি স্টারস ইন মডিফায়েড গ্র্যাভিটি' বিষয়ে বক্তব্য রাখতে মস্কো যাচ্ছেন কোচবিহার শহরের দেবাদ্রি ভট্টাচার্য। আগামী ৭ জুলাই থেকে ১০ জুলাই মস্কোর বউমান মস্কো স্টেট টেকনিকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই আন্তর্জাতিক সম্মেলন হবে। সেখানে বক্তব্য রাখতে আগামী ৪ জুলাই কোচবিহার থেকে তিনি রওনা দেবেন। দেবাদ্রি কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যায় স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত গবেষক। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় সহ গোটা জেলায় খুশির হাওয়া।

দেবাদ্রি বলেন, 'মস্কো থেকে এমন আমন্ত্রণ পেয়ে খুবই ভালো লাগছে। তবে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ প্রদীপকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা ছাড়া এই সম্মানপ্রাপ্তি কিছুতেই সম্ভব হত না।' পাশাপাশি ওই সম্মেলনে প্রদীপবাবুও বক্তব্য রাখবেন। কোচবিহার শহরের রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ রোডের বাসিন্দা দেবাদ্রি লেখাপড়ায় বরাবরই ভালো। কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুল থেকে ২০১৫ সালে তিনি উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন। এরপর কোচবিহারের আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক হন। পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করেন। বর্তমানে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যার গবেষক হিসাবে কাজ করছেন। ছেলের এমন সাফল্যে বাবা কোচবিহার জেলার প্রাক্তন সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক দেবাশিস ভট্টাচার্য ও মা সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য অত্যন্ত খুশি। তাঁরা জানিয়েছেন, ছেলের এমন সাফল্যে বাবা-মা হিসাবে সত্যিই গর্ব হচ্ছে।

জখম তরুণ

ফালাকাটা, ১ জুলাই : মঙ্গলবার রাতে পথ দুর্ঘটনায় জখম হলেন এক তরুণ। ফালাকাটা ব্লকের গোকুলনগরে একটি নতুম কালভার্টের কাজ হচ্ছে। সেই কালভার্টেই ধাক্কা লেগে বাইক নিয়ে পড়ে যান প্রসেনজিৎ রায় নামে এক তরুণ। তিনি মাথায় চোট পান। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান।

'প্লাস্টিক দাও, পুরস্কার নাও'

পড়ুয়াদের জন্য অভিনব প্রতিযোগিতা জেলা পরিষদের

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১ জুলাই : প্লাস্টিক দাও, প্রকৃতি বাঁচাও, আর পুরস্কার নাও। পরিবেশ রক্ষায় এমনই ক্যাচলাইন তৈরি করে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে অভিনব প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ। বুধবার জেলার প্রতিটি প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক, উচ্চবিদ্যালয়ের পাশাপাশি শিশুশিক্ষাকেন্দ্র, মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র, মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা এতে অংশ নেবে। বিষয়টি শুধু এখানেই থেমে নেই, স্কুল ও আশপাশের লোকালয় থেকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শুকনো প্লাস্টিক সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্লকে থাকছে প্রথম ৩ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য পুরস্কার। পাশাপাশি, সেরা ৩টি স্কুলকে দেওয়া হবে জেলা স্তরের পুরস্কার। অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) রৌনক আগরওয়াল বলেন, 'প্লাস্টিকমুক্ত পরিবেশ গঠনে ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করার লক্ষ্যে এই পরিকল্পনা। আগামী ৩ তারিখ সেরাদের পুরস্কৃত করা হবে।'

জানা গিয়েছে, পড়ুয়ারা যে প্লাস্টিক সংগ্রহ করবে তা আলাদাভাবে প্রত্যেকের নামে স্কুলগুলি অন্য আরেকটি বড় প্লাস্টিকে অস্থায়ী ডোনেশন সেন্টারে রেখে দেবে। মেপে দেখা হবে কে কতটা প্লাস্টিক সংগ্রহ করেছে। সবমিলিয়ে একেকটি স্কুল কত পরিমাণ প্লাস্টিক দিল, সেই তথ্য নথিবদ্ধ করা হবে। বিডিও অফিসগুলি এরপর প্রতিটি স্কুল থেকে ওই প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণের জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিটগুলিতে পাঠিয়ে দেবে। ব্লক স্তরের সেরা ৩ জনের জন্য আর্থিক পুরস্কারমূল্য যথাক্রমে ৩, ২ এবং ১ হাজার টাকা। জেলা স্তরের সেরা ৩ স্কুলকে দেওয়া হবে যথাক্রমে ২০, ১০ ও ৫ হাজার টাকা।

ফি বছর ৩ জুলাই আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগমুক্ত দিবস হিসেবে পালন করা হয়। নতুন প্রজন্মের কাছে প্লাস্টিকের কুফল তুলে ধরে সচেতনতা তৈরির জন্য এবার জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এমন উদ্যোগ। ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে প্লাস্টিক সংগ্রহ করবে, স্কুলগুলি পড়ুয়াদের কীভাবে সহযোগিতা করবে, তা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। পড়ুয়াদের যাতে গ্লাভস, মাস্ক দিয়ে সহযোগিতা করা হয়, জানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রধান শিক্ষক ও টিআইসিদের। কর্মসূচি নিয়ে জেলা পরিষদের তরফে ভার্চুয়ালি একটি সভা আয়োজনের পর মঙ্গলবার সর্বত্র গাইডলাইন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। স্কুলগুলিকে প্লাস্টিকের বিপদ নিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে সচেতনতামূলক আলোচনা করার কথাও বলা হয়েছে।

এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছে শিক্ষক মহল। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভাপতি অঞ্জন দাস বলেন, 'প্রতিযোগিতাকে ঘিরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উদ্দীপনা তৈরি হওয়ার পাশাপাশি প্লাস্টিকমুক্ত স্কুল গড়ে তুলতেও এই কর্মসূচি দারুণভাবে সহায়ক হবে।' এবিটিএ-র জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ রায় বলেন, 'ভালো উদ্যোগ। তবে দু'একদিনের জন্য নয়, ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। তবেই এর আসল সুফল মিলবে।'

প্রার্থনার আগে স্কুল সাফাইয়ে ব্যস্ত পড়ুয়ারা। -ফাইল চিত্র

কলকাতার বাস বন্ধ

প্রথম পাতার পর

রুটের বাস পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।'

আলিপুরদুয়ার-কলকাতা রুটের বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা অবশ্য নতুন নয়। এর আগেও একাধিকবার এই পরিষেবা বন্ধ হয়েছে। এমনকি পুজোর মরশুমে, যখন চাহিদা বেশি থাকার কথা, তখনও এই বাস পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

আলিপুরদুয়ার ডিপো সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় পঞ্চাশ আসনের ওই বাস সোম, বুধ ও শুক্রবার আলিপুরদুয়ার থেকে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করে। কলকাতা থেকে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার আলিপুরদুয়ারের উদ্দেশে রওনা দেয়। কারও কলকাতা যাওয়ার দরকার হলে আর ট্রেনের টিকিট না পেলে বিকল্প হিসেবে এই বাস একটা বড় ভরসা। অফিসের কাজ হোক, ডাক্তার দেখানো হোক বা পড়াশোনা সহ ব্যবসায়িক কাজকর্ম, এই বাসের চাহিদা ছিল। তবে সম্প্রতি গরম বাড়তেই সড়কপথে কলকাতা যাত্রাকে এড়িয়ে চলছেন অনেকে। তাছাড়া বর্ষার জন্য জঙ্গল বন্ধ হওয়ায় আলিপুরদুয়ারে পর্যটকদের আনাগোনাও কমেছে। তাতেও টিকিটের চাহিদা কমেছে। বর্তমানে জনা দশেক যাত্রীও হচ্ছিল না কোনও কোনও দিন। এদিকে, বাস চালিয়ে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছিল। তবে চাহিদা বৃদ্ধি পেলেই আবার স্বাভাবিকভাবে আলিপুরদুয়ার-কলকাতা রুটে বাস চালানোর আশ্বাস দিচ্ছেন নিগমের কর্তারা।

এব্যাপারে টাউন ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি রানা চক্রবর্তী বলেন, 'কলকাতার যাত্রীরা সাধারণত ট্রেনে যাতায়াত করাই পছন্দ করেন। সেই যাত্রা তুলনামূলক আরামদায়ক। এখনও পর্যাপ্ত ট্রেনের টিকিট থাকায় ট্রেনযাত্রাকেই বেছে নেওয়া হচ্ছে। সেজন্য হয়তো বাসের যাত্রী কমেছে।'

গ্রেপ্তার স্বামী

বারবিশা, ১ জুলাই : বধূ নির্যাতনের অভিযোগে স্বামীকে গ্রেপ্তার করল কুমারগ্রাম থানার বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনায় ভলকা বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব শালবাড়িতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত বধূর নাম শ্রীমতী বর্মন। তাঁর বাপের বাড়ির অভিযোগ, দিনের পর দিন শ্বশুরবাড়ির নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বিষপান করে আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি।

বৈঠক

শামুকতলা, ১ জুলাই : মহরম আয়োজক কমিটিগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ এবং সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করা নিয়ে বৈঠক করল শামুকতলা থানার পুলিশ। সরকারি নিয়ম মেনে মহরম পালন করার কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য। অস্ত্র প্রদর্শন না করা এবং সরকারিভাবে দেওয়া রুট এবং সময় মেনে শোভাযাত্রা বের করার বার্তা দিয়েছে পুলিশ।

ঘুমে গেটম্যান

ময়নাগুড়ি, ১ জুলাই : ট্রেনচালক ১০ মিনিট ধরে জোরে হর্ন দিলেও ঘুম ভাঙেনি গেটম্যানের। পরে গেটম্যানের এক সহকর্মী তার ঘুম ভাঙিয়ে গেট বন্ধ করান। তারপর ট্রেনচালক ট্রেন এগিয়ে নিয়ে এসে সুইচ রুমের সামনে দাঁড়ান। মঙ্গলবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি রোড বাজার লেভেল ক্রসিংয়ে।

জখম সহপাঠী

প্রথম পাতার পর

আন্দোলনকারী স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকরা। অভিভাবকদের দাবি ছিল, অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। শেষে দ্রুত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে ৪টা নাগাদ অবরোধ ওঠে।

খগেনহাট জুনিয়ার গার্লস হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া রিমি শৈব বলে, 'এই রাস্তা দিয়ে স্কুল শুরুর সময়ে প্রচুর ট্র্যাক্টর-ট্রলি ও ছোট গাড়ি চলে। আমরা সহজে রাস্তা পার হয়ে স্কুলে ঢুকতে পারি না। নিরাপত্তার দাবিতে আমরা র‌্যালি করেছি।' পঞ্চম শ্রেণির রিয়া রায়েরও একই কথা। সে বলে, 'আমাদের পাশ দিয়ে জোরে জোরে গাড়ি যায়। ভয় করে।' সমস্যা নিয়ে সরব হয়েছে অষ্টম শ্রেণির তানিয়া সুলতানাও।

২ ডাক্তারকে সংবর্ধনা

নিউজ ব্যুরো

১ জুলাই : ডাঃ বিসি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পালন করা হল ডক্টরস ডে ২০২৫। শুধু ডক্টরস ডে নয়, বছরভর কলেজে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হচ্ছে সিলভার জুবিলি। মঙ্গলবার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি দুর্গাপুরের দুজন বিশিষ্ট ডাক্তারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁরা ছিলেন সিনিয়ার জেনারেল ফিজিশিয়ান ডাঃ বিদ্যুৎবরণ সেনাপতি এবং সিনিয়ার চাইল্ড স্পেশালিস্ট ডাঃ মলয় নন্দী। বিসিআরইসি-র অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় এস পাওয়ার অতিথিদের স্বাগত জানান।

সিলভার জুবিলির মেমেন্টো এবং সংবর্ধনা দেন ডাঃ বিসি রায় সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারি তরুণ ভট্টাচার্য, সোসাইটির চিফ অ্যাডভাইজার সৈকত মৈত্র, ট্রেজারার জার্নাইল সিং, ভাইস প্রেসিডেন্ট মিতা মিত্র এবং সোসাইটির অন্য সদস্যরা।

হুমকি ট্রাম্পের

প্রথম পাতার পর

সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজের সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল-এ লেখেন, 'ইতিহাসে এলন মাস্কের মতো এত ভরতুকি কেউ পাননি। উনি যদি সরকারি সহায়তা না পান, তবে দোকান বন্ধ করে দেশে (দক্ষিণ আফ্রিকায়) ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।' মাস্ক আমেরিকার নাগরিক হলেও জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়। তাই তাঁকে নিজের জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার কথা বলে তিনি কটাক্ষ করলেন বলে মনে করা হচ্ছে।

ট্রাম্পের বক্তব্য, 'ডজ (টেসলা'র খরচ কমানো সংক্রান্ত বিভাগ) যেন একবার দেখে, কত টাকা ভরতুকি গিয়েছে মাস্কের কোম্পানিতে। রকেট, স্যাটেলাইট, ইলেক্ট্রিক গাড়ি সব বন্ধ হলে আমেরিকার অনেক টাকা বাঁচবে!' এমন কটাক্ষে মুখ বুজে থাকেননি মাস্ক। ট্রাম্পের ভরতুকি বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারির জবাব দিয়েছেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, অবিলম্বে ট্রাম্পের 'নির্দেশ' মেনে পদক্ষেপ করা উচিত মার্কিন প্রশাসনের। মাস্কের কথায়, 'আমি নিজেই বলছি, সব ভরতুকি বন্ধ করো, এখনই! তারপর দেখছি।' তাঁর এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসার পর অনেকে মনে করছেন, সংস্থার ভরতুকি বন্ধ হলেও তাঁকে যে 'পাততাড়ি গুটিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ফিরে যেতে' হবে না, সে ব্যাপারে মাস্ক আত্মবিশ্বাসী।

ট্রাম্পের প্রস্তাবিত বিলকে 'ঋণের দাসত্ব' আখ্যা দিয়ে মাস্কের দাবি, এই বিল জাতীয় ঋণের পরিমাণ ৩ লক্ষ কোটি ডলার বাড়িয়ে দেশকে দেউলিয়া করে দেবে।

হুমকির সুরে তিনি বলেন, ''আমরা এখন একদলীয় দেশে বাস করছি, যার নাম 'পোর্কি পিগ পার্টি'। সময় এসেছে নতুন রাজনৈতিক দল 'আমেরিকা পার্টি' গড়ার।''

সেনার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উদয়নের

চাঁচল ও হরিশ্চন্দ্রপুর, ১ জুলাই: ফের বিতর্কিত মন্তব্য উদয়ন গুহর মুখে। এবার তিনি গৌড়বঙ্গে পা রেখে পহলগামে জঙ্গি হামলায় সেনার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। যথারীতি তাঁর এমন মন্তব্য নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। পালটা আক্রমণ শানিয়েছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি।

ফের বেফাঁস মন্তব্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়নের মুখে। মঙ্গলবার হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজে নতুন ভবনের উদ্বোধনী মঞ্চে দিনহাটার বিধায়ক বলেন, 'সেনার ব্যর্থতার জন্য পহলগামে জঙ্গি হামলা হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেন ঢিলে ছিল?' অপারেশন সিঁদুর নিয়ে তাঁর দাবি, 'শুধু জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস হয়েছে। চারজন জঙ্গিকে নিকেশ কেন করা হল না? ভিনদেশের প্রেসিডেন্ট যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করলেন।' প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'মোদি শুধু সেনাবাহিনীর পোশাক পরে যুদ্ধবিমানে ঘুরে বেড়ান। ওঁর যদি এতই সাহস থাকে, তবে বন্দুক হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে কেন যাচ্ছেন না?' তাঁর এমন মন্তব্য ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। যথারীতি পালটা আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, 'এই লোকটি মুখ খুললেই কুকথা বের হয়। আর তৃণমূল নেতারা মোদি এবং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে দেশবিরোধী শক্তিদের উৎসাহ জোগাচ্ছে। এই সব কথা বললে এরপর মানুষই তাড়া করবে।'

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাসের জন্য এদিন মালদার চাঁচল ও হরিশ্চন্দ্রপুরে আসেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন। হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজের নতুন ভবনের উদ্বোধন ছাড়াও ছয়টি রাস্তার শিলান্যাস এবং তিনটি রাস্তার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। এদিন তাঁর কর্মসূচি শুরু হয় চাঁচল থেকে। চাঁচলের বিভিন্ন এলাকায় ১৩ কোটি টাকার রাস্তা এবং মালতীপুর বিধানসভায় ১০ কোটি টাকার রাস্তার কাজের সূচনা করেন। তাঁর বক্তব্য শুরু হতেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

পকেটমারির ভয়

প্রথম পাতার পর

কখন যে ব্যাগ থেকে টাকা চুরি গিয়েছে সেটা তিনি বুঝতেই পারেননি।

একইরকম অবস্থা শিবকাটা এলাকার বাসিন্দা ময়না খাতুনের। তাঁর ব্যাগ থেকে দেড় হাজার টাকা চুরি যায়। মথুরা এলাকার বাসিন্দা কল্যাণী সরকার জানান, তাঁর ব্যাগ থেকে গায়েব হয়েছে ১,৯০০ টাকা।

প্রায় ছয় মাস আগে একবার জেলা হাসপাতালে এইরকম পকেটমারের উৎপাত নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল। তখন পুলিশের টহল শুরু হতেই সেসব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সম্প্রতি আবার মাথাচাড়া দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। পুলিশ মনে করছে, এই পকেটমারের দলে মহিলারা রয়েছে। তারা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে মহিলাদের সঙ্গে। আর সুযোগ বুঝে ব্যাগ ফাঁকা করে দেয়।

কোর্টে প্রশ্নে

প্রথম পাতার পর

'দাগিদের' পরীক্ষায় বসার সুযোগ সংক্রান্ত মামলায় অবশ্য পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াটি নিয়ে নতুন জটিলতা তৈরির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। হাইকোর্ট এই বিজ্ঞপ্তিতে বৈধতা না দিলে এসএসসির পক্ষে বিজ্ঞপ্তি সংশোধন বা নতুন করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ছাড়া উপায় থাকবে না। তাতে পুরো প্রক্রিয়াটি দেরি হতে পারে। এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরিহারাদের মধ্যে যোগ্য শিক্ষকদের কাজ করা ও বেতন পাওয়ার মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর শেষ হয়ে যাবে। তার আগে সমস্যা না মিটলে যোগ্য শিক্ষকরা বিপাকে পড়তে পারেন।

জীবনযুদ্ধে বিরাম নেই

বৃষ্টিতে স্কুল থেকে ফেরার পথে। মঙ্গলবার নদিয়ায়। ছবি : পিটিআই

কোমা'র পথে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পাতার পর

কেন হল না সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক অর্ধেন্দু মণ্ডল। তাঁর কথা, 'আমরা বারবার সব মহলে অনুরোধ করছি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাঁকা পদগুলি দ্রুত পূরণ করার জন্য। কেউ কথা শুনছে না। ফলে আমাদের সবাইকে ভুগতে হচ্ছে।'

২০২১-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ফিন্যান্স অফিসারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদটিও ফাঁকা। ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারি থেকে খালি পড়ে রয়েছে অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসারের চেয়ার। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৪৯টি কলেজ। সেই কলেজগুলির দেখভালের দায়িত্ব কলেজ পরিদর্শকের।

২০২৪-এর এপ্রিল থেকে সেই পদে লোক নেই। পরীক্ষা পরিচালনার মূল দায়িত্ব যাঁর কাঁধে সেই পরীক্ষা নিয়ামক অবসর নিয়েছেন ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। এখনও ক্যাম্পাস স্থায়ী পরীক্ষা নিয়ামকহীন। কয়েক বছর ধরে নেই স্টেট অফিসার, নিরাপত্তা আধিকারিকও। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় দেখভালের মূল দায়িত্ব যাঁদের উপর থাকে সেই কলা ও বিজ্ঞান- দুই বিভাগের ডিনের পদগুলিও খালি পড়ে। এক শিক্ষককে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হলেও তিনি চাপ সামলাতে পারছেন না।

অন্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ উপাচার্য নেই। আর যাঁদের উপর বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁরা আইনের গ্যাঁড়াকলে পড়ার ভয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছেন না। উপাচার্য না থাকায় বছর দুয়েক হল বন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির বৈঠক। ফলে কোনও সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা যাচ্ছে না। শিক্ষকদের অভিযোগ, সবথেকে বেশি ক্ষতি হচ্ছে গবেষণায়। গবেষণায় পিছিয়ে পড়ায় ইতিমধ্যেই ন্যাকের মূল্যায়নে একধাপ নীচে নেমেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান। আর প্রশাসনিক অচলাবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ার মতো দশা হয়েছে গবেষণার। পদাধিকারবলে উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অফ রিসার্চ স্টাডিজের চেয়ারম্যান।

তিনি না থাকায় একদিকে গবেষণা সংক্রান্ত বহু সিদ্ধান্ত থমকে রয়েছে। অন্যদিকে অর্থ খরচের অনুমোদন না থাকায় বিভিন্ন সরঞ্জামের অভাবে গবেষণাগারগুলি ধুঁকছে। কোটি কোটি টাকার যন্ত্রাংশ পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে।

২০১৭ সালের আইন অনুসারে জরুরি পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনও সমস্যা মেটাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সেই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। সেই আইনেই প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসকও নিয়োগ করতে পারে রাজ্য। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা সংসদ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে একাধিক পদক্ষেপ করতে পারে। তা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে কোমার পথে এগিয়ে যাওয়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কোনও হেলদোল নেই শিক্ষা দপ্তরের।

(চলবে)

বুমরাহ প্রশ্নের উত্তর নেই গিলের কাছেও

সংশয় নিয়েই প্রস্তুতিতে জসপ্রীত বুমরাহ। মঙ্গলবার বার্মিংহামে।

বার্মিংহাম, ১ জুলাই : জসপ্রীত বুমরাহ কি খেলছেন দ্বিতীয় টেস্টে?

প্রশ্নটা ধারাবাহিকভাবে উঠে চলেছে। নিয়মিত চর্চাও চলছে। কিন্তু স্পষ্ট জবাব কিছুতেই মিলছে না। বুমরাহ নিয়ে এক অদ্ভুত রহস্য তৈরি হয়েছে।

গতকাল ভারতীয় দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেট সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে খোলসা করে কিছু জানাননি। আজ এজবাস্টনে ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন। বুমরাহ নিয়ে তিনিও নয়া দিশা দিতে ব্যর্থ। বরং টিম ইন্ডিয়ার টপ অর্ডার ব্যাটারদের আরও বেশি দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। হেডিংলে টেস্টে দারুণ শুরুর পরও ম্যাচ হেরে সিরিজে ইতিমধ্যেই পিছিয়ে পড়েছে টিম ইন্ডিয়া। প্রথম টেস্ট হারের পর ভারত অধিনায়ক শুভমানের মনে হয়েছে, হেডিংলের মাঠে দুই স্পিনার থাকলে হয়তো খেলার ফল অন্য হতে পারত। তাই বুধবার থেকে শুরু হতে চলা এজবাস্টন টেস্টে জোড়া স্পিনারের ভাবনা প্রবলভাবে রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে।

কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে প্রশ্ন একটাই, সেই বুমরাহ। তিনিই যে টিম ইন্ডিয়ার পরিত্রাতা, মসিহা- সবারই জানা। তাই আজ ভারত অধিনায়ক শুভমানের সাংবাদিক সম্মেলনের প্রথম প্রশ্নই ছিল বুমরাহ। শুভমান বলেছেন, 'জসপ্রীত বুমরাহকে পাওয়া যাবে। ওকে নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে খেলার আগে। পরিবেশ, পরিস্থিতি সব বিবেচনার পরই বুমরাহকে নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। আমরা এমন বোলিং কম্বিনেশন চাইছি, যেখানে বিপক্ষের ২০টি উইকেট দখল করা যায় সহজে।' বুমরাহ খেললে ভারতের কম্বিনেশন একরকম হবে। তিনি না খেললে কম্বিনেশন হবে ভিন্ন। ঠিক কেমন কম্বিনেশন চাইছেন ভারত অধিনায়ক? খোলসা করে কিছু বলতে চাননি শুভমান। তাঁর কথায়, 'এখনই এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। তবে এটুকু বলতে পারি, পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে আমরা সেরা একাদশই মাঠে নামাব।'

> জসপ্রীত বুমরাহকে পাওয়া যাবে। ওকে নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে খেলার আগে। পরিবেশ, পরিস্থিতি সব বিবেচনার পরই বুমরাহকে নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। আমরা এমন বোলিং কম্বিনেশন চাইছি, যেখানে বিপক্ষের ২০টি উইকেট দখল করা যায় সহজে।
>
> **শুভমান গিল**

লিডস টেস্টের একটা বড় সময় ম্যাচের রাশ ছিল টিম ইন্ডিয়ার দখলে। কিন্তু তারপরও শেষরক্ষা হয়নি। কেন? ভারতীয় দলের অন্দরে প্রথম টেস্টের ময়নাতদন্তে উঠে এসেছে জোড়া স্পিনারের বিষয়। সম্ভবত সেই কারণেই এজবাস্টনে জোড়া স্পিনারে প্রথম একাদশ নামাতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। অধিনায়ক শুভমানের কথায়, 'প্রথম টেস্টের শেষদিকে আমাদের মনে হয়েছিল, দলে দুইজন স্পিনার থাকলে ভালো হত। সেটা হয়নি। এজবাস্টনে আমরা জোড়া স্পিনারের কথা ভাবছি। কিন্তু এখনও চূড়ান্ত হয়নি। আগামীকাল খেলা শুরুর আগে পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেব আমরা।' বুমরাহ থেকে শুরু করে দলের কম্বিনেশন- কোনও কিছু নিয়েই স্পষ্টভাবে কিছু জানাতে ব্যর্থ ভারত অধিনায়ক একটা বিষয় অবশ্য স্পষ্ট করেছেন। জানিয়েছেন, দলের টপ অর্ডার ব্যাটারদের থেকে আরও বেশি দায়বদ্ধতা চাইছেন তিনি। হেডিংলে টেস্টের দুই ইনিংসেই টিম ইন্ডিয়ার লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল। সেই ব্যর্থতার রেশ কাটেনি এখনও। তার মধ্যেই আজ অধিনায়ক শুভমান বলেছেন, 'আমাদের ব্যাটিং নিয়েও আলোচনা করেছি আমরা। হেডিংলে টেস্টের দুই ইনিংসেই আরও বেশি রান করা উচিত ছিল আমাদের। কিন্তু সেটা হয়নি। আমার মনে হয়, দলের টপ অর্ডার ব্যাটারদের আরও বেশি দায়িত্ব নিতে হবে।'

ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, এজবাস্টনের মাঠে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য অপয়া। অভিশপ্তও। এজবাস্টনে কখনও জয় পায়নি টিম ইন্ডিয়া। এবার ছবিটা বদলাবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে শুভমান-গৌতম গম্ভীররা নিশ্চিতভাবেই অগ্নিপরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে।

কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে পরামর্শ ডুবে শুভমান গিল।

'জসপ্রীতকে বিশ্রাম দিলে হারবে ভারত'

বার্মিংহাম, ১ জুলাই : মাঝে আর কয়েক ঘণ্টা।

বুধবার বার্মিংহামে শুরু দ্বিতীয় টেস্ট। সিরিজের প্রথম টেস্ট জিতে আত্মবিশ্বাসী ইংল্যান্ড। ভারতের সেখানে ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ। যদিও গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আদৌ দলের সেরা বোলিং অস্ত্র জসপ্রীত বুমরাহকে পাওয়া যাবে কি না, নিশ্চিত নয়। ভারতীয় থিংকট্যাংক বুমরাহকে নিয়ে তাসটা আগেভাগে খেলতে রাজি নয়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সিদ্ধান্ত ঝুলিয়ে রাখছে।

যদিও বুমরাহকে নিয়ে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তা ঘিরে ইংল্যান্ড ক্রিকেটমহলের টার্গেটে ভারতীয় দল।

গম্ভীরদের খোঁচা উডের

দাবি, বুমরাহহীন ভারতীয় বোলিং আরও দুর্বল হবে। সেক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে বার্মিংহামেও হার এড়ানো কঠিন। ইংল্যান্ডের জোরে বোলার মার্ক উডের সাফ দাবি, বুমরাহহীন ভারতীয় বোলিংয়ের পক্ষে সফল হওয়া মুশকিল।

চোটের জন্য চলতি ভারত সিরিজে না থাকা উড বলেছেন, 'ওদের পক্ষে ০-২ ব্যবধানে পিছিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়া কঠিন। ফলে দলের সেরা বোলারকে দরকার। আমার মনে হয় না, বুমরাহও দলকে বলেছে লর্ডসে, বার্মিংহামে খেলবে না। আমার ধারণা, দুইটি ম্যাচেই খেলবে। কারণ, বার্মিংহামে ভারত ১-১ করতে সক্ষম হলে সিরিজের পরিস্থিতি বদলে যাবে। সফরকারী বোলাররা সবসময় ইংল্যান্ডে টেস্ট খেলার জন্য মুখিয়ে থাকে। বুমরাহ আলাদা নয়।'

প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল আথারটনের অনুমান, বুমরাহ সম্ভবত ম্যাঞ্চেস্টারে অনুষ্ঠিত চতুর্থ টেস্টে বিশ্রাম নিতে পারে। বলেছেন, 'ভারতীয় থিংকট্যাংক হয়তো সিদ্ধান্তের ভার বুমরাহর ওপরই ছাড়বে। আর লর্ডসে খেলার সুযোগ কেউ হাতছাড়া করতে চায় না। কারণ, লর্ডসের অনার্স বোর্ডে নিজের নাম দেখতে চায় সবাই। অপরদিকে, ক্রিকেটীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেও বার্মিংহামে পেস সহায়ক পিচ থাকে। রিভার্স সুইংও ফ্যাক্টর।'

পাশাপাশি বুধবার শুরু দ্বিতীয় টেস্টে কুলদীপ যাদবকে খেলানোর পরামর্শও দিচ্ছেন আথারটন। প্রাক্তনের ধারণা, বোলিং বৈচিত্র্য বাড়াতে কুলদীপের শরণাপন্ন হবে গম্ভীররা। বার্মিংহামে ১-১ করতে হলে ভারতের হাতে এর চেয়ে ভালো অস্ত্র নেই। আথারটনের কথার জের টেনে নাসের হুসেনের দাবি, রবীন্দ্র জাদেজা তাঁর নামের প্রতি সুবিচার করতে ব্যর্থ। ইংল্যান্ডের তরুণ স্পিনার শোয়েব বশিরও সাফল্য পেয়েছেন। সেখানে জাদেজার ব্যর্থতা দৃষ্টিকটু।

নাসের লিখেছেন, 'ভারতের মাটিতে বল টার্ন করে। কিন্তু ইংল্যান্ডের পরিস্থিতি আলাদা। ফলে পিচের রাফটা ব্যবহার করা জরুরি। কিন্তু বেন ডাকেটের বিরুদ্ধে সেই রাফটা খুঁজে পায়নি জাদেজা! শেষদিকে বেন স্টোকসকে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলাটুকু সরিয়ে রাখলে সেভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। ভারতের উচিত দ্বিতীয় স্পিনার হিসেবে কুলদীপ যাদবকে খেলানো। দুইদিকে স্পিন করাতে পারে। রিস্ট স্পিনার। অনেক বেশি কার্যকর হবে বলে আমার ধারণা।'

এজবাস্টনে দুই স্পিনারে ভারত

মিলল প্যাকেট ■ শুভমানদের চলাফেরায় সাময়িক নিষেধাজ্ঞা

বার্মিংহাম, ১ জুলাই : মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে বদলে গিয়েছে ছবিটা! হেডিংলের দুর্দান্ত শুরু। টেস্ট ম্যাচের একটা বড় সময় দাপট দেখানো। দুই ইনিংস মিলিয়ে পাঁচ শতরানের রোমান্স, সবই এখন উধাও।

মাঝে পেরিয়ে গিয়েছে আরও একটি সপ্তাহ। এজবাস্টনের মাঠে বুধবার থেকে শুরু হতে চলেছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় টেস্ট। আর সেই টেস্টের আগে দুই শিবিরে অদ্ভুত বৈপরীত্য। সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকার আত্মবিশ্বাসে ভর করে বেন স্টোকসের ইংল্যান্ড এজবাস্টন টেস্টের প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দিয়েছে। চমকপ্রদভাবে জোফ্রা আর্চার স্কোয়াডে থাকার পরও তাঁর কথা বিবেচনা করা হয়নি। বরং উইনিং কম্বিনেশন ধরে রেখে টিম ইন্ডিয়াকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন স্টোকসরা। তুলনায় ভারতীয় শিবিরে গুমোট পরিবেশ।

ভারতীয় ক্রিকেটমহলে প্রশ্ন একটাই, জসপ্রীত বুমরাহ কি এজবাস্টনে খেলবেন? আজও বিষয়টি স্পষ্ট হয়নি। অধিনায়ক শুভমান গিল সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বুমরাহ নিয়ে নতুন কোনও দিশা দিতে পারেননি। এমনকি টিম ইন্ডিয়ার কম্বিনেশন প্রসঙ্গও এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। বুমরাহ না খেললে ভারতীয় বোলিং যে আরও দুর্বল হয়ে যাবে, সেটা জানা বা বোঝার জন্য ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। রবি শাস্ত্রীর মতো অভিজ্ঞ, টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ পর্যন্ত বুমরাহকে প্রথম একাদশে রাখার জন্য সওয়াল করেছেন। তারপরও কি ছবিটা বদলাবে?

ইংল্যান্ড বনাম **ভারত**
দ্বিতীয় টেস্ট আজ থেকে
সময় : দুপুর ৩.৩০ মিনিট, **স্থান :** বার্মিংহাম
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও হটস্টার

এরই মাঝে হঠাৎ করেই ভারতীয় ক্রিকেটারদের স্বাভাবিক চলাফেরায় বাধা এসেছিল। টিম হোটেল সংলগ্ন সেন্টেনারি স্কোয়ার চত্বরে পাওয়া যায় সন্দেহজনক প্যাকেট। তারপরই বার্মিংহাম সিটি সেন্টার পুলিশের তরফে সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় জানানো হয়, 'সেন্টেনারি স্কোয়ার সংলগ্ন এলাকা কিছুক্ষণের জন্য ঘিরে রাখা হয়েছে। নিরাপত্তাজনিত কারণে ওই এলাকার কিছু বিল্ডিং ফাঁকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' ভারতীয় দলের বাইরে বেরোনোর ওপরও জারি হয় নিষেধাজ্ঞা। যদিও এক ঘণ্টা পর তা তুলে নেওয়া হয়।

গত কয়েকদিনের ভারতীয় দলের অনুশীলন থেকে একটা বিষয় অবশ্য স্পষ্ট হয়েছে। সেটা হল, প্রথম একাদশে একাধিক পরিবর্তন হতে চলেছে এজবাস্টন টেস্টে। শার্দূল ঠাকুরের পরিবর্তে নীতীশ কুমার রেড্ডি দলে ঢুকছেন। বুমরাহ না খেললে আকাশ দীপের প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়া সময়ের অপেক্ষা। বড় অঘটন না হলে দুই স্পিনারে প্রথম একাদশ গড়তে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে দ্বিতীয় স্পিনারের জায়গা নিয়ে শুরু হয়েছে প্রবল যুদ্ধ। যেখানে কুলদীপ যাদব বনাম ওয়াশিংটন সুন্দরের মধ্যে কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে, অপেক্ষায় ক্রিকেটমহল। ভারতীয় দলের একটি সূত্রের খবর, ভঙ্গুর লোয়ার অর্ডার ব্যাটিংকে ভরসা দেওয়ার কারণে ওয়াশিংটন এগিয়ে। ভারতীয় দলের স্লিপ কর্ডনেও বদল আসছে এজবাস্টনে। অধিনায়ক শুভমানের সঙ্গে স্লিপে থাকবেন লোকেশ রাহুল ও করুণ নায়ার। তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে দেখা যেতে পারে করুণকেও। অন্তত গতকালের পর আজ ভারতীয় দলের অনুশীলনে ফের তিন নম্বরে করুণ ব্যাটিং করায় এমন সম্ভাবনা জোরদার হয়েছে। সঙ্গে একটি প্রশ্নও রয়েছে, বি সাই সুদর্শন কি বাদ পড়তে চলেছেন? নাকি সাইকে রেখে করুণকেই ছেঁটে ফেলা হবে? অজস্র প্রশ্ন ঘুরছে টিম ইন্ডিয়ার সম্ভাব্য কম্বিনেশনকে কেন্দ্র করে।

বাজবল বনাম শুভমানের তরুণ ভারত!

টিম ইন্ডিয়ার মিশন বিলেত শুরুর আগে থেকেই চলতি সিরিজকে এভাবেই দেখা হচ্ছিল। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের অবসরের পর টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট দল কেমন করে, সেদিকে সবারই নজর ছিল। বাস্তবে হেডিংলে টেস্টে দেখা গিয়েছে, 'রোকো' জুটি না থাকলেও ভারতীয় ব্যাটাররা বিলেতের মাটিতে রান পেয়েছেন। সমস্যা হয়েছে দলের লোয়ার অর্ডার ব্যাটিংয়ের সঙ্গে বিশ্রী ফিল্ডিং ও হতাশাজনক বোলিংকে কেন্দ্র করে। বুমরাহ বল হাতে একদিক থেকে চাপ তৈরি করলেও মহম্মদ সিরাজরা সেই চাপ ধরে রাখতে ব্যর্থ।

ঘটনা হল, এমন অবস্থা চলতে থাকলে বেন ডাকেট, হ্যারি ব্রুক, জো রুট, জোশ টাঙ্গ ফের বাজবলে মাতিয়ে দেবেন দুনিয়াকে। আর সিরিজ হারের পথে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে শুভমানের ভারত। 'অভিশপ্ত' এজবাস্টনের মাঠে শুভমানের ভারত কি নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে? অপেক্ষার শুরু হচ্ছে আগামীকাল।

ব্যাটিংয়েও নিজেকে তৈরি রাখতে চলেছেন কুলদীপ যাদব। বার্মিংহামে মঙ্গলবার।

ইংল্যান্ডের প্রস্তুতিতে মইন আলি!

অত্যন্ত বিপজ্জনক ঋষভ : স্টোকস

বার্মিংহাম, ১ জুলাই : শেষ টেস্ট ২০২৩ সালে। গত বছর সব ফরম্যাটকেই বিদায়। ইংল্যান্ডের প্র্যাকটিসে সেই মইন আলির উপস্থিতি সবাইকে চমকে দিয়েছে। তবে কি নতুন কোনও ভূমিকায় স্পিন অলরাউন্ডার? সেই রকম কিছু নয়। দলের পাশে থাকার জন্যই মইনের আসা। বার্মিংহাম মইনের ঘরের মাঠ। তাই সুযোগ পেয়ে চলে এসেছেন নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে।

হেডিংলেতে জিতে ১-০ ব্যবধান এগিয়ে থাকার পর থ্রি লায়ন্সের পাখির চোখ বুধবার শুরু দ্বিতীয় টেস্টে সিরিজের স্কোরলাইন ২-০ করে নেওয়া। যেখানে পেস না স্পিন, হাতিয়ার শেষপর্যন্ত কী হতে পারে, তা নিয়ে কিছুটা হলেও টানাপোড়েন মাঝের বাইশ গজের সৌজন্যে। দলের প্র্যাকটিসে মইনের উপস্থিতি মূলত সেই টানাপোড়েনে দলকে রসদ জোগাতে।

> লম্বা সময়ের পর টেস্ট পরিবেশে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে জোফের। নিশ্চিতভাবে দলের জন্য দারুণ খবর। আশা করি, চলতি সিরিজে প্রথম এগারোয় দেখা যাবে ওকে।
>
> **বেন স্টোকস**

হেডকোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম, স্পিন বোলিং কোচ জিতেন প্যাটেলের সঙ্গে গুরুগম্ভীর আলোচনা করেন মইন। টিম সূত্রের খবর, বার্মিংহাম টেস্টে স্পিন স্ট্র্যাটেজি কী হতে পারে, তা নিয়ে মইনের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছেন ম্যাককুলামরা। তবে স্পিন ধরার পূর্বাভাস থাকলেও ইংল্যান্ডের ঘোষিত দলে শোয়েব বশির ছাড়া বিশেষজ্ঞ স্পিনার নেই। ফলে জো রুটের অনিয়মিত স্পিনেও ভরসা রাখতে হবে।

হেডিংলেতে হারলেও দাপট দেখিয়েছে ভারতীয় ব্যাটাররা। ঋষভ পন্থ, যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিল, লোকেশ রাহুল শতরান পেয়েছেন। বার্মিংহামের পিচ পূর্বভাসে চতুর্থ দিন থেকে স্পিন ধরলে বশিরের পক্ষে ঋষভকে আটকে রাখা আদৌ সম্ভব হবে কি না, প্রশ্ন ইংল্যান্ড ক্রিকেটমহলেও। তবে বেন স্টোকস বিন্দাস মেজাজেই।

তবে ঋষভকে নিয়ে বাড়তি সমীহের সুর। ইংল্যান্ড অধিনায়কের কথায়, ঋষভ অত্যন্ত বিপজ্জনক খেলোয়াড়। প্রতিভাবান। যার ঝলক চোখের সামনে। প্রথম টেস্টের দুই ইনিংসে ঋষভের সেঞ্চুরি ইংল্যান্ডকে ভোগালেও ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারের ব্যাটিং নাকি উপভোগ করেছেন! স্টোকসের স্বীকারোক্তি, প্রতিপক্ষ হলেও ঋষভের ব্যাটিং উপভোগ করেন।

জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে টানাপোড়েনে অবশ্য গুরুত্ব দিচ্ছেন না। স্টোকস জানান, বার্মিংহাম টেস্টে বুমরাহ খেলবে কি খেলবে না, তা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় দলের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। ইংল্যান্ড শিবির বা তিনি এ নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ। ফোকাস নিজেদের ক্রিকেটেই। বাড়তি খুশি জোফ্রা আর্চারের টেস্ট প্রত্যাবর্তনে। জোফ্রা দলে ফিরলেও রিজার্ভ বেঞ্চেই ঠাঁই হয়েছে। তবে দীর্ঘদিন পর আর্চারের ফেরাকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক।

স্টোকস বলেছেন, 'লম্বা সময়ের পর টেস্ট পরিবেশে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে জোফের। নিশ্চিতভাবে দলের জন্য দারুণ খবর। আশা করি, চলতি সিরিজে প্রথম এগারোয় দেখা যাবে ওকে। গত সপ্তাহ ভালো কেটেছে। ১-০ এগিয়ে থাকার সুবিধা। বুধবার অবশ্য নতুন ম্যাচ। শূন্য থেকে শুরু করতে হবে।' তবে ভারতের উদ্দেশে ঘুরিয়ে হুংকারও ছেড়েছেন। স্টোকসের দাবি, চতুর্থ ইনিংসে যে কোনও টার্গেট তাড়া করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী তাঁর ব্রিগেড।

প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে প্রস্তুতিতে চলেছেন ঋষভ পন্থ।

কালিসকে স্পর্শ করবিনের

বুলাওয়াও, ১ জুলাই : প্রথম টেস্টে জিম্বাবোয়েকে ৩২৮ রানে হারিয়ে দুই ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা। জিম্বাবোয়ের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড় রানে হার।

চতুর্থ ইনিংসে জিম্বাবোয়ের সামনে লক্ষ্য ছিল ৫৩৭ রান। চতুর্থ দিনে লাঞ্চের পর জিম্বাবোয়ে ২০৮ রানে অল আউট হয়ে যায়। সৌজন্যে অলরাউন্ডার করবিন বশের ৫ উইকেট। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসে শতরান করেছিলেন। ২০০২ সালে জ্যাক কালিসের পর প্রথম প্রোটিয়া ক্রিকেটার হিসেবে একই টেস্টে শতরান ও ৫ উইকেট পেলেন।

তৃতীয় দিনের শেষ বলে তাকুদজওয়ানাশে কাইতানোকে (১২) আউট করেছিলেন বশ (৪৩/৫)। মঙ্গলবার চতুর্থ দিনে ঠিক সেখান থেকেই শুরু করলেন তিনি। দিনের প্রথম বলেই নিক ওয়েলচকে (০) তুলে নিয়ে ছন্দ ঠিক করে দেন বশ। তারপর একটা সময় জিম্বাবোয়ের স্কোর ৮২/৬ হয়ে যায়। সেখান থেকে কিছুটা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন ক্রেগ আরভিন (৪৯) এবং ওয়েলিংটন মাসাকাদজা (৫৭)। তাঁরা সপ্তম উইকেটে ৮৩ রান জোড়েন। আরভিনকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন সেই বশ।

তৃতীয় স্থানে উঠে এলেন মান্ধানা

দুবাই, ১ জুলাই : কয়েকদিন আগেই টি২০ ক্রিকেটে নিজের প্রথম সেঞ্চুরিটি পেয়েছেন ভারতীয় মহিলা দলের তারকা ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানা। সেই সেঞ্চুরির সুফল পেলেন তিনি।

টি২০ ক্রিকেটে মহিলা ব্যাটারদের আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছেন এই ভারতীয় ওপেনার। এই মুহূর্তে তাঁর সংগ্রহ ৭৭১ পয়েন্ট। তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন বেথ মুনি। তাঁর সংগ্রহ ৭৯৪ পয়েন্ট। ৭৭৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ক্যারিবিয়ান ব্যাটার হেইলি ম্যাথিউজ।

শুধু মান্ধানা নন, টি২০ র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি ঘটেছে শেফালি ভার্মারও। তিনি ব্যাটারদের তালিকায় একধাপ এগিয়ে ১৩তম স্থানে উঠে এসেছেন। বঙ্গতনয়া রিচা ঘোষ ২৫তম স্থানেই রয়ে গিয়েছেন।

কেন্দ্রের ছাড়পত্র নিয়ে টালবাহানা

বাতিলের পথে বাংলাদেশ সফর

মুম্বই, ১ জুলাই : ভারতীয় দলের ঘোষিত বাংলাদেশ সফর সম্ভবত বাতিল হতে চলেছে।

পদ্মাপারে পালাবদলের পর বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের সমীকরণ বদলে গিয়েছে। ভারত বিরোধিতার হাওয়া বাংলাদেশে। ভারত বিদ্বেষ বাড়ছে। এহেন পরিস্থিতিতে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে আদৌ সফরের অনুমতি দেওয়া নিয়ে টালবাহানা জারি। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে সফরের ছাড়পত্রের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। যদিও এখনও সবুজ সংকেত মেলেনি।

> বিসিসিআইয়ের সঙ্গে ইতিবাচক কথাবার্তা হয়েছে। ওরা ভারত সরকারের ছাড়পত্রের অপেক্ষায় রয়েছে। অগাস্টে সিরিজ শেষপর্যন্ত না হয়, অদূর ভবিষ্যতে দুই দেশের গ্রহণযোগ্য সময়ে ভারত-সিরিজ আয়োজনের সুযোগ পাব।
>
> **আমিনুল ইসলাম**

আগামী অগাস্ট মাসের সফরে টি২০ এবং ওডিআই, জোড়া সিরিজ (তিনটি করে ম্যাচ) খেলার কথা ভারতীয় দলের। যদিও দলের বাংলাদেশ সফর নিয়ে আপত্তি রয়েছে নরেন্দ্র মোদি সরকারের। ছাড়পত্র পাওয়ার বিষয়টি আপাতত বিশবাঁও জলে। ফলে টেস্টকে গুডবাই জানানোর পর বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের জাতীয় দলের জার্সিতে প্রত্যাবর্তন আরও পিছিয়ে যেতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি আমিনুল ইসলাম এদিন এই অনিশ্চয়তার কথা জানিয়েছেন। বলেছেন, 'বিসিসিআইয়ের সঙ্গে ইতিবাচক কথাবার্তা হয়েছে। ওরা ভারত সরকারের ছাড়পত্রের অপেক্ষায় রয়েছে। অগাস্টে সিরিজ শেষপর্যন্ত না হয়, অদূর ভবিষ্যতে দুই দেশের গ্রহণযোগ্য সময়ে ভারত-সিরিজ আয়োজনের সুযোগ পাব।'

নিলামে কোহলির ভাইপো

নয়াদিল্লি, ১ জুলাই : গত আইপিএল নিলামে ২৭ কোটির অবাক দর। মেগা লিগের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটারের মুকুট। কয়েক মাসের ব্যবধানে ফের নিলামে উঠতে চলেছেন ঋষভ পন্থ। এবার দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের (ডিপিএল) নিলাম। ঋষভ ছাড়াও নিলামে উঠবেন গত আইপিএলে নজরকাড়া প্রিয়াংশ আর্য, দিগবেশ রাঠি সহ একঝাঁক চেনা মুখ।

আছে বীরুর দুই ছেলেও

৬-৭ জুলাই অনুষ্ঠিত দুইদিনের নিলাম তালিকায় অন্যতম আকর্ষণ বিরাট কোহলির ভাইপো আর্যবীর কোহলি এবং বীরেন্দ্র শেহবাগের দুই পুত্র আর্যবীর ও বেদান্ত। বিরাটের বড়ভাই বিকাশ-পুত্র বছর পনেরোর আর্যবীর মূলত লেগস্পিনার। বিরাটের ছোটবেলার কোচ রাজকুমার শর্মার অ্যাকাডেমির ছাত্র। শেহবাগ-পুত্র আর্যবীর ইতিমধ্যে অনূর্ধ্ব-১৯ দিল্লি দলের হয়ে খেলেছেন। মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ২৯৭ রানের ঝোড়ো ইনিংসে নজরও কাড়েন। বেদান্ত অপরদিকে অফস্পিন অলরাউন্ডার।

পন্থের জন্য সবাই টিভি খোলে : ব্রুক

বার্মিংহাম, ১ জুলাই : রাত ফুরোলেই ভারত-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্ট।

শেষ তুলির টান দেওয়ার ব্যস্ততা। তার মাঝেই প্রতিপক্ষের অন্যতম অস্ত্র ঋষভ পন্থকে দরাজ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন হ্যারি ব্রুক। জানান, ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে আকর্ষণের নাম ঋষভ। যাঁর ব্যাটিং দেখতে সবাই টিভির সুইচ অন করে। হেডিংলে টেস্টের দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেন ঋষভ। ব্রুকও ৯৯ রানের ম্যাচ জেতানো গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন।

আগামীকাল শুরু বার্মিংহাম টেস্টে দুই দলের দুই ভরসা। যুদ্ধের আগে ঋষভে মজে থাকা ব্রুক বলেছেন, 'অবিশ্বাস্য প্লেয়ার। আমি সবসময় উপভোগ করি ওর ব্যাটিং। ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য ও বড় আকর্ষণ। প্রত্যেকে টিভির সুইচ অন করে ঋষভের ব্যাট দেখার জন্য। আমার মতে, ও বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটার।'

প্রস্তুতি শুরুর আগে কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের সঙ্গে আলোচনায় বেন স্টোকস। মঙ্গলবার।

২০২৪ সালে ঋষভের নেতৃত্বে দিল্লি ক্যাপিটালসে খেলার কথা ছিল ব্রুকের। কিন্তু অ্যাসেজের দায়বদ্ধতার কারণে সরে দাঁড়ান। যে প্রসঙ্গে ব্রুক বলেছেন, 'কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। আইপিএল দুর্দান্ত টুর্নামেন্ট। উত্তেজক ও হাড্ডাহাড্ডি ক্রিকেট হয়। বিশ্বের সেরা প্লেয়াররা খেলে। সমর্থক, পরিবেশ- সবকিছু অবিশ্বাস্য। আগামী দিনে খেললে ভালো লাগবে। তবে মূল নজর ইংল্যান্ডের হয়ে খেলা।'

৪৫০ রানের লক্ষ্যেও জেতা সম্ভব

দ্বিতীয় টেস্টের আগে পিচ নিয়ে পূর্বাভাসও দিয়ে রাখলেন ব্রুক। থ্রি লায়ন্সের আগ্রাসী মিডল অর্ডার ব্যাটার বলেছেন, 'এজবাস্টনে তুলনামূলক পাটা উইকেট থাকে। স্পিনাররা কিছুটা সুবিধা পেয়ে থাকে চতুর্থ, পঞ্চম দিনে। এইটুকু বাদ দিলে ইংলিশ পিচ যেমন হয়।'

৩৫০ প্লাস টার্গেট তাড়া করে জেতাটা ক্রমশ অভ্যাসে পরিণত করছে বেন স্টোকসের দল। সিরিজের প্রথম ম্যাচে ভারতের ৩৭০ রানের চ্যালেঞ্জে উতরে গিয়েছে। ক্রিকেট মহলের ধারণা, লাল বলের ফরম্যাটে বাজবল যেভাবে এগোচ্ছে, ৪৫০ রানও নিরাপদ নয়। ব্রুকের গলাতে সেই আত্মবিশ্বাসের ছোঁয়া। সাড়ে চারশো বড় স্কোর। যে গণ্ডি অতিক্রম করতে ইতিবাচক মানসিকতা গুরুত্বপূর্ণ। যার অভাব নেই ইংল্যান্ড দলে।

ক্লাব বিশ্বকাপে অঘটনের রাত

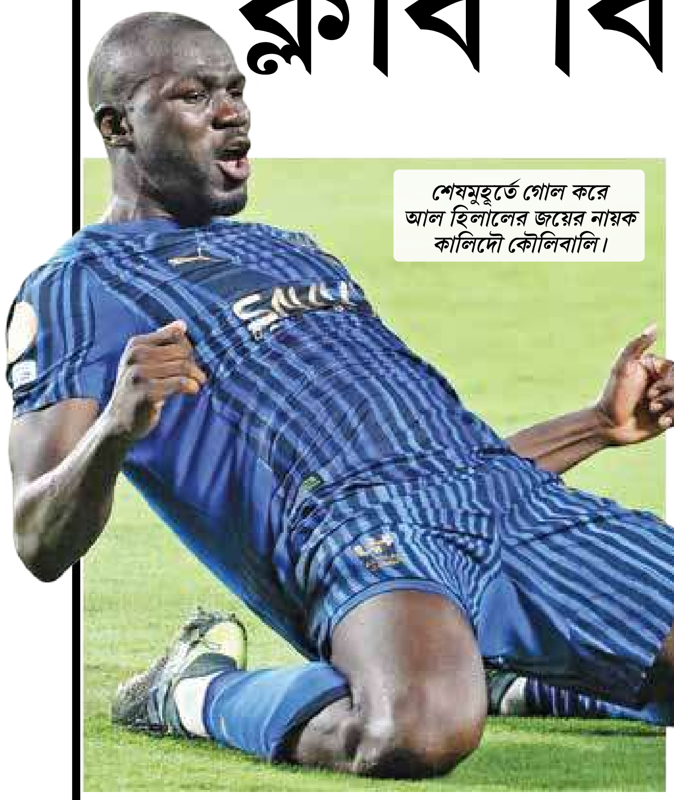
শেষমুহূর্তে গোল করে আল হিলালের জয়ের নায়ক কালিদৌ কৌলিবালি।

আল হিলালের বিরুদ্ধে হেরে ট্রফিহীন ম্যান সিটি

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি-৩ আল হিলাল-৪

ফ্লোরিডা, ১ জুলাই : অঘটন! বোধহয় তার চেয়েও বেশি অপ্রত্যাশিত।

সম্প্রতি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা পাঁচ লিগের মধ্যেই থাকবে সৌদি লিগ।’ ক্লাব বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে আল হিলালের কাছে ৪-৩ গোলে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির হার যেন আল নাসের তারকার সেই মন্তব্যেরই বাস্তবায়ন। আসলে সৌদি ক্লাবটির নাছোড় মানসিকতাই ক্লাব বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দিল সিটিকে।

ধারেভারে এগিয়ে থেকেই শেষ ষোলোয় নেমেছিল ম্যান সিটি। ৯ মিনিটে প্রথম গোলটিও আসে সিটির বার্নার্ডো সিলভার পা থেকে। প্রথমার্ধের বাকি সময়ও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল নীল ম্যাঞ্চেস্টারের দখলে। ব্যবধান আরও বাড়তে পারত। তবে সৌদি ক্লাবটির গোলরক্ষক ইয়াসিন বোনো প্রাচীর হয়ে দাঁড়ানোয় তা সম্ভব হয়নি। এদিকে, দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মাত্র ৬ মিনিটের ব্যবধানে ছবিটা বদলে দেয় হিলালিরা। পরপর দুটি গোল করেন মার্কোস লিওনার্দো (৪৬) ও ম্যালকম (৫২)। যদিও সেই ব্যবধান স্থায়ী হয় মাত্র ৩ মিনিট। ৫৫ মিনিটে সিটিকে সমতায় ফেরান আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। নির্ধারিত ৯০ মিনিট শেষ হয় ২-২ গোলে। রুদ্ধশ্বাস লড়াই হয় অতিরিক্ত সময়েও। শুরুতে কালিদৌ কৌলিবালির গোলে এগিয়ে যায় হিলাল। ১০৪ মিনিটে সেই গোল শোধ করেন ফিল ফোডেন। অবশেষে ১১২ মিনিটে জয়সূচক গোলটি আসে আল হিলালের মার্কোসের পা থেকে। গুয়ার্দিওলার দলের রক্ষণের ভুলেই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়।

এই হারে শূন্য হাতেই মরশুম শেষ করল সিটি। হতাশা ঝরে পড়ল কোচ পেপ গুয়ার্দিওলার গলায়। বলেছেন, ‘এই হারের রেশ অনেকদিন থাকবে।’ প্রতিপক্ষের প্রশংসা করে পেপ বলেছেন, ‘আমরা অনেক সুযোগ তৈরি করেছি। তবে বোনো প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। এটা মানতেই হবে, এই পর্যায় যে কোনও ম্যাচই কঠিন।’ এদিকে, সিটির বিরুদ্ধে এই জয়ের কৃতিত্ব খেলোয়াড়দের দিচ্ছেন আল হিলালের নবনিযুক্ত কোচ সিমোনে ইনজাঘি। লড়াইটাকে তুলনা করছেন মাউন্ট এভারেস্টে ওঠার সঙ্গে। বলেছেন, ‘ছেলেরা হৃদয় দিয়ে লড়েছে। আমরা অক্সিজেন ছাড়া মাউন্ট এভারেস্টে ওঠার মতোই একপ্রকার অসম্ভবকে সম্ভব করেছি।’

> আমরা অনেক সুযোগ তৈরি করেছি। তবে বোনো প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। এটা মানতেই হবে, এই পর্যায় যে কোনও ম্যাচই কঠিন।
> –পেপ গুয়ার্দিওলা

প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে হারের পর বিষণ্ণ মুখে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ফিল ফোডেন।

বিদায়ের যন্ত্রণা লুকোতে মুখ ঢেকেছেন লওটারো মার্টিনেজ।

মিলানের মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন লওটারোর

ইন্টার মিলান-০
ফ্লুমিনেজ-২

শার্লট, ১ জুলাই : হতাশায় ভরা মরশুম। একের পর এক খেতাব হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। এই মরশুমে ত্রিমুকুট জয়ের দ্বারপ্রান্তে থেকেও তিনটি প্রতিযোগিতাতেই রানার্স ইন্টার মিলান।

শেষ ভরসা ছিল ক্লাব বিশ্বকাপ। কিন্তু সেখান থেকেও খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে ইতালিয়ান জায়েন্টদের। শেষ ষোলোর লড়াইয়ে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্লুমিনেজের কাছে ২-০ গোলে অপ্রত্যাশিত হার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ রানার্সদের।

ম্যাচের ৩ মিনিটেই জার্মান কোনোর গোলে পিছিয়ে পড়েন লওটারো মার্টিনেজরা। ম্যাচের বাকি সময় সেই গোল শোধ করতে পারেননি তাঁরা। উলটে সংযোজিত সময়ে হারকিউলিসের গোলে বিদায় নিশ্চিত হয়ে যায় ইন্টারের।

একের পর এক প্রতিযোগিতা থেকে খালি হাতে ফেরায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ অধিনায়ক লওটারো। তিনি সরাসরি বাকি খেলোয়াড়দের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়েছেন। আর্জেন্টাইন তারকা বলেছেন, ‘আমি বড় খেতাবগুলি জেতার জন্য লড়তে চাই। যারা ইন্টারে থাকতে চায়, তাদেরকে বলছি একসঙ্গে লড়াই করব। কিন্তু যারা থাকতে চায় না, তাদের জন্য ক্লাবের দরজা খোলা আছে।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘ইন্টারে থাকতে চায় এমন খেলোয়াড়ই দরকার। এই জার্সির গুরুত্ব অনেক। আমাদের লড়াইয়ের মানসিকতা দরকার।’

মূলত লওটারোর নিশানায় ছিলেন দলের তুরস্কের মিডিও হাকান কালহানোগ্লু। তিনি আগামী মরশুমের জন্য গালাতাসারের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। এই নিয়ে ইন্টারের প্রেসিডেন্ট বেপ্পে মারোত্তা বলেছেন, ‘আমার মনে হয়, লওটারো সম্ভবত কালহানোগ্লুর উদ্দেশেই কথাগুলি বলেছে। আমরা এই নিয়ে খুব শীঘ্রই তুরস্কের এই খেলোয়াড়ের সঙ্গে কথা বলব।’

> আমি বড় খেতাবগুলি জেতার জন্য লড়তে চাই। যারা ইন্টারে থাকতে চায়, তাদেরকে বলছি একসঙ্গে লড়াই করব। কিন্তু যারা থাকতে চায় না, তাদের জন্য ক্লাবের দরজা খোলা আছে।
> –লওটারো মার্টিনেজ

সহজ জয় সিনারের, নজির পেরিকার্ডের

লন্ডন, ১ জুলাই : উইম্বলডনের প্রথম রাউন্ডে সহজ জয় জানিক সিনারের। সোমবার ইতালিয়ান প্রতিপক্ষ লুকা নারদিকে স্ট্রেট সেটে হারালেন বিশ্বের এক নম্বর টেনিস তারকা। প্রথম দুইটি সেটে নারদি প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও তৃতীয় সেটে কার্যত সিনারের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ম্যাচের ফল ৬-৪, ৬-৩, ৬-০।

এদিকে উইম্বলডনের ইতিহাসে দ্রুততম সার্ভিসের নজির গড়লেন জিওভান্নি পেতসি পেরিকার্ড। ২০১০ সালে লন্ডনে সবুজ ঘাসের কোর্টে ২৩৮ কিলোমিটার গতিতে সার্ভ করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের টেলর ডেন্ট। নোভাক জকোভিচের বিরুদ্ধে ডেন্টের সেই সার্ভিসই উইম্বলডনে দ্রুততম আসন দখল করেছিল এতদিন। সোমবার যুক্তরাষ্ট্রেরই টেলর ফ্রিৎজের বিরুদ্ধে ম্যাচে ১৫ বছরের পুরোনো সেই নজির ভেঙে দিলেন ফ্রান্সের পেরিকার্ড। ২৪৬ কিলোমিটার গতিতে সার্ভ করেন তিনি। যদিও সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় সোমবার ওই ম্যাচ অমীমাংসিত থেকে গিয়েছিল। নিষ্পত্তি হয় মঙ্গলবার। পাঁচ সেটের লড়াইয়ে ফ্রিৎজের কাছে হেরে যান পেরিকার্ড।

ফরাসি ওপেনের পর উইম্বলডনেও প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিলেন ড্যানিল মেদভেদেভ। সোমবার ফ্রান্সের বেনজামিন বোনজির কাছে হেরে গিয়েছেন তিনি। অন্য ম্যাচে ইতালির ফ্যাবিও ফগনিনিকে হারানোর পর কার্লোস আলকারাজ বলেছেন, ‘যে কোনও প্রতিযোগিতারই প্রথম ম্যাচ কঠিন হয়। ঘাসের কোর্টে আমি ভালো খেললেও উইম্বলডন আলাদা। অন্য প্রতিযোগিতার সঙ্গে এর তফাতটা বোঝা যায়।’

দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠে জানিক সিনার।

অবসরের ইঙ্গিত লায়োনের

গ্রানাডা, ১ জুলাই : লাল বলের অস্ট্রেলিয়ার বোলিং বিভাগে অন্যতম ভরসার নাম নাথান লায়োন। কেরিয়ারের সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে দলের ‘সং মাস্টার’-এর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ঘোষণা করলেন তিনি। এই ঘোষণাই কি লায়োনের অবসরগ্রহণের পথে প্রথম ধাপ?

জয়ের পর সাজঘরে ‘আন্ডারনিথ দ্য সাউদার্ন ক্রস’ গান গেয়ে উদযাপন অজি ক্রিকেট দলের দীর্ঘদিনের রীতি। গত ১২ বছর সেই গানে নেতৃত্ব দিয়েছেন লায়োন। এবার সেই দায়িত্ব তরুণ অ্যালেক্স ক্যারির হাতে তুলে দিতে চান অজি স্পিনার। তিনি বলেছেন, ‘এখনই অবসর নিয়ে না ভাবলেও পরবর্তী প্রজন্মের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার এটাই সঠিক সময়। আমার ধারণা, দলের সং মাস্টার হওয়ার সমস্ত যোগ্যতা অ্যালেক্সের মধ্যে রয়েছে।’ একইসঙ্গে অবসরের আগে ভারত ও ইংল্যান্ডে সিরিজ জেতার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর সংযোজন, ‘সবসময়ই বলে এসেছি, ভারত ও ইংল্যান্ডে সিরিজ জিততে চাই। আশা করছি, সুযোগটা বছর দুয়েকের মধ্যে আসবে।’

এদিকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে প্রথম টেস্টের দলে নেই মার্নাস লাবুশেন। তবে স্টিভেন স্মিথ আশাবাদী, আবার দলে জায়গা করে নেবেন তিনি। স্মিথ বলেছেন, ‘নিজের সেরা সময়ে বিশ্বের যে কোনও ক্রিকেটারকে ছাপিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা লাবুশেনের রয়েছে। ও আবার ফিরবে, যা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।’

জোড়া গোল তুষারের

আলিপুরদুয়ার, ১ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার বিবেকানন্দ ক্লাব ফুটবল অ্যাকাডেমি ৪-৩ গোলে টাউন ক্লাবকে হারিয়েছে। বিবেকানন্দের তুষার দাস জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি গোল দুইটি রুবেন মুর্মু ও রাহুল মণ্ডলের। টাউনের গোলস্কোরার অমন কেউট, সত্যজিৎ হাঁসদা ও বিজয় সরকার।

সুব্রত কাপের ক্লাস্টার আজ

আলিপুরদুয়ার, ১ জুলাই : প্রি-সুব্রত কাপ ফুটবলে ক্লাস্টার পর্যায়ের খেলা বুধবার শুরু হবে। সাঁতালপুর মিশন হাইস্কুল মাঠে ৯টি জেলার স্কুল অংশ নেবে।

NOTICE INVITING E-TENDER
E-tenders are hereby invited by the undersigned vide NIT NO. 1118/SGP/E-tender/2025, Dt. 30-06-2025. Last date of tender paper droping : -07/07/2025 upto 18.00 Hrs. Other details are available at www.wbtenders.gov.in Portal.
Sd/- Prodhan
Satali Gram Panchayat

মত বদলে ডুরান্ড কাপে খেলার সিদ্ধান্ত বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জুলাই : ডুরান্ড কাপে না খেলার সিদ্ধান্ত সম্ভবত বদল করতে চলেছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

একাধিক ক্লাব হঠাৎই ডুরান্ড কাপ না খেলার কথা জানানোয় খানিকটা হলেও বেকায়দায় পড়েন আয়োজকরা। পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয় যখন মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট নাম প্রত্যাহারের কথা বলতে শুরু করে। যদিও তাদের তরফে সরকারিভাবে কোনও চিঠি ডুরান্ড কর্তৃপক্ষের কাছে এদিন পর্যন্ত পৌঁছয়নি। উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের তখনই জানানো হয়েছিল, এর মধ্যে খানিকটা হলেও চাপের খেলা রয়েছে। গত দুই মরশুম ডুরান্ড কমিটি ম্যাচগুলিতে, বিশেষত ডার্বিতে যে টিকিট বিন্যাস করে তা একেবারেই পছন্দ ছিল দুই প্রধানের কর্তাদের। এমনকি গত মরশুমে খুব সামান্য কিছু বাড়তি টিকিট চেয়ে ডুরান্ড কর্তৃপক্ষের কাছে অপমানিত হতে হয় মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টকে। অথচ মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল খেলা দিয়েই কলকাতায় আসার পর থেকে প্রতি মরশুমে সফল এই টুর্নামেন্ট। রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের সঙ্গে একযোগে এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করে সামরিক বাহিনী। দুই প্রধানকে এক গ্রুপে রেখে প্রতিবারই ক্রীড়া দপ্তর ও সামরিক বাহিনী ফয়দা তোলার চেষ্টা করেন বলে ঠারেঠোরে অনেকেই বলে থাকেন। কিন্তু দুই প্রধানকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের খেয়ালখুশিমতো টুর্নামেন্ট চালায় আয়োজকরা। আর এতেই পালটা চাপ দেওয়ার জন্য মোহনবাগান জানিয়ে দেয়, তারা এবার ডুরান্ডে খেলবে না।

তবে পালটা চাপের খেলা শুরু করে সামরিক বাহিনী ও রাজ্য সরকারও। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ড এদিন থেকেই নিজেদের অধীনে নিয়ে নেয় ডুরান্ড কর্তৃপক্ষ। ফলে কলকাতা লিগে প্রস্তুতির জন্য মোহনবাগানকে চলে যেতে হল রাজারহাটের সেন্টার ফর এক্সেলেন্সের কৃত্রিম ঘাসের মাঠে। আর ইস্টবেঙ্গল দল নিয়ে সম্ভবত যাচ্ছে হাওড়া স্টেডিয়ামে। আর সেখানে না হলে সেন্টার ফর এক্সেলেন্সেই হয়তো সময় ভাগাভাগি করে হবে দুই দলের অনুশীলন। ডুরান্ডে না খেললে যে রাজ্য সরকারেরও সহযোগিতা পাওয়া যাবে না, এটা বুঝেই সম্ভবত আয়োজকদের সঙ্গে কথা বলা শুরু করে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট। যা খবর, তাতে এদিনই ডুরান্ডে খেলার বিষয়ে সবুজ সংকেত দিয়েছে সবুজ-মেরুন শিবির। তবে হয়তো এবার আর গ্রুপ পর্যায়ে ডার্বি দেখতে পাবেন না দুই ক্লাবের সমর্থকরা। দুই প্রধানকে আলাদা গ্রুপে রাখা হবে। পরবর্তীতে নকআউট পর্যায়ে দেখা হলে আলাদা বিষয়। মোহনবাগান খেললেও মুম্বই সিটি এফসি-র তরফে না খেলার কথা জানিয়ে আয়োজকদের মেল করে দেওয়া হয়েছে মঙ্গলবারই রাতেই। ফলে মুম্বই সিটিকে নিয়ে আইএসএলের মোট ৭ দল নাম প্রত্যাহার করে নিল এই ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্ট থেকে।

সম্ভবত দুই প্রধান এক গ্রুপে নয়

ব্রেট লি-ও ভালো থ্রোয়ার হতে পারতেন

নীরজ চান শচীনের ‘সুপার পাওয়ার’

বেঙ্গালুরু, ১ জুলাই : একজন ক্রিকেটের ঈশ্বর। অন্যজন দেশের সেরা অ্যাথলিট। দুজনেই গর্বিত করেছেন দেশকে। ক্রিকেটের ঈশ্বর শচীন তেন্ডুলকার খেলা ছেড়েছেন এক যুগ আগে। কিন্তু এখনও আসমুদ্রহিমাচল ‘শচীন মায়ায়’ মোহাবিষ্ট। তার ব্যতিক্রম নন দেশের সেরা অ্যাথলিট নীরজ চোপড়াও।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কোন ক্রিকেটারের ‘সুপার পাওয়ার’ তিনি নিতে চান। উত্তরে ভারতের ‘সোনার ছেলে’ বলেছেন, ‘শচীন তেন্ডুলকারের সুপার পাওয়ার আমি নিতে চাই। উনি দীর্ঘদিন দেশের হয়ে খেলেছেন এবং অজস্র রেকর্ড গড়েছেন। বিশ্বের সেরা বোলারদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে অবিশ্বাস্য পারফরমেন্স করেছেন। আমি এই সুপার পাওয়ারটা চাই। এটা আমাকে মাথা ঠান্ডা রেখে সমস্ত চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে সাহায্য করবে।’

ঘরের মাঠে নামার আগে ভক্তের সঙ্গে নীরজ চোপড়া। বেঙ্গালুরুতে।

শুধু শচীন নন, প্রাক্তন অজি পেসার ব্রেট লি এবং ভারতীয় তারকা জসপ্রীত বুমরাহর প্রসঙ্গও উঠে এসেছে নীরজের মুখে। তিনি বলেছেন, ‘আমি শুনেছি, একটা সময়ে ব্রেট লি জ্যাভলিন থ্রোয়ার ছিলেন। নিজের কেরিয়ারের সেরা সময়ে কিন্তু ভালো জ্যাভলিন ছুড়তে পারতেন।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘আমি জসপ্রীত বুমরাহকে জ্যাভলিন ছোড়া শেখাতে চাই। আশা করছি, তিনি আমাকে বোলিং শেখাবেন। বোলিং ও জ্যাভলিন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও দুটোই কিন্তু ছুড়তে হয়। আমি বুমরাহর থেকে বোলিং শিখতে চাই।’

নীরজের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অজি তারকা ব্রেট লি। তিনি বলেছেন, ‘আমি স্কুলজীবনে জ্যাভলিন ছুড়লেও নীরজের মতো কোনওদিন অত ভালো ছুড়তে পারিনি। ওর জন্য শুভেচ্ছা রইল।’ অজি স্পিডস্টার প্রতিক্রিয়া জানালেও বুমরাহ এখনও কিছু প্রতিক্রিয়া জানাননি।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
হুগলি-এর এক বাসিন্দা
পশ্চিমবঙ্গ, হুগলি - এর একজন বাসিন্দা দীনেশ মাল - কে 13.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 60H 27846 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি এখনও বিশ্বাস করার চেষ্টা করছি যে এটি বাস্তব। এই ধরণের একটি জয় জীবনের সবকিছু বদলে দেয়। এই ধরণের একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার পরিবার জীবনের কঠিন সময় অতিক্রম করেছে, কিন্তু এখন আমরা সুন্দর একটি জীবন গড়তে পারবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচ পিছোল ইস্টবেঙ্গলের

কলকাতা, ১ জুলাই : বৃহস্পতিবার কলকাতা ফুটবল লিগে সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল ইস্টবেঙ্গলের। আবার ওইদিনই কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে ম্যাচ মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। একই দিনে দুই প্রধানের ম্যাচ আয়োজন সমস্যার। যে কারণে লাল-হলুদের ম্যাচ একদিন পিছিয়ে দিল আইএফএ। ৩ জুলাই নৈহাটি স্টেডিয়ামে খেলবে মোহনবাগান। ৪ তারিখ ওই মাঠেই মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল-সুরুচি। পাশাপাশি মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাবের ম্যাচ ৫ জুলাই থেকে একদিন এগিয়ে ৪ তারিখ করা হয়েছে। মঙ্গলবার কলকাতা লিগে প্রিমিয়ারের ম্যাচে পিয়ারলেস এসসি ২-০ গোলে হারালো ক্যালকাটা পুলিশকে।

এদিকে, কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্সের বিরুদ্ধে নামার আগে চিন্তায় সবুজ-মেরুন শিবির। একে প্রথম ম্যাচে হার, তার ওপর রক্ষণের ভরসা উমের মখুর চোটের কবলে। এই পরিস্থিতিতে মহম্মদ বিলাল বা রোশন সিংরাই ভরসা।

ম্যাচের সেরা প্রতীক রায় লস্কর। -প্রতাপকুমার ঝা

জিতল জনকল্যাণ

জামালদহ, ১ জুলাই : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে মঙ্গলবার উচলপুকরি জনকল্যাণ সত্যেন্দ্রনাথ ক্লাব ও পাঠাগার ৮-১ গোলে জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন জুনিয়ারকে হারিয়েছে। হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন উচলপুকুরির প্রতীক রায় লস্কর। জোড়া গোল করেন রবিজিৎ বর্মন। তাদের বাকি গোলস্কোরার আকাশ ব্যাধ, নবজিৎ বর্মন ও সাগর বর্মন। জুনিয়ারের একমাত্র গোল বিক্রম ডাকুয়ার। বুধবার মুখোমুখি হবে অশোকবাড়ি সংগ্রামী সংঘ ও গোপালপুর নবীন সংঘ।

ড্র প্রভাতি-প্রভাতের

কোচবিহার, ১ জুলাই : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার প্রভাতি ক্লাব ও প্রভাত ক্লাবের ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে প্রভাতির আরিফ হোসেন জোড়া গোল করেন। প্রভাতের রাজীব বর্মনও জোড়া গোল করেন। ম্যাচের সেরা প্রভাতির রাজ্জাক হোসেন। তিনি নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি পেয়েছেন।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন রাজ্জাক হোসেন। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন সঞ্জয় রাউত। ছবি : দেবদর্শন চন্দ

জেতালেন স্নেহাশিস

কোচবিহার, ১ জুলাই : জেনকিন্স সুপার লিগের ফুটবলে মঙ্গলবার ২০২৪ ব্যাচকে ১-০ গোলে হারাল ২০২০ ব্যাচের প্রাক্তনীরা। স্কুলের মাঠে স্নেহাশিস বর্মন গোল করেন। ম্যাচের সেরা ২০২০ ব্যাচের সঞ্জয় রাউত।

জিতল যুবশ্রী

তুফানগঞ্জ, ১ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগে মঙ্গলবার যুবশ্রী সংঘ রসিকবিল ৪-১ গোলে মর্নিং স্ট্রাইকার এফসি-কে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন সুমন বর্মন। তাদের অন্য গোলটি জয়ন্ত অধিকারীর। মর্নিংয়ের একমাত্র গোল করেন দেব ধর।

বুধবার মুখোমুখি হবে ধলপল সিনিয়ার ফুটবল একাদশ ও চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি।